Hasanul Haq Inu
..... Accused-Petitioner
(In custody)

Through:

(Sifat Mahmud)
Advocate
For the Accused-Petitioner

In the International Crimes Tribunal-2, Bangladesh

ICT-BD CASE NO. 3 OF 2025

IN THE MATTER OF

Explanation of the accused-petitioner under section 17(a) of the International Crimes (Tribunals) Act, 1973.

AND

IN THE MATTER OF

Chief Prosecutor

-Versus-

Hasanul Haq Inu

AND

IN THE MATTER OF

Hasanul Haq Inu, Son of Late A H M Kamrul Haq and Late Hasna Hena Haq, of village: Golapnagar, Police Station: Bheramara, District: Kushtia.

At Present:

Hasna Hena, House No. 137, Eastern Housing Project 1, Dakkhin Kallyanpur, Police Station - Darus Salam, Dhaka.

...Accused-Petitioner

(In Jail Custody)

The humble Petition on behalf of the above accused-petitioner most respectfully

S H E W E T H

1. That as per the provision of section 17(a) of the International Crimes (Tribunals) Act, the accused-petitioner begs to give the following explanation relevant to the charge brought against him:

I'm not guilty. আমার নামে আনীত সমস্ত অভিযোগ কাল্পনিক ও পুরোপুরি বানোয়াট। যে হত্যাকান্ডের জন্য আমাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে সেই ঘটনার সাথে আমি এবং আমার দল জাসদের বিন্দুমাত্র যোগাযোগ নেই। এই মামলা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এই অসৎ উদ্দেশ্য এতটাই ভয়ঙ্কর যে, আমাকে বিচারিক হত্যার পূর্ণ পরিকল্পনা করে এমন এক কাল্পনিক মামলায় আমাকে জড়ানো হয়েছে। অভিযোগনামার সমস্ত অভিযোগ স্ব-বিরোধী বক্তব্য।
আমি আমার বক্তব্যে যাবার আগে জীবনানন্দ দাশ এর কবিতার কয়েকটা লাইন দেশ, দেশের পরিস্থিতি ও মামলার সঙ্গে অনেক প্রাসঙ্গিক বলে মনে করছি।

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশী আজ চোখে দেখে তাঁরা;
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই-প্রীতি নেই-করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।

যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, এসব অভিযোগের আমি কি জবাব দেবো? এক বালতি মিথ্যের মিশেলে যে অভিযোগ, তার কী জবাব হয়? মামলার স্বাভাবিক ম্যারিট হিসেব করলে যে মামলায় আমাকে অভিযুক্তই করা যায় না, সেই মামলায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মত গুরুতর অভিযোগে আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো, ইতিহাসের এক জড়াজীর্ণ চিত্রনাট্যের নতুন মঞ্চায়ন। পৃথিবীর কোথাও আমার দ্বিতীয় কোন ঠিকানা নেই। ৭৯ বছর আমি এই দেশেরই আলো বাতাসে বেঁচেছি। এখানে ক্ষমতায় থেকে দেখেছি, বিরোধী পক্ষে থেকে দেখেছি, আসামীর কাঠগড়ায় থেকে দেখেছি, বিচার বিভাগের কাছেপিঠে থেকেও দেখেছি, এই দেশে বিচার বিভাগ ও আদালতকে কিভাবে রাজারা নিয়ন্ত্রণ করে। সদ্য বিদায়ী অন্তর্বর্তী সরকারও যে, কতটা নগ্নভাবে বিচার বিভাগ ও আইনকে নিয়ন্ত্রণ করছে তা কি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে?
-সাবের হোসেন চৌধুরীকে জুলাই আন্দোলনে একাধিক হত্যা মামলায় অ্যারেস্ট করা হয়। রিমান্ড চলাকালীন অবস্থায় তাকে জামিন দেওয়া হয়। অথচ পেনাল কোড অনুযায়ী রিমান্ড চলাকালীন কোন আসামীর জামিনের ঘটনা এই দেশে বিরল। সাবের হোশেন চৌধুরী জেল কাস্টোডিতে থাকলেও তাকে আর কোর্ট থেকে ফিরে জেলখানায় যেতে হয়নি। কোর্ট থেকেই তিনি বাড়িরে ফিরে যেতে পেরেছেন।
-গণভবনে ১৪ দলীয় মিটিং এ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। অথচ আমি সেই অপরাধে আজ কাঠগড়ায় আর মঞ্জু সাহেবকে আটক করে ডিবি অফিসে আনা হলেও তাকে আবার কয়েক ঘন্টা পর স্ব-সন্মানে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসা হয়।
-সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান সাহেবও জুলাই আন্দোলনের হত্যা মামলায় অ্যারেস্ট হন। জেলও খাটেন। তাঁর জামিনও হয়েছে।

-সদ্য বিদায়ী অন্তবর্তী সরকারের উপদেষ্টা শেখ বশির সাহেবের নামে জুলাই আন্দোলনের হত্যা মামলা হলেও তাকে অ্যারেস্ট করা তো দূর কি বাত, তাকে উপদেষ্টা বানানো হইয়েছে এবং তাঁর মামলা থেকে তিনি খালাসও পেয়ে গেছেন।

-বৈষম্যবিরোধী নেত্রী সুরভীর নামে মামলা হলো। অ্যারেস্ট করা হলো। রিমান্ডও দেওয়া হলো এবং এদেশের আইন আবার সেই অদ্ভুত ইতিহাসের সাক্ষি হলো—রিমান্ড চলাকালীন সময়ে জামিন।

-হবিগঞ্জে বৈষোম্যবিরোধী নেতা মাহদী হাসানকে আটক এবং বিচার বিভাগের উপর সরকারের নগ্ন হস্তক্ষেপে তাঁর জামিনের ঘটনা সারাদেশ দেখলো।

-'বারে অসুস্থ হয়ে পথে মৃত্যু, গেজেটে জুলাই শহীদ ঘোষণা'

https://www.facebook.com/share/p/1AfsHFpU1s/

এখানে খেয়াল করা জরুরী, বারে অসুস্থ হয়ে পথে মরে যাওয়া ব্যাক্তিকেও জুলাই শহীদ বানিয়ে তাকে হত্যার দায়েও কিন্তু আমাকে আসামী করে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে।

-জুলাই আন্দোলনের সময় ঢাকার ভাটারা থানার তিন পৃথক হত্যা মামলা থেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও ওবায়দুল কাদের সহ ৪৯৪ জনকে অব্যহতির সুপারিশ করে আদালতে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে তদন্ত কর্মকর্তারা। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিনটি হত্যা মামলাতেই তথ্যগত ভুল ছিল। একই ঘটনায় দুটি করে মামলা করা হয়েছে।

https://www.facebook.com/share/p/17EJFfUpHz/

-২৫ জানুয়ারী ২০২৬ ইং তারিখে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা তাঁর প্রেস মিটের সময় যশোর কারাগারে এক বছরের বেশী সময় ধরে আটক থাকা ছাত্রলীগের সাদ্দামের জামিন না পাওয়া এবং তাঁর স্ত্রী সন্তানের মৃত্যুতে প্যারলে মুক্তি না পাওয়া নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'ছাত্রলীগ-আওয়ামীলীগ নয়, অপরাধীদের জামিন না দেওয়ার নির্দেশ ছিলো'

https://www.facebook.com/reel/1448062020211800

মাননীয় ট্রাইব্যুনাল সাবেক স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার এমন বক্তব্যের পর কি এটা স্পষ্ট নয় যে, সরকার ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিচার বিভাগ নগ্নভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং মামলা, আটক ও জামিন নির্ধারিত হচ্ছে? অথচ যতবড় অপরাধীই হোক জামিন পাবার অধিকার তাঁর আছে এবং সেটা আদালত সিদ্ধান্ত নেবে।

এখানেই শেষ নয়, সেই সাদ্দাম তারপরের দিন জামিন পেয়ে যায়। মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, যে ছেলে এক বছরের বেশী সময়ে জামিন পায়নি বলে তাঁর স্ত্রী সন্তানকে মরতে হয়েছে, সেই ছেলে যখন তারপরের দিনেই জামিন পেয়ে যায় তখন কি এটা স্পষ্ট হয় না যে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলে কিছু নাই, অন্তবর্তী সরকার নিকৃষ্টভাবে বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করে আইন ও আদালতকে হাতিয়ার বানিয়ে আমার মত বিরোধী মতকে ঘায়েল করছে?

জামিন পাওয়া প্রত্যেক নাগরিকের আইনগত অধিকার হওয়া সত্ত্বেও ক'দিন আগেই বরিশাল আদালতে আওয়ামীলীগ সদস্যকে জামিন দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিচারকের উপস্থিতিতেই এজলাসে হট্টগোল। এজলাস কক্ষ প্রবেশ করে চেয়ার টেবিল ফেলে দেওয়া সহ অন্যান্য আইনজীবি ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের হুমকি-ধামকি সহ এজলাস থেকে বের করে দেবার মত ঘটনা ঘটেছে। শুধু তাই নয়, বিচারকের দিকে আংগুল তুলে শাসানো হয়।

https://www.facebook.com/reel/1359217922917387

মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, এমন ঘটনা কি বিচারকে প্রভাবিত করে না? এমন ভয় ও ত্রাসের ঘটনা কি বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না? অপরাধ করে থাকলে বিচার করেন, কিন্তু জামিন না দিয়ে বিনা বিচারে আটক রাখা হচ্ছে কেন? গত দেড় বছরে আমিসহ হাজার হাজার মানুষকে জামিন না দিয়ে শুধুমাত্র বিরোধী মত হওয়ায় বিনা বিচারে জেলখানায় বন্দী রাখা যে কত জঘন্য কাজ তা কে বুঝবে?

-আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, অন্তবর্তী সরকারের সময়ে হওয়া মামলার বেশীরভাগ বাদী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য।

-অন্তবর্তী সরকারের আমলে ১ লক্ষ ১৮ হাজার মামলা দায়ের করা হয়েছে।

-সদ্য বিদায়ী চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম ও আরেক প্রসিকিউটর তামিম এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ করেছে তাদেরই সহকর্মী আরেক প্রসিকিউটর বি এম সুলতান মাহমুদ।'

https://www.facebook.com/share/p/1L5ALG8aA4/

এই অভিযোগে টাকা নিয়ে রাজসাক্ষী, আসামীর স্ত্রীকে বিকেলবেলা প্রসিকিউটরের কক্ষে ব্যাগ নিয়ে আসতে দেখা—যেখানে অন্য আসামীর পরিবারের সদস্যদের একটা কলম নিয়ে ট্রাইব্যুনালের গেট পার হতে হাজারটা প্রশ্ন ও অনুমতির সম্মুখিন হতে হয় সেখানে আরেক আসামীর স্ত্রী ব্যাগ নিয়ে কিভাবে ট্রাইব্যুনালে ঢোকে এবং প্রসিকিউটরের কক্ষে যেতে পারে? টাকার বিনিময়ে প্রকৃত আসামীদের মামলা থেকে খালাস দেওয়ার মত গুরুত্বর অভিযোগ উঠেছে। মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, সেখানে টাকার বিনিময়ে কিংবা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে যে আমাকে আসামী করা হয় নাই তাঁর গ্যারান্টি কে করবে?

-গণভ্যুত্থানে রামপুরায় হত্যাকাণ্ডের রায় বিগত ০৪ মার্চ হবার কথা থাকলেও রায় স্থগিত চেয়ে আবেদন করেন চিফ প্রসিকিউটর। কারণ, চিফ প্রসিকিউটর মনে করেন, কিছু ত্রুটি ও ঘাটতি রয়ে গেছে।

https://www.facebook.com/share/p/1ECPyGdazH/

-দ্যা ডেইলী স্টার এর সংবাদ—'The International Crimes Tribunal-1 (ICT-1) has identified "gross anomalies" and serious investigative lapses in the probe and prosecution of the Chankharpul killings during the July uprising.'

https://www.facebook.com/share/p/1AboB72r5A/

যেখানে একাধিক মামলায় তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় গুরুতর অসঙ্গতি এবং গভীর তদন্তগত ত্রুটি শনাক্ত হয়েছে, সেখানে আমার মামলার তদন্ত যে ত্রুটিমুক্ত সহী হয়েছে তার গ্যারান্টি কে করবে? তার ওপরে সেই তদন্তের দায়িত্বে থাকা প্রসিকিউশনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও টাকার বিনিময়ে রাজসাক্ষি ও প্রকৃত আসামী খালাস দেবার মত গুরুতর অভিযোগ ওঠার পর আমি আমার মামলার পুনঃতদন্তের জোর দাবী জানাচ্ছি।

এসবের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ খবর হলো মাত্র ক'দিন আগেই মহামান্য রাষ্ট্রপতি কালের কণ্ঠ পত্রিকায় বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি সদ্য বিদায়ী অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে তাকে প্রাসাদবন্দী, রাষ্ট্রীয় সফরে বিদেশ গমনে বাঁধা, উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ গমনে বাঁধা, চরম স্বৈরাচারী আচরণ ও সংবিধান লঙ্ঘন সহ অনেকগুলো অভিযোগ আনেন। এরকম একজন চরম স্বৈরাচার ও সংবিধান লঙ্ঘনকারী শাসকের মনোনিত ব্যাক্তিদের দ্বারা সাজানো মামলায় আমাকে কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করানো হয়েছে।

সাক্ষাৎকার প্রথম কিস্তি—https://www.facebook.com/share/p/1bwxog4YBS/

সাক্ষাৎকার দ্বিতীয় কিস্তি—https://www.facebook.com/share/p/1DksHyQTvb/

তবুও আদালতের প্রতি পুর্ন সন্মান রেখে আমি আমার সত্যের দলিল পেশ করতে কয়েকটা কথা বলছি। কারণ, আজকের দিনকে একদিন ইতিহাসে লেখা হবে। And history repeat itself.

আমার এই জবানবন্দী আত্মপক্ষ সমর্থনের দলিল নয় বরং বেআইনী অন্তর্বর্তী সরকারের বেআইনী কার্যক্রম এবং বেআইনীভাবে বিচারিক হত্যাচেষ্টার নাটকের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায়ের ঘোষণাপত্র হিসেবে পেশ করছি। আসামীর কাঠগড়া আজ রূপান্তরিত হয়েছে নৈতিকতার মঞ্চে। সুতরাং আসামী আসলে কে? এই কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আমি! না কি অস্থি মজ্জায় পচন ধরা এই রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাজা ও রাজভৃত্যরা? রাষ্ট্রব্যবস্থা আজ এখানে 'সত্য'কে অপরাধী হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। তাই আজ আমি রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অভিযুক্ত করার জন্য দাঁড়িয়েছি—যে রাষ্ট্রব্যবস্থা আইনকে ক্ষমতার হাতিয়ার বানিয়েছে। তাই আইন মানেই সব সময় ন্যায় নয়। আইন আর ন্যায়ের মাঝের বিস্তর ফারাক চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে চাই।

অনৈতিক সরকার যুগে যুগে অনৈতিক ও বেআইনী আইন প্রসব করেছে বারংবার—সত্যকে দমন করার জন্য, ন্যায়কে ধ্বংস করার জন্য। যেমনটা করেছে এই সদ্য বিদায়ী অন্তর্বর্তী সরকার। আইনকে

ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের জন্য কয়েক মাসে ৪ বারে অনেকগুলো আইসিটি আইন সংশোধন করেছে—যা ন্যায়ের দন্ডে ত্রুটিপূর্ণ।

আইন ও ন্যায়ের পার্থক্য হলো—রাজশক্তির ভাষা এখানে আইন আর অভিযুক্ত'র ভাষা এখানে ন্যায়। রাজা বনাম সত্য আজ মুখোমুখি। রাজক্ষমতা আজ এখানে অনৈতিকতার প্রতীক আর আমি অভিযুক্ত হয়ে আজ এখানে সত্য'র প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছি। নৈতিকতা, ন্যায় ও সত্য অবশ্যই রাষ্ট্রের উর্ধ্বে।

ক্ষমতাধররা যতক্ষণ ক্ষমতা রক্ষার স্বার্থে ক্ষমতান্ধ হয়ে থাকবে এবং আইনকে ক্ষমতার হাতিয়ারে পরিণত করতে থাকবে, আর মানুষ যখন স্বার্থন্ধতায় মিথ্যা বলতে দ্বিধা করবে না, ততক্ষণ বিচারালয়ে Devine Justice বোধহয় অসম্ভব। আর সেজন্য এই বিচারালয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনের জন্য 'সত্য'কে নির্বাসনে পাঠিয়ে অভিযোগ আনোয়নকারী অসত্য তথ্যে ভরা ডালা সাজিয়ে এনেছেন। আর 'চোরের স্বাক্ষী গাটকাটা'—কতিপয় স্বাক্ষীকে সঙ্গে এনেছেন; যারা স্বার্থান্ধের মত মিথ্যা বলতে দ্বিধা করেনি। তাই এই বিচারালয়ে Devine Justice বোধহয় অসম্ভব। আর অভিযোগ আনোয়নকারীর মত শিক্ষিত মানুষ যখন মিথ্যা বলে তখন মিথ্যে হয়ে ওঠে সত্যের চেয়েও প্রখর। তখন জজ সহ সকলেই প্রতারিত হয় অসহায়ের মত।

এখানেই বিচারকদের স্থুল প্রমাণ-প্রয়োগের আবরণ ছিড়ে মর্ম সত্যকে আবিষ্কার করে বিচার করতে হবে, যা হবে অভ্রান্ত, যাকে বলতে পারি Devine Justice।

রবী ঠাকুর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে বলেছেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' তাই আজ মাননীয় আদালত ও বিচারকগণকে আমি দেখতে চাই না ক্ষমতার হাতিয়ার, রাজার ভৃত্য; আমি দেখতে চাই ন্যায় ও সত্যের প্রতীক হিসেবে, যেখানে বিচারকগণ হয়ে উঠবেন Deliverer of Devine Justice।

আমি আজ এখানে দাঁড়িয়ে যা বলছি তা যে ধ্রুব সত্য—সেটা বিচারকগণও জানেন, জানেন প্রসিকিউশন ও অভিযোগ আননয়নকারীও। আমার বক্তব্য ন্যায়ের ধর্মের আদালতে মিথ্যা নয়। সর্ব শক্তিমান খোদার চোখের অন্যায় নয়। আমাকে সত্যই বলতে হবে কারণ, আমি জনগণের ভৃত্য। মিথ্যা অভিযোগকারীরা তাদের কান বধির করে ফেললেও আমাকে জনগনের ভৃত্য হিসেবে সত্যের পক্ষে চিৎকার করে বলে যেতে হবে।

আমার কথা সত্য জেনেও প্রসিকিউশন অন্যায়ভাবে আমার সাঁজা দাবী করবে। কিন্তু ন্যায়ের এজলাসে আমি খালাস পাব ইনশাল্লাহ। কারণ, আমি ন্যায়ের পক্ষে।

মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, আপনি জানেন নিশ্চয় সত্যকে কখনও ধ্বংস করা যায় না, বিবেককে কারাগারে আটক রাখা যায় না, ন্যায় কন্ঠকে রুধিবে এমন সাধ্য কার?

'এই পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর' জীবনানন্দ দাসের 'শঙ্খমালা' কবিতার লাইনটার জের ধরে বলতে চাই, মরতে তো সবাইকে হবেই। আমাকে, আপনাকে, প্রতিশোধ পরায়ন রাজাকে এমনকি মিথ্যা অভিযোগ আনয়নকারীকেও। কারণ, একটাই জীবন। তার আর দ্বিতীয় কোন যাপন নাই, নাই ফিরে আসার সুযোগ কিংবা ভুল শুধরানোর। মনে রাখবেন, 'Justice in a court is only one time.' সবাই মরলেও ন্যায় ও সত্য মরবে না। তাঁরা যুগ যুগ ধরে সাক্ষ্য দেবে—এখানে বিচারের নামে মিথ্যা মামলায় মঞ্চস্থ হয়েছিল প্রহসনের নাটক। অভিযোগ আনোয়নকারী, তদন্ত কর্মকর্তা ও প্রসিকিউশন সবাই মিলে ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল আমাকে ধ্বংস করতে—সাজা দিয়ে। কিন্তু সবাই একদিন সাক্ষ্য দেবে, অভিযুক্ত ধ্বংস হয়নি কারণ, তাঁর হাতে ছিল ন্যায়দণ্ড। সবাই সাক্ষ্য দেবে ন্যায় মরেনি।'

জাপানীজ এক বিখ্যাত উক্তি আছে, 'আপনি যদি মনে করেন, আপনি সবকিছু হারিয়ে ফেলছেন, মনে রাখবেন গাছও প্রতি বছর তাঁর সমস্ত পাতা হারায়, তারপরও সে দাঁড়িয়ে থাকে এবং অপেক্ষা করে ভবিষ্যতে ভালো দিনের আশায়।' আমিও ভবিষ্যতে ভালো দিনের আশায় গাছের মত দাঁড়িয়ে থাকবো। আদালতে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে বড় অপরাধীও নিজেকে নির্দোষই দাবী করে, আপনারা হয়তো বলবেন আমিও তাই করছি। না, আমি বরং কাল্পনিক মামলা ও বানোয়াট মিথ্যা সব অভিযোগকে ঘৃনাভরে প্রত্যাখান করছি। একই সঙ্গে প্রতিবাদ জানাচ্ছি অন্যায়ভাবে আমার সাথে অন্যায় করার জন্য। গত

কয়েক মাস ধরে আদালতে বসে বসে বিচারের নামে নগ্ন নৃত্য আমি দেখেছি। এখানে প্রসিকিউশনের আবেদন ও চাওয়াই যেন শেষ কথা। ডিফেন্স লয়্যার যেন আদালতের সৎ সন্তান।

গত কয়েক মাস ধরে এখানে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলার বিচারের নামে প্রহসন চলেছে তার পুরোটা ক্যামেরাবন্দী করা হয়েছে। তাই আমি এখানে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গেলাম, পৃথিবী যেকোন প্রান্তে সেসব ভিডিও দেখিয়ে ওপেন ট্রায়াল করা হোক। মিথ্যা মামলা, একপাক্ষিক তদন্ত রিপোর্ট, মিথ্যা পরোক্ষ সাক্ষি, একপেশে প্রসিকিউশনের আধিপত্য সব দুনিয়াকে দেখিয়ে বিচার করা হোক। ট্রাইব্যুনালের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল বলেই আমার বিচার টিভিতে সম্প্রচার চেয়েছিলাম। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল তা খারিজ করে দিয়েছে।

আমি আজ এখানে দাঁড়িয়ে যা বলবো তাতে কি রায় পরিবর্তন হবে? যদি না হয় তবে আমি আর এসবের কি জবাব দেবো? তারচেয়ে আমি বরং পবিত্র কোরআনের সূরা নিসা এর ১৩৫ নাম্বার আয়াতের বাংলা তর্জমা বলতে পারি, 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের পথে প্রতিষ্ঠিত থাকো। আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান করো। তাতে তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতার কিংবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয় তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চাইতে বেশী। অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলো কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পর্কে অবগত।' তাই মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি, সত্যের পক্ষে এসে দাঁড়ান।

-বিবিসি বাংলা শিরোনাম করেছে, 'জুলাই আন্দোলনে আদালতে অভিযোগ-প্রমাণ মেলেনি ৫৬ ভাগ মামলার। জুলাই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আদালতে করা মামলার একটা বড় অংশই ভুয়া। এমন মামলাও রয়েছে যেখানে বাদী ও সাক্ষীদের অস্তিত্বও খুঁজে পায়নি। বাকি ৪৪ ভাগ মামলায় বহু আসামী প্রকৃত নয় বলে পিবিআই জানিয়েছে।'

https://www.bbc.com/bengali/articles/c9qeyrrnqpro?fbclid=IwZnRzaAOjupNleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEeNhxdbvGkq9FDdT84TdkPYd11oGZyAbDUbg2XD3Y2rz8ZjhZCmYlXB8S9LFc_aem_7REj5zY9lv_9dkRcAIZWRQ

-কিশোরগঞ্জে দুলাল রবিদাসের মৃত্যু হয় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে। মৃত্যুর কারণ উল্লেখ করে হাসপাতাল মৃত্যুর সার্টিফিকেটও দেয়। অথচ জুলাই আন্দোলনে তিনি নিহত হয়েছে এমন অভিযোগ এনে ২৯ নভেম্বর ২০২৪ ইং তারিখে কিশোরগঞ্জ সরদ মডেল থানায় মামলা করা হয়। সেই সূত্র ধরে সারাদেশ থেকে ৪০টি মামলা নিয়ে প্রথম আলোর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ৪০টি মামলার ভেতরে ১৪টি মামলার বাদী একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য। আরো ২টি আম্মলার বাদী ভিন্ন দুই রাজনৈতিক দলের সদস্য। ৯টি মামলার বাদী তাদের রাজনৈতিক পরিচয় না জানিয়ে এড়িয়ে গেছেন। ১৩টি মামলার বাদীর পেশাগত পরিচয় পাওয়া যায়নি। এই ৪০টি মামলার মধ্যে কয়টা মামলার বাদী আন্দোলনে নিহত বা আহতের পরিবার? মাত্র ২টি মামলার। এই ৪০টি মামলার মধ্যে ২১টি মামলার আগে পরে লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। বাকি ১৯টি মামলায় রাজনৈতিক, পেশগত অথবা পূর্ব শত্রুতা থেকে আসামী করার অভিযোগ আছে।

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/lqdc4cooo5

-হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এর প্রতিবেদন—'হাজারও মানুষ নির্বিচারে আটক, জামিন না দেওয়া, অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন'

https://www.facebook.com/share/p/1CyPDT4B8f/

মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, এখানে খেয়াল করা জরুরী, 'নির্বিচারে আটক'

-১২ নভেম্বর ২০২৪ ইং তারিখে শেখ বশির উদ্দিনের নামে জুলাই আন্দোলনের হত্যা মামলা হয়। ক্রমিক নাম্বার ৪৯। তিনি এখন অন্তর্বর্তী সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা। এই মামলার বাদী পরে কোর্টে যেয়ে জবানবন্দি দেন, যাদের নামে মামলা হয়েছে তাদের তিনি চেনেন না। কারা আসামী তা তাঁর কোন ধারণা নেই।

-১২ জানুয়ারী ২০২৫ ইং তারিখে দৈনিক যুগান্তরের সংবাদ—‘মামলায় উল্লেখিত আহতদের খোঁজ মেলেনি, শেখ হাসিনা সহ ১১৩ জনকে অব্যাহতির সুপারিশ পিবিআই এর’

https://www.jugantor.com/national/1051852

-আইন উপদেষ্টা বলেছে, ‘মামলা হলেই গ্রেফতার নয়’

-আবার প্রথম আলো’র সংবাদ—‘মামলা হলেই গ্রেফতার নয়, তদন্তে দায়ভার পাওয়া গেলে ব্যবস্থা—আইজিপি’

https://www.prothomalo.com/bangladesh/dorydfm3wh

মামলা তাহলে আমাকে কেন গ্রেফতার করা হয়েছে এবং দেড় বছরের বেশী সময় বিনা বিচারে জেল হাজতে আমাকে বন্দী রাখা হয়েছে?

-ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের নামে হত্যা মামলা প্রসঙ্গে স্বয়ং আইন উপদেষ্টা বিবিসি বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছে, ‘সাকিব আল হাসানের প্রতি মানুষের অনেক দুঃখ থাকতে পারে তাঁর বিভিন্ন আচরণ নিয়ে তবে তাঁর নামে হত্যা মামলা একসেপ্ট করা খুবই কঠিন’

https://www.facebook.com/share/v/1EzKBuHGdk/

-১৪ নভেম্বর ২০২৪ ইং তারিখে আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘ঢালাও মামলায় বিব্রত সরকার।’

-একাধিক ব্যবসায়ীর নামে একাধিক জুলাই হত্যা মামলা দায়ের করা হলো—জুলাই আন্দোলনে টাকা দিয়ে সরকারকে সাহায্য করার অভিযোগে। কিন্তু তাদের অ্যারেস্ট করা হলো না। উল্টো তাঁরা অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে চলার সুযোগ পেলো। তাহলে আমাকে কেন গ্রেফতার করা হয়েছে?

আল জাজিরা’র আই ইউনিটের ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট জুলকারনাইন সায়ের একটা টক শো’তে বলেছেন, ‘সাংবাদিক আনিস আলমগীরের নামে মামলা ভূয়া এবং বেইজলেস।’

https://www.youtube.com/watch?v=toR7pOpQAa8

বানোয়াট ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা নিয়ে সরকার ও প্রশাসনের এমন বহু বাণী ও ঘটনার উদাহরণ হাজির করা যাবে। এমনই এক সম্পূর্ন মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় আজ আমি কাঠগড়ায় দাঁড়ানো। ৫ই আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখের পর কাল্পনিক মামলায় আমাকে জড়িয়ে যে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে তাঁর একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, ‘২০১৫ সালে মতিঝিলে বিএনপির মিছিলে হামলা হয়। কেউ মারা যায়নি। কিন্তু, সেদিন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হাসানুল হক ইনু ও রাশেদ খান মেনন হামলা করে। সেই মামলা আদালত আমলে নিয়ে ৫ দিনের রিমান্ডও মঞ্জুর করা হয়।’

এই মামলা যে কতখানি উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং পলিটিক্যালী মোটিভেটেড তার ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি, ৭৯ বছর বয়স, হার্টের অর্ধেক শুকিয়ে গেছে, কয়েক সিঁড়ি হেঁটে উঠলে দম বন্ধ হয়ে আসে, প্রিজন ভ্যান থেকে নামতে হাটু ভাজ করতে অসুবিধা হয় অথচ আমাকে প্রিজন ভ্যান থেকে নামিয়ে হাজতখানা পর্যন্ত কয়েক কদম পথ কিভাবে আনা হয়? দুর্ধর্ষ অপরাধীর মত। হাত পেছনমোড়া করে হাতকড়া পড়িয়ে, বুকে ভেস্ট, মাথায় হেলমেট এমনকি কথা বলতে গেলেও মুখ চেপে ধরা হয়। আমি ফার্স্টক্লাস সিনিয়র সিটিজেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক মন্ত্রী কিন্তু, এই একই কোর্টে সেনাবাহিনীর অভিযুক্ত সদস্যদের আনা হয় এসি করা প্রিজন ভ্যানে, হাতে হাতকড়া নেই, বুকে ভেস্ট ও মাথায় হেলমেট নেই। এসবের পরেও কি মাননীয় ট্রাইব্যুনালের বুঝতে অসুবিধে হয় যে, আমাকে কিভাবে ট্রিট করা হয়েছে?

আরেকটা ঘটনা বলে যাই, আমাকে অ্যারেস্ট করা হয় ২৬ আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখে। নিম্ন আদালতে হাজির করা হয় পর দিন ২৭ আগস্ট ২৪ ইং তারিখে। সেদিন আদালত প্রাঙ্গণে শত শত পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করা ছিল। তাঁর বাইরে শতেক খানেক সাধারণ মানুষ। সেই মানুষগুলো ডিম ও ঢিল ছুড়ছিলেন সাথে অকথ্য ভাষায় গালাগাল। এজলাসের ভেতরে জনা বিশেক মানুষ ছিলেন আইনজীবির পোষাকে। তাঁরা সেখানে বিচারের জন্য আসেন নাই। বিরোধী পক্ষ হিসেবে এসে এজলাসের ভেতরে বিচারকের সামনে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেছেন। তখনও তো মামলার তদন্ত হয়নি, বিচার হয়নি, সাঁজা হয়নি কিন্তু, বিচারের আগেই আদালতে এমন বিচার কেমন সভ্যতা? আপনার কি মনে হয় না মাননীয় ট্রাইব্যুনাল এমন ঘটনা ন্যায় বিচার ব্যহত ও বিচারকার্যকে প্রভাবিত করে? করে মাননীয় ট্রাইব্যুনাল।

পর দিন পত্রিকায় সংবাদ ছাপা হয়, 'সিএমএম আদালতে জনরোষের মুখে হাসানুল হক ইনু।' সেখানে আমি কোন জন সমুদ্র দেখিনি, জনরোষও ছিল না, ছিল কতক নেড়ি কুত্তা। আমি তাদের ঘেউ ঘেউ শুনেছি। পত্রিকায় জনরোষের সংবাদ দেখার পর একটা বাংলা প্রবাদ মনে পড়েছিল, 'ছাল নাই কুত্তার, বাঘা নাম।' জনরোষই যদি হতো, সেদিনের পর বহবার তো ওই নিম্ন আদালতে গিয়েছি, কোথায় হারিয়ে গেলেন ওই জন সমুদ্র? এত দ্রুত কিভাবে জনরোষ স্মিত হয়ে যায়?

এই মামলা যে কতখানি স্ব-বিরোধী তার একটা উদাহরণ দিই, গত ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ইং তারিখে এই ট্রাইব্যুনালে শুনানীতে যখন আমার ভিডিও স্টেটমেন্ট, টিভি ইন্টারভিউ ডিফেন্স লয়্যার পেশ করে ও এক্সিবিট করে, তা দেখে শুনানী শেষে প্রসিকিউর মন্তব্য করে, 'অভিযুক্ত প্রকাশ্যে সব জায়গায় আন্দোলনের পক্ষে ভালো কথাই বলেছে কিন্তু, ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র করেছে'

যেহেতু এই ট্রাব্যুনাল ক্যামেরাবন্দী হয় তাই আমার কথা মিলিয়ে নিতে ক্যামেরা ফুটেজ চেক করে দেখতে পারেন মাননীয় ট্রাইব্যুনাল।

মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, আদালত চলে প্রমাণের ভিত্তিতে। কার মনে কি ছিল তা আদালত দেখে না। তবে প্রসিকিউটরের এমন মন্তব্য একটা বিষয় স্পষ্ট প্রমাণ করে, অডিও-ভিডিও স্টেটমেন্ট, টিভি ইন্টারভিউ, ফোনালাপ সহ যাবতীয় প্রমাণাদি প্রমাণ করে আমি কোন অন্যায় করিনি এবং সেটা প্রসিকিউটরও স্বীকার করে নিয়েছে।

এই মামলা যে কতখানি বিদ্বেষপ্রসূত তাঁর একটা উদাহরণ দিই, তদন্ত প্রতিবেদনের শেষে আমার সর্বোচ্চ সাজার সাথে সাথে আমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আর্জি জানিয়েছে তদন্ত কর্মকর্তা। আমার খুব জানার আগ্রহ কিসের ভিত্তিতে তিনি এমন আর্জি জানালেন? ৩০-৩৫ বছর আগে কেনা আমার সম্পত্তি কেন বাজেয়াপ্তের আর্জি করা হলো? আমার যেটুকু সামান্য সম্পত্তি তা কবে কিভাবে অর্জন করেছি তা কি তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত করে জানেন নাই? আমি কি গত ১৭ বছরে আওয়ামী শাসনামলে কোন সম্পত্তি করেছি? এসবের এই মামলা ও একচোখা অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত তদন্ত প্রতিবেদন এটুকু প্রমাণ করতে সক্ষম যে, এই বিদ্বেষপ্রসূত মামলা আসলে আমাকে একেবারে ধ্বংস করার প্রকল্প হিসেবে হাতে নেওয়া হয়েছে। যারা এমন অন্যায় করতে চায় তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—'এবং যারা সীমা লঙ্ঘন করে, আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না।' সূরা আল বাক্কারাহ, আয়াত ১৯০।

যে পতাকা কপালের মাঝে বেঁধে নব্য বিপ্লবীরা সচিবালয় থেকে সংসদ ভবন, কবরস্থান থেকে মসজিদ সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই পতাকার নকশা তৈরিতেও আমি হাসানুল হক ইনু এর অবদান আছে, ইতিহাস একটু ঘেটে দেখবেন। সেই আমার নামে বানোয়াট মামলার বিচারকার্য কোথায় পরিচালনা হচ্ছে? এই স্থান কিভাবে আমার বিচারকার্যের জন্য বিচারালয় হলো? আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, ১৯৭১ সালে দেশের জন্মকালে ২ লক্ষ মা বোনের সন্মান ও ৩০ লক্ষ শহীদের প্রাণ নিতে যেসব রাজাকার রাহাবা হিসেবে কাজ করেছে তাদের বিচারের জন্য গঠিত বিচারালয় এটা। সেই বিচারালয়ে আমি বা আমার মত অনেকের বিচার করার জন্য ঘোষণা দেওয়া হয় ৫ই আগস্টে সরকার পতনের পর পরই। ট্রাইব্যুনাল গঠনের আগেই কিভাবে কেউ প্রকাশ্যে এমন কথা বলতে পারে? আর তিনিই কিভাবে সেই ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর বনে যায়? এরপরও আপনাদের মনে হয় না যে এই মামলা সম্পূর্ণ প্রতিশোধ পরায়ণ ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত?

জুলাই-আগস্টে হত্যা ও রক্তপাতের বিরুদ্ধে আমার প্রকাশিত রাজনৈতিক অবস্থানের পরেও আমার ওপর হত্যার অভিযোগ আরোপ করে এই কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করানো হয়েছে। একটু আগেই আমি বলেছি, যে কাঠগড়ায় আমাকে দাঁড় করানো হয়েছে সেই আইসিটি পরিবর্তিত আইসিটি। 'ইনভারটেড আইসিটি।' পরিবর্তিত এই আইসিটিতে মহান মুক্তিযোদ্ধাদের দেশোদ্রোহী আর ৭১ এর যুদ্ধাপরাধীদের দেশপ্রেমিক হিসেবে দাঁড় করানোটাই স্বাভাবিক।

এদিকে মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে আমার ভূমিকা ও অবদানের জন্য এই পরিবর্তিত আইসিটিতে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা হবে সেটাই স্বাভাবিক।

রাষ্ট্রপক্ষ থেকে উপস্থাপিত ফোনালাপ কিংবা পত্র-পত্রিকায় আমি এবং আমার দল জাসদের রাজনৈতিক মিটিং এ কোথাও ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করি নাই। বরং আমি আন্দোলনের শুরু থেকে ছাত্র ও মানুষের জান মালের নিরাপত্তার জোরালো আলোচনা করি।

তাছাড়া দিন কতক আগে US Embassy Dhaka এর এক ডিপ্লোমেটসের ৭ মিনিট ১১ সেকেন্ডের একটা কথোপকথন প্রকাশ পায়, যেই কথপকথনের ওপর ভিত্তি করেই Washington Post খবর প্রকাশ করে 'জামায়েতের সাথে বন্ধুত্ব করতে চায় আমেরিকা' এবং সেই কথোপকথনে ওই ডিপ্লোম্যাটস বলেন, 'And the ICT is not a tribunal. We recognize it was not a free and fair trial, what have you.'

https://www.facebook.com/reel/895272536229223

নটরডেম কলেজের কেমিস্ট্রির শিক্ষক জনাব গুহ মুক্তিযুদ্ধে এক নারী ধর্ষিত হবার ঘটনা তাঁর ছাত্রদের শোনাতেন। তাঁরা যুদ্ধে বাড়ি ছাড়ার পর ফেরত এসে দেখেন, এক নারীর হাত-পা বাঁধা বস্ত্রহীন মৃত শরীর। শরীরের সবখানে আঘাতের চিহ্ন। স্তনে দাতের গভীর ক্ষত, নিপল কামড় দিয়ে উপড়ে ফেলা হয়েছে। সেই নারী ছিলেন জনাব গুহ এর বড় দিদি। আর তাঁর দিদির এই নির্মম অবস্থা করেছিল বাচ্চু রাজাকার।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক সেই আসামীর সাঁজা এই অন্তর্বর্তী সরকার কিসের ভিত্তিতে স্থগিত করেছিল? ২১ জানুয়ারী ২০২৫ ইং তারিখে তিনি এই ট্রাইব্যুনালে এসে আত্মসমর্পণ করে। এত বছর পালিয়ে থাকার পর অন্তর্বর্তী সরকার তাঁর সাঁজা স্থগিত করলে সে আত্মসমর্পণ করার পর আপনারা তাকে জেলে না পাঠিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে আদেশ দিলেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত রাজাকার পাবে মুক্তি আর মুক্তিযোদ্ধাকে করবে বিচারিক হত্যার চেষ্টা যুদ্ধাপরাধীদের আদালতে!

মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, ভুলে যাবেন না, এই ট্রাইব্যুনালকে এক সময় যারা বিতর্কিত ট্রাইব্যুনাল দাবী করেছিল এবং বিচারের নামে এখানে প্রহসন করা হয়েছে বলে চিৎকার করে গলা ফাটিয়েছিল তারাই আজ এই ট্রাইব্যুনালের হর্তাকর্তা হয়ে যুদ্ধাপরাধীদের ট্রাইব্যুনালে আমার বিচার করছে। আজ এই ট্রাইব্যুনাল কিভাবে দুধে ধোঁয়া তুলসী পাতা হয়ে গেলো?

সুতরাং এখানে আমার বিচার করা এখন কিভাবে বৈধ হয়ে গেলো? এবং বিচারের নামে যা হচ্ছে তা স্পষ্ট প্রহসন। কারণ, এটা একটা পূর্ব পরিকল্পিত, একপাক্ষিক বিচারিক হত্যাচেষ্টা।

এই মামলা যে সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্রমূলক তাঁর একটা উদাহরণ দিই, ৫ই আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখে সরকার পতনের পর যখন দেশে সরকার নাই, শৃঙ্খল প্রশাসন নাই, ল অ্যান্ড অর্ডার নাই, চেইন অব কমান্ড নাই সেই সময়ে কুষ্টিয়া জেলা শহরে ৬ জন হতাহতের ঘটোনা ঘটে। সেই ঘটনায় ৫ জনকে আসামী করা হয়। সেই ৫ জনের মধ্যে থেকে আমাকে আলাদা করে আমার নামে করা হয় আলাদা মামলা। ঘটনাস্থল আমার নির্বাচনী এলাকা না, আমি সরাসরি আওয়ামীলীগ সদস্য নই, আমি কোন এক্সিকিউটিভ পাওয়ারে ছিলাম না এমনকি সেই সময় সংসদ সদস্যও নই। অথচ ঘটনাস্থল যে সংসদ সদস্যের নির্বাচনী এলাকা এবং তিনি আওয়ামীলীগের পদধারী সংগঠক ও সংসদ সদস্য সহ বাকি আরো ৩ জনকে এক মামলায় রাখা হয়েছে।

চিটাগাং এর সংসদ সদস্য এবি এম ফজলে করিমের নামে ট্রাইব্যুনালে মামলা হয়। সেই মামলার প্রসিকিউটর আব্দুল্লাহ আল নোমান স্বীকার করে, জনাব ফজলে করিম এর বিরুদ্ধে মামলা করার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাঁর ভাষায়, 'যে আসন থেকে জনাব ফজলে করিম চৌধুরী সংসদ সদস্য, সেই আসনে কোন নৃশংস ঘটনা ঘটেনি। হত্যাকাণ্ডগুলো যে আসনে ঘটেছে সেখানে জনাব ফজলে করিম কোন সাংগঠনিক দায়িত্বে ছিল না; আওয়ামীলীগ বা যুবলীগ বা ছাত্রলীগের কোন পদেও ছিলেন না।'তাহলে কুষ্টিয়ায় ৬ জনের মৃত্যুর ঘটনায় আমার নামে মামলা হয় কিভাবে?

এই মামলা যে পলিটিক্যালী মোটিভেটেড তাঁর বহু উদাহরণ ট্রাইব্যুনালের চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত শক্তি হেরে গিয়েছিল বলে সেই স্বাধীনতা যুদ্ধ তাঁরা মানে না। তাই জুলাই আন্দোলনকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। সেই পরাজিত শক্তির নামে মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হলো বলে আমাদের নামেও একই অভিযোগ আনা হলো। যে ট্রাইব্যুনালে তাদের বিচার হয়েছে সেই ট্রাইব্যুনালে আমাদের বিচার করতে নিয়ে এসেছে। তাদের দলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল বলে আওয়ামীলীগকে নিষিদ্ধ করা হলো অতি সস্তা নাটকের মাধ্যমে। এখানে আরো একটা বিষয় বলা জরুরী, এই সস্তা নাটকের মাধ্যমে বেআইনীভাবে আওয়ামীলীগকে নিষিদ্ধ করার আগে আওয়ামীলীগকে আজীবনের জন্য নিষিদ্ধ করতে রিট করা

হয়েছিল। সেই রিট কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত শক্তি একটা নির্দিষ্ট দলের লোকেরা করেছিল। তাদের দলের প্রতীক ইসির তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল বলে আওয়ামীলীগের প্রতীক ইসি থেকে বাদ দেওয়া হলো। আওয়ামীলীগকে নিষিদ্ধের তারিখ হিসেবে বেছে নেওয়া হলো কোন তারিখটাকে? ১০ মে ২০২৫ ইং। একটু পেছন ফিরে গেলে দেখবেন একই তারিখ মানে ১০ মে ২০১৩ সালে পরাজিত শক্তির একজনের ফাঁসি হয়েছিল আওয়ামী শাসন আমলে। তবে এখানে মনে রাখা জরুরী, পরাজিত শক্তির দলের নিবন্ধন বাতিল হয় হাইকোর্টের রায়ে এবং সেই রায়ের ৫ বছরে অনেকগুলো আইনগত ধাপ পেরিয়ে তারপর ইসি তাদের তালিকা থেকে প্রতীক বাদ দেন। অথচ আওয়ামীলীগকে নিষিদ্ধ ও ইসির তালিকা থেকে প্রতীক বাদ সবই এক্সিকিউটিভ অর্ডার ও বেআইনী প্রক্রিয়ায় হয়েছে।

মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আরো মনে রাখা জরুরী, এই ট্রাইব্যুনালে পরাজিত সেই শক্তির ডিফেন্স লয়্যারই ৫ই আগস্টে সরকার পতনের পর পরই ঘোষণা দিলেন, আমাদের বিচার করবেন ট্রাইব্যুনালে এবং তিনিই বনে গেলেন ট্রাইব্যুনালের চীফ প্রসিকিউটর। মাননীয় ট্রাইব্যুনাল এতগুলো ঘটনা একই সূতা গাঁথা। এসব কি কেবল কাকতালীয়? না মাননীয় ট্রাইব্যুনাল এসব কাকতালীয় নয়। বরং এসব নীল নকশা যদি দেখেও কেউ চোখে কাঠের চশমা পড়ে থাকে তবে ২+২ এর যোগফল ৪ এর বদলে ৫ করা হবে কেবলমাত্র গাঁয়ের জোরে।

১৯৭৬ এর পর কোনোদিন ভাবিনি আমাকে আবার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জবানবন্দী দিতে হবে। কিন্তু, দূর্ভাগ্যজনকভাবে সেই অভিজ্ঞতায় মুখোমুখি হতে হলো। বাতিস্তা সরকার যেমন এক সময় কিউবার বিপ্লবের নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর গোপন বিচার করেছিল ঠিক একইভাবে, ১৯৭৬ সালে কর্ণেল ইউসুফ হায়দারের বিশেষ ট্রাইব্যুনালে কর্ণেল তাহের, আমি, আ স ম রব, মেজর জলিল সহ ৩২ জন বিতর্কিত মার্শাল ল কোর্টে গোপন বিচারের মুখোমুখি হয়েছিলাম। এতটাই গোপন বিচার ছিল যে, বিচার কাজ শুরু হবার আগে আইনজীবিদের শপথ পাঠ করানো হয়, এই বিচারের চূড়ান্ত গোপনীয়তা মানতে হবে এবং এ শপথ ভঙ্গ করলে হবে শাস্তি। প্রচলিত রীতিতে মার্শাল ল কোর্টে বিচার বিভাগ থেকে সেশন জজ, অতিরিক্ত সেশন জজ প্রমুখদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলেও সেই ট্রাইব্যুনালে তেমন কোন নিশানা দেখা যায় নাই। সেই সঙ্গে জারি করা হয় অদ্ভুত এক অধ্যাদেশ। যেখানে বলা হয় সেই ট্রাইব্যুনাল যে রায় দেবে তাঁর বিরুদ্ধে কোন রকম আপিল করা যাবে না।

জেলখানার ডিআইজির ছোট্ট রুমটাকেই রূপান্তরিত করা হয় আদালতে। সেই সামরিক ট্রাইব্যুনাল কর্নেল তাহেরের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে আর আমাকে দেয় ১২ বছর জেল।

জেল কোডে আছে কোন বন্দীকে ২ মাসের বেশী একাকী রাখা চলবে না। অথচ আমাকে সাঁজা দেবার পরেও আমাকে শাস্তি দিতে ৫ বছর আমাকে একা সেলে রাখা হয়েছিল। কারাগারের কামরায় একাকী থাকা যে কি কষ্টকর তা ভুক্তভুগী ছাড়া আর কেউ অনুভব করতে পারবে না।

২১ জুলাই ১৯৭৬ সালে ভোর রাতে কর্ণেল তাহের কাউকে ধরতে না দিয়ে নিজেই হেঁটে যান। বীরের মত ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়ে বলেন, 'আমার মৃত্যুর বদলে যদি দেশবাসীর শান্তি আসে তবে তাই হোক।' ৫০ বছর পর আজ এইখানে উপস্থিত সকলেই নিশ্চয় দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করবেন যে, এই দেশে কোনকালেই শান্তি আর আসেনি। দমন-উৎখাতের নির্মম অশান্তির ধারা চলছে এখনো। কিন্তু, কর্ণেল তাহেরের জান কি আর ফেরত আসবে?

মনে রাখা জরুরী সিপাহী-জনতা বিদ্রোহের কারণে জিয়াউর রহমান বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে সে রাতে আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'থ্যাংক ইউ। ইউ সেভড মাই লাইফ।' তখন আমার কোন অপরাধ ছিল না। ২৪ এর আন্দোলনেও কাউকে হত্যা তো দূরের কথা, কোন অন্যায় আমি করিনি। তাই বিশ্বাস রাখি, আমার আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন।

আমি কেন রাজনীতিতে এসেছিলাম? বুয়েটে পড়ার সময়েই ফুটবলার হিসেবে চারিদিকে নাম ছড়িয়ে পড়ে। বুয়েটে পড়া শেষ করে নিশ্চিত ও নিরাপদ জীবন ছেঁড়ে কেন আমি ঝুকিপূর্ণ অনিশ্চিত পথে পা দিয়েছিলাম? তখন তো আমার সামনে মসনদ কিংবা ক্ষমতার কোনো হাতছানি ছিল না। রাজনীতি করলে যে অনেক দূর্ভোগ পোহাতে হবে তা তখন কে না জানতো? সেই যে ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানে যে পা বাড়ালাম তারপর আর কোনোদিন আমার সেভাবে ঘরে ফেরা হয়নি। গণতন্ত্র ও মানুষের

অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুরু থেকেই আমাকে রাজপথে নামতে হয়। আমি সব সময় চেয়েছি বাংলাদেশ যেন গণতান্ত্রিক পথে পরিচালিত হয়, মানুষের যেন অধিকার থাকে, মত প্রকাশের যেন স্বাধীনতা থাকে, বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের যেন স্বাধীনতা থাকে, বিশ্ব সভায় বাংলাদেশ যেন মর্যাদার আসন পায়। আমি রাজনীতিতে এসে দেশ ও জনগণের ভাগ্যের সাথে নিজের ভাগ্য একাকার করে ফেলেছি। নিজের বলে কিছু করিনি। আমার নিজের কোন পৃথক আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই। সাধারণ মানুষের অধিকার ও আশা-আকাঙ্ক্ষাই আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা। আমার জীবন জড়িয়ে গেছে দেশের মানুষের বিজয়, বিপর্যয় এবং সম্ভাবনা ও সমৃদ্ধির সাথে। সেজন্যই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ ও মানুষ যতবার দূর্যোগ ও দূর্বিপাকের মুখে পড়েছে আমিও তখন দূর্যোগের ভেতর পড়েছি।

যুদ্ধকালীন সময়ের একটা ঘটনা বলি, সকাল ছয়টা বাজার সাথে সাথে হুইসেল বেজে উঠত। ওস্তাদ রূপ সিং এর হৃদয় কাঁপানো বাঁশির শব্দে গোটা ব্যারাকে ছোটাছুটি শুরু হয়ে যেত। সবাই এসে জমায়েত হতেন মুজিব হলের সামনে প্রশস্ত প্রান্তরে। সেখানেই দিনভর কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ চলতো। সেই একাডেমিতে প্রতিদিন ট্রেনিং শুরু হতো অ্যাসেম্বলির মাধ্যমে। সেখানে আমাদের প্রিয় জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গেয়ে সবুজের মধ্যে রক্তলাল গোলক ও সোনালী রঙ এর 'বাংলাদেশ'-এর মানচিত্র আঁকা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হতো দৈনন্দিন কার্যক্রম।

তাম্ভুয়া মিলিটারী একাডেমি পাহাড়-পর্বতে ঘেরা। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তাম্ভুয়ার উচ্চতা প্রায় সাড়ে সাত হাজার ফুট। সেখানকার প্রকৃতি মাঝে মধ্যে রুদ্ররোষে ফুলে-ফেঁপে উঠত। একদিনই আমরা প্রকৃতি ভয়াবহতার তান্ডব আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

ভোররাত থেকেই দমকা হাওয়া আর ভারী থেকে মাঝারি বৃষ্টি, ভীষণ ঠান্ডায় সবাই কাঁপছিল। এমন সময় রূপ সিং এর হুইসেল বেজে উঠলো। বাইরে তখন প্রচন্ড ঝড় ও বৃষ্টি। সবাই ধরেই নিয়েছিল ওইরকম বিরূপ আবহাওয়ায় কোনক্রমেই অ্যাসেম্বলি হওয়া সম্ভব না। ঝড় থেমে গেলে সকাল ১০ টার দিকে সূর্যের আলো ফুটে।

রুটিন অনুযায়ী সারাদিন কঠোর অনুশীলন চলে, ধীরে দিনের আলো কমতে থাকে। ঠিক সন্ধ্যে নামার মুখে সবাই মুজিব হলের সামনে 'ফল-ইন' করে। জাতীয় সঙ্গীতের মূর্ছনার মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা নামানো হবে। ইন্সট্রাক্টর হিসেবে সবাই জাতীয় পতাকার দিকে তাকাতে বললাম। সবাই দেখলো, প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়ায়র তোড়ে গোটা পতাকাটির প্রায় ৮০-৯০ ভাগ ছিড়ে গেছে। পতাকাটি শুধু স্ট্যান্ডের সঙ্গে গিট দিয়ে বাঁধা ৪-৫ ইঞ্চি কাপড় বাতাসে পতপত করে উড়ে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে।

অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বললাম-'দেখুন, আপনারা বৈরী প্রকৃতির জন্য সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য আসতে পারেননি, এটাই স্বাভাবিক। তবে আমরা ইন্সট্রাক্টররা এসেছিলাম এবং জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে পতাকাটি উত্তোলন করেছিলাম। সারাদিন বৈরী প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছে এই পতাকাটিকে। অশান্ত ঝড়ো হাওয়ার তোড়ে পতাকার অনেকটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কিন্তু, পতাকাটি মাথা নত করেনি। এখনও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।'

তবে সকালে যে এখানে আপনারা আসতে পারেননি, এরজন্য দায়ী আপনারা না; দায়ী আমরা, যারা সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আপনাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেবার সঙ্গে অন্তরের গহীনে প্রচন্ড দেশপ্রেম, সব ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি যথাযথ শরদ্ধা জানানোর জন্য যতটা হৃদয়াবেগ যতটা জাগরূক করার কথা, তাঁর সমুদয় দায়িত্ব ছিল আমাদের উপর। আমরা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছি। অতএব আমাদের শাস্তি হওয়া উচিত।

আমি যখন কথাগুলো বলছিলাম, তখন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হৃদপিন্ডের ঠিক মাঝখানে ব্রাশ ফায়ার হয়ে রক্তনালী ছিড়ে তীব্র ব্যথায় বুক টনটন করছিল তা তাদের চোখে মুখে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। এরপর আমি অন্য ইন্সট্রাকটরদের সাথে পরামর্শ করলাম। তারপর ঐ তাম্ভুয়ার পাহাড়গুলোর মতই আত্মপ্রত্যয়ী বুক উঁচিয়ে এসে আগের স্থানে দাঁড়ালাম এবং ঘোষণা করলাম—আমাদের সবার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, আপনাদের হৃদয়ে গভীর দেশপ্রেম এবং প্রিয় জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে ব্যর্থ হয়েছি। তাই ছিন্নভিন্ন জাতীয় পতাকাকে সাক্ষী রেখে আমরা ইন্সট্রাক্টররা একশ'বার কান ধরে উঠবস করবো।

ওই মুজিব হলের সামনে কি যে এক প্রাণমাতানো হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতাড়না হলো! আমরা ইন্সট্রাক্টররা কান ধরে উঠবস শুরু করলাম, আর ওঠবসের সঙ্গে মাহবুব উচ্চস্বরে গুনতে শুরু করলো এক, দুই, তিন.....। কান ধরে আমাদের ওঠবস করতে দেখে বাকিরা আর স্থির থাকতে পারলো না। ১৫শ' বীর মুক্তিযোদ্ধা কান ধরে ওঠবস শুরু করলো। মাহবুব যখন শেষ সংখ্যা একশ' উচ্চারণ করলো তখন সবাই কান্নারত ভেজা চোখ নিয়ে আমার কাছে ছুটে আসতে লাগলো। সেদিন সবাইকে বুকে জড়িয়ে স্নেহ ও ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছিলাম। তাম্ভুয়া ক্যাম্পের বীর মুক্তিযোদ্ধা আজুজুল ইসলাম ভূঁইয়া তাঁর বই 'মুক্তিযুদ্ধ—দেরাদুনের স্মৃতি'তে লিখে রেখেছে।'

প্রতিদিন এমন সব বহুল ঘটনা সংবলিত ৯ মাসের যুদ্ধ শেষে যখন বাড়ি ফিরছি তখন জানি না আমার বাবা-মা ভাইবোন কেউ বেঁচে আছে কিনা, তাঁরা জানেন না আমি বেঁচে আছি কিনা!

যুদ্ধ থেকে ফিরে সেই যে, দেশ সেবার নেশা মগজে ঢুকলো তা থেকে আর বের হতে পারলাম না। পারলাম না বলেই চাকরী, ব্যবস্যা এমনকি সংসসারটাও ঠিকমত করতে পারলাম না। দেশ সেবার পথ হিসেবে রাজনীতিটাকেই বেছে নিলাম। এখনকার মত তখন অবশ্য রাজনীতি এত লাভজনক পেশা ছিল না। সম্পূর্ন অনিশ্চিত এক পথ। মগজ, মননে ও চোখে কেবল সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন। সদ্য স্বাধীন হওয়া যুদ্ধবিদ্ধস্ত মহাসমুদ্রে বাংলাদেশ নামক নৌকার মাঝি তখন বঙ্গবন্ধু। নানা দোদুল্যমানতার শেষে তিনিও সিদ্ধান্ত নিলেন পালে সমাজতন্ত্রের হাওয়া লাগাবেন। কিন্তু, ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুরই রক্তাক্ত দেহকে মহাসমুদ্রে ফেলে নৌকাকে পুঁজিবাদী স্রোতে টেনে নিয়েছিলেন খন্দকার মোশতাক। এরপর দৃশ্যপটের মাঝে আবির্ভূত হয়েছিল খালেদ মোশারফ। সমাজতন্ত্র নাকি পুঁজিবাদ কোনদিকে যাবে নৌকা তা নিয়ে তাঁর মাথাব্যাথা ছিল না। এমন টালমাটাল নৌকাকে গন্তব্যে পৌঁছাতে, দেশে শৃঙ্খলা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতেই আমার দল জাসদ ৭৫ এর ৭ই নভেম্বর টালমাটাল নৌকার হাল ধরতে চেষ্টা করেছিলাম।

আপনাদের সামনে দাঁড়ানো এই মানুষটি, যে মানুষটি আজ আদালতে অভিযুক্ত হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো, সেই একই মানুষ যে এই দেশকে স্বাধীন করতে জীবন বাজি ধরেছিল, শরীরের রক্ত ঝরিয়েছিল, সেই আমার সব কাজে, চিন্তায় আর স্বপ্নে এই দেশের কথা যেভাবে অনুভব করেছি এবং শুধু ২৪ এর আন্দোলন না, গোটা জীবনে রাজনীতিকে ব্যবহার করে কোনোদিন অন্যায় কাজ করিনি। আমি জেল-জুলুম, মৃত্যু নিয়ে ভয় পাই না। মুক্তিযুদ্ধে যাবার দিন মা-বাবা একসাথে ব্যাগ গুছিয়ে দিয়ে সাথে নিয়ে নৌকায় তুলে বিদায় দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে মৃত্যু যে প্রতিদিন উল্টো পিঠেই শুয়ে থাকতো তা কে না জানে? ড. ইউনুস যমুনা নামক যে বাসভবনে দেড় বছর থাকলেন, সেই যমুনার কোণায় স্বাধীন দেশে আমার উপর মুহূর্মুহু গুলি চালানো হয়েছিল। ২০০৫ সালে রাজনৈতিক মাঠে হত্যাচেষ্টা করে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। বিদেশে গিয়েছি সেখানেও হত্যাচেষ্টা করেছে। মন্ত্রী থাকাকালীন বাসার দরজায় নামতেই বোম মেরেছিল, মাথার এক হাত উপর দিয়ে গিয়ে বোম দেয়ালে লেগেছিল। কতবার কতভাবে আমাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে! যারা নির্বোধের মত বার বার আমাকে শেষ করতে চেয়েছে তাঁরা বার বার ভুলে যায়, আমাকে শেষ করা যায় না কারণ, আমি কেবল একটা ব্যাক্তি না—একটা আদর্শ। আজ থেকে বছর কয়েক পর দেশের কোন এক প্রান্তে আমারই লিগ্যাসী নিয়ে হিমালয়ের মত বুক উঁচিয়ে কেউ আত্ম-প্রত্যয় নিয়ে দাঁড়াবে এবং তাকেও একইভাবে পরাজিত শক্তি ভয় পাবে; যেভাবে আমাকে ভয় পায়।

বাংলাদেশের ইতিহাস যারাই যতবার যেখান থেকে লেখা শুরু করুক, ইতিহাসের কোন এক পাতায় খানিকটা জায়গা আমার জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে। বাংলাদেশের পতাকা তৈরির ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ—১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে যে ১০ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি, তাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই ভু-খন্ডে উচ্চারণ করবে আমি তাদের পূর্ব পুরুষদের মুক্তিযুদ্ধে প্রশিক্ষক ছিলাম। ৭৫ এর সিপাহী-জনতা বিদ্রোহ সহ বাংলাদেশের গত ৫৪ বছরের ইতিহাস ও রাজনীতি থেকে আমাকে মুছে ফেলা সম্ভব না।

রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে বঙ্গবন্ধুর বিরোধী দলে থাকলেও ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর স্বপরিবারকে হত্যার পর খন্দকার মোশতাকের সরকারের অফার ফিরিয়ে দিই আমি ও আমার দল। এর ঠিক ৫ দিনের মাথায় ২০ আগস্ট আমি এবং আমার দল জাসদই প্রথম কোন রাজনৈতিক দল

হিসেবে প্রকাশ্য ঘোষণা দিই, 'বঙ্গবন্ধ ও তাঁর পরিবারের হত্যাকাণ্ড এবং ক্ষমতা দখল সংবিধাল লঙ্ঘন ও অবৈধ ক্ষমতা দখলের শামিল।' প্রতিবাদ হিসেবে অবৈধ মোশতাক সরকারের অপসারণ ও খুনীদের বিচার চেয়েছিলাম। উচ্চকণ্ঠে বলেছিলাম, বাকশাল শাসনের বিকল্প খুনীদের ও সামরিক শাসন হতে পারে না। সামরিক শাসন গণতন্ত্রের বিপরীত ধারণা। সেজন্য খন্দকার মোশতাক খুবই গোস্মা করেছিল। তাইতো মাত্র ৮৩ দিনের কালো টুপি ও আচকানের শাসনকালে জাসদের প্রায় দুই শতাধিক কর্মীকে জাস্ট গুলি করে হত্যা করেছিল ওই খুনী ডালিম-ফারুকের দল।

আবার জিয়াউর রহমান যখন সৈনিকদের গুলিতে মারা যান তখন আমি তারই দেওয়া সাঁজা ৫ বছর ভোগ করে সদ্য জেল থেকে বেরিয়েছি। তবুও তাঁর মৃত্যুর পর প্রতিবাদ জানিয়ে অন্যায় বলে আমি এবং আমার দল জাসদ বিবৃতি দিয়েছিলাম। আমি সেবারও বলেছিলাম, আমাকে তিনি সাঁজা দিলেও তাঁর হত্যাকান্ড আমি সমর্থন করি না।

আমি হাসানুল হক ইনু প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর হত্যার, প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম জিয়াউর রহমান হত্যার, প্রতিবাদ করি বিনা বিচারে হত্যার, প্রতিবাদ করি প্রহসনের বিচারিক হত্যার, প্রতিবাদ করি মিথ্যা সাক্ষির।

দেশ ও দেশের ইতিহাস বয়স্ক হবার সাথে সাথে আমিও যেহেতু বয়স্ক হয়েছি তাই সঠিক ইতিহাস মানুষকে জানানো আমার দায়িত্ব। ইদানীংকালে স্ব-ঘোষিত কিছু ইতিহাসবিদ মাটি ফেড়ে বেরিয়ে ইতিহাস বিকৃত করছে। তাঁরা দাবী করছে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ভাষণ 'জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান' বলে শেষ করেছে। অথচ এটা সম্পূর্ন বানোয়াট ও মিথ্যা। কারণ, আমি সেদিন সেখানে স্ব-শরীরের উপস্থিত ছিলাম। মঞ্চের সামনে বাঁশ দিয়ে করা বেষ্টনীর মাঝখানে আমি সহ বুয়েটের কয়েকজন ছিলাম। সেদিন বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণ 'জয় বাংলা' বলেই শেষ করেন। জয় বাংলা এর পর আর একটা শব্দও উচ্চারণ করেন নাই।

২৪ এর আন্দোলনে কাউকে হত্যা তো দূরের কথা, কোন মানুষের উপর একটা লাঠিচার্জেরও বিরুদ্ধে ছিলাম আমি। তবুও আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তা বিদ্বেষপ্রসূত, ভিত্তিহীন, ষড়যন্ত্রমূলক এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি সম্পূর্ণ নিরাপরাধ।

২৪ এর আন্দোলনে শুরু থেকেই সব জায়গায় বারবার আমি বল প্রয়োগ না করে আলোচনার টেবিলে বসে সমাধানের কথা বলেছি। আন্দোলনের শেষের দিকে এসে যখন বুঝলাম সরকারের এই যাত্রায় টিকে থাকা সম্ভব না তখনই সরকার প্রধানকে বলেছিলাম, 'এবার আর ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না।' কিন্তু, আমার আত্মবিশ্বাস ছিল আমার কোন আইনী জটিলতার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে না। সেজন্যই ০৩ ও ০৪ আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখ দুইদিনই আমার কাছের মানুষজন আমাকে দেশের বাইরে চলে যেতে ইনসিস্ট করেছে। এমনকি সব ব্যবস্থাও করেছিল। আমি তাদের একটা কথাই বলেছিলাম, 'আমি তো কোনো অন্যায় করিনি, তাহলে যুদ্ধ করে স্বাধীন করা আমার দেশ ছেঁড়ে আমি চলে যাবো কেন?' সরকার পতনের পর সবাই আমাকে আমার বাসা ছেড়ে লুকিয়ে থাকতে বলে। আমি তাদের কথা শুনিনি। একাধিক দিন বাসাতেই ছিলাম। এমনকি ঢাকার রাস্তায় কাজের প্রয়োজনে মুভও করেছি। ওই বিল্ডিং এ আরো এমপি এবং মন্ত্রীও থাকতেন। একদিন বাসার নিচে কিছু লোক চলে আসে মব ট্রায়াল করতে। পরে পুরো বিল্ডিং এর নিরাপত্তার কথা ভেবে বাসা ছেড়ে আত্মীয়ের বাসায় গিয়ে থাকি। এমনকি নিজের ফোনও ব্যবহার করতাম। কতজন যোগাযোগ করেছে বর্ডার পার করে দিতে। আমি রাজি হইনি। এমনকি গোয়েন্দা সংস্থার পরিচয় দিয়ে বারবার যোগাযোগ করে মেসেজ দিয়েছে, আমি কোথায় আছি তাঁরা সব জানে, চাইলে আমাকে তাঁরা নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে টাকার বিনিময়ে' সেই প্রস্তাবও আমি ফিরিয়েছি। ওই যে আত্মবিশ্বাস, অন্যায় তো আমি করিনি, তাহলে আমি কেন যুদ্ধ করে জয় করা দেশ ছেড়ে পালাবো? এখন এসে বুঝলাম দেশের মাটি ছেঁড়ে চলে যেতে না চাইলেও দেশের অনেকে হিংসা পরায়ন হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে।

পঁচিশ পৃষ্ঠার রাজনৈতিক বক্তব্য তদন্ত কর্মকর্তা লিখেছে সুতরাং তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা অনেক। কিন্তু তিনি অলস, শেখ হাসিনার তদন্ত রিপোর্টের রাজনৈতিক বক্তব্য কপি পেস্ট করেছে এই মামলার তদন্ত রিপোর্টে। ৭২ সাল থেকে শেখ মুজিবের শাসনামলের রাজনৈতিক আলাপও প্রাসঙ্গিকতা ছাড়াই ভুল ইনফরমেশনে ভরা ইনফরমেশন এই মামলার তদন্ত রিপোর্টে যোগ করেছে। তবে আমার খুব জানার

ইচ্ছা, এই রাজনৈতিক বক্তব্যে এতগুলো ভুল ইনফরমেশান সহ তদন্ত রিপোর্ট তদন্ত কর্মকর্তা নিজে লিখেছেন নাকি তাকে অন্য কেউ লিখে দিয়েছেন নাকি শেখ হাসিনার মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আর এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা একজনই তাই লেখাও হুবুহু কপি?

১৯৭২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তদন্ত কর্মকর্তা ব্যাঙ্গের লাফের মত লাফ দিয়ে দিয়ে কেবল আওয়ামী শাসনামলের ভুলে ভরা মন্দ দিকের আলোকপাত করেছে। কিন্তু, তদন্ত কর্মকর্তা বাংলাদেশে রাজনীতি ও তাঁর আলো ও কালো অধ্যায় নিয়ে জ্ঞান দিতে চাইলে তো ১৯৭২ সাল থেকে ২০২৪ পর্যন্ত শুধু আওয়ামী শাসনামল নিয়ে আলোকপাত না করে মাঝের অন্য শাসকদের শাসনামলের কীর্তিও তুলে ধরা দরকার ছিল। সেটা না করাতে তো এই তদন্ত রিপোর্ট একপেশে পক্ষপাতদুষ্ট দোষে দোষী হয়ে আছে।

তদন্ত কর্মকর্তা একচোখে একপাক্ষিক ভুল ইনফরমেশনে রাজনৈতিক বক্তব্য সাজিয়েছে। এখন যদি অন্য কোন পক্ষ স্বাধীনতার পর থেকে আওয়ামীলীগ বাদেও বাকি সরকারের শাসনামল নিয়ে বক্তব্য সাজায় তাহলে এমন অভিযোগ হাজারটা করা যাবে। এখন সেসব উচ্চারণ করা তো পাপ হবে তাই এভয়েড করে গেলাম।

"ফরমাল চার্জের পয়েন্টগুলোতে যাবার আগে দুইটা কথা বলে যাই, হয়তো দুদিন আগে অথবা পরে কিংবা ১০ বছর পর এই ট্রাইবুন্যাল গঠন ও বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে রিট হবে। কিন্তু, আমি খুব করে চাইবো তেমন রিট না হোক, হলেও এই ট্রাইবুন্যাল গঠন ও বিচার প্রক্রিয়া অবৈধ বলে কোন রায় না আসুক এবং সেজন্য কাউকে যেন আবার কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে না হয়।"

এখানে আরেকটা সমস্যা হলো, এই মামলার বর ও কনের মা একজনই। যে চিফ প্রসিকিউটরের দায়িত্বকালে এই মামলার তদন্ত হয়েছে সেই সাবেক চিফ প্রসিকিউটর একসময় এই কোর্টে যুদ্ধাপারাধীর দায়ে অভিযুক্ত ব্যাক্তিদের ডিফেন্স লয়্যার ছিলেন। তো উনি যখন শপথ নিয়েছেন, 'আমি নিরপেক্ষভাবে সব করবো। রাগ, অনুরাগ, বিরাগ ও ক্ষোভের বশবর্তি হয়ে কোনকিছু করবো না' কিন্তু, একজন মানুষের পক্ষে কি সেটা সম্ভব? কারণ, সদ্য বিদায়ী চিফ প্রসিকিউটর যাদের ডিফেন্স করেছিল তাদের অনেকের সাজা হয়েছিল। উনি আদৌ রাগ, অনুরাগ, বিরাগ, ক্ষোভ বাদ দিয়ে এখানে মামলা চালাতে পারবে এটা সাবেক চিফ প্রসিকিউটর বা ট্রাইব্যুনাল নিশ্চয়তা দিতে পারবে যে, সাবেক চিফ প্রসিকিউটরের সাব কনসাশ মাইন্ড তাঁর ব্রেইনকে রাগ, অনুরাগ, বিরাগ ও ক্ষোভের বশবর্তি হয়ে অর্ডার করবে না? কোন মানুষের পক্ষে এই নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব না। সেজন্যই সাবেক চিফ প্রসিকিউটর তাঁর নিজেকে ডিফেন্স করতে বারবার মিডিয়ার সামনে বলতে হয়েছে এই বিচার বা রায় অতীতের প্রতিশোধ নয়। এই ডিফেন্স কখন কেন দিতে হয় তা নিশ্চয় কারো না বোঝার কথা না। কাল যদি আমার ছেলে বা ভাতিজা এই একই কোর্টের প্রসিকিউটর বা বিচারক হয় সে কি আমার সাথে যা যা হচ্ছে গত দেড় বছর ধরে তা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে এসবকে দূরে সরিয়ে রেখে নিরপেক্ষ থাকতে পারবে?

ফরমাল চার্জের ১.২৫ নাম্বার পয়েন্টে তদন্তকারী কর্মকর্তা আমার বিরুদ্ধে কয়েকটা রায় দিয়ে দিয়েছে। তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তৎকালীন বিরোধী দল জাসদের প্রায় ৪০ হাজার নেতাকর্মীকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ সরকার হত্যা করে, শত শত লোককে বিনা বিচারে আটক রাখে, হাজার হাজার লোক নির্যাতনের শিকার হয়। এমনকি বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় নির্বাচনে জাসদ প্রধান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিলকে প্রকাশ্যে কারচুপির মাধ্যমে পরাজিত ঘোষনা করা হয়'। উপরে এই কথাটুকুর ইতিহাস নিয়ে আলাপ অনেক দীর্ঘ এবং তা এই মামলার রিলেভেন্ট পয়েন্ট না বলে এখানে আলোকপাত করছি না। তবে তদন্ত কর্মকর্তা কি তারপরের ইতিহাস জানেন না? বঙ্গবন্ধুর পরে যারা ক্ষমতায় এসেছিল তাঁরা জাসদের সাথে কি করেছিল তা কি তদন্ত কর্মকর্তার অজানা? নাকি সেসব এখানে লিখলে ভাসুরের নাম মুখে নেবার পাপের মত পাপ হবে? তদন্ত কর্মকর্তার বক্তব্য অনুযায়ী এসবের পরেও আমি ব্যাক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য জাসদের গৌরবময় উজ্জ্বল ইতিহাস ভুলে গিয়ে শেখ হাসিনা সরকারকে সাপোর্ট দিয়েছি। কথায় আছে, 'চেনা বামনের পৈতা লাগে না' তবুও তদন্ত কর্মকর্তা রায় যেহেতু দিয়েছে তাই তাঁর জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর জন্য আমার সম্পর্কে দু'একটা কথা জানাচ্ছি।

ক- ব্যাক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য রাজনীতি করলে রাজনীতি শুরু করার প্রায় ৪০ বছর পর এসে ২০০৮ সালে প্রথম এমপি নির্বাচিত হতে হতো না। তাঁর বহু আগেই মন্ত্রী হতে পারতাম। বুয়েটে পড়াশোনা শেষে চাইলেই দেশের সেরা চাকরী নিতে পারতাম। বিদেশে গিয়ে সেটেল হতে পারতাম। অথবা দেশে ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকার মালিক হতে পারতাম। আমার বন্ধুরা এখন দেশ সেরা ব্যবসায়ী অথবা যারা চাকরী করেছে তাঁরা দেশের সর্বোচ্চ পদে দায়িত্ব শেষে অবসর নিয়েছে। আমি করলাম রাজনীতি। সেই ৭০ এর দশক থেকেই রাজনীতিতে পরিচিত মুখ হয়ে উঠি। ৮০-৯০ এর দশকের কথা আলাদা করে আর বলার দরকার নাই। ব্যাক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করতে রাজনীতি করে কত টাকা কামিয়েছি? ঘরবাড়ি কয়টা করেছি? কয়টা প্লট? কয়টা ব্যবসার লাইসেন্স নিয়েছি? কিছুই না। তাহলে কি ব্যাক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করলাম?

একাধিকবার মন্ত্রী হয়েও এখনও ঢাকায় ভাড়া বাসায় থাকতে হয়। অ্যারেস্ট হবার পর সেই বাসার ভাড়া দেবার সামর্থ নাই বলে বড় বাসা ছেড়ে ছোট বাসা নিতে হয়। তিন-চার হাজার টাকার বেশী দামের পাঞ্জাবী পড়লে গায়ে অস্বস্তি হয়। মুক্তিযুদ্ধে ১০ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে ট্রেনিং করিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য কোনোদিন স্বাধীনতা বা একুশে পদকের আশাও করি নাই। যাদের ট্রেনিং করিয়েছি সেইসব মুক্তিযোদ্ধা অনেকেই আজ বিরাট নামকরা মানুষ এবং তাঁরা স্বাধীনতা বা একুশে পদকও জিতেছে। আর তদন্ত কর্মকর্তা রায় দিচ্ছে আমি ব্যাক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য জাসদের উজ্জ্বল ইতিহাস ভুলে গিয়ে শেখ হাসিনা সরকারকে সাপোর্ট দিয়েছি। যেহেতু বাড়ি, গাড়ি, ব্যবসা, টাকা-পয়সা কিছুই হাসিল করিনি তাহলে আর কি ব্যাক্তি স্বার্থ বাকি রইলো? এমপি বা মন্ত্রী হওয়া? স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে জাসদ কতখানি শক্তিশালী ও জনসমর্থিত ছিল সে ইতিহাস প্রায় সকলেরই জানা। ৭৫ এর ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যেহেতু তখন বাংলাদেশে আওয়ামীলীগের পরেই জাসদের জনপ্রিয়তা বেশী, তাই মোশতাক চেয়েছিল জাসদকে কাছে টেনে নিতে পারলে, বড় একটা জনসমর্থন পেয়ে যাবেন তাঁর সরকার। মোশতাক জাসদকে তাঁর সরকারে থাকার প্রস্তাব করে। কর্নেল তাহের ও আমরা সেই ক্ষমতার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। ক্যাপিটালিজম এবং সোশ্যালিজমের মাঝের ফারাক নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে জাসদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দিতা ছিল, তবে জাসদ কখনই ওভাবে উৎখাতের কথা ভাবেনি বলে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকে প্রথম ধিক্কার জানিয়েছিল জাসদ।

যদিও বহু বছর পরে ট্যাংকের উপর অন্য কারো একটা ছবি নিয়ে আমার নাম দিয়ে ডাহা মিথ্যা প্রচারণা চালিয়েছিল যে, আমি নাকি বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুতে ট্যাঙ্কের উপর নেচেছিলাম। কারো দাবী আমি ১৫ ই আগস্টে ট্যাঙ্কের উপর নেচেছি আবার কারো দাবী সেটা ১৫ ই আগস্ট না ৭ ই নভেম্বর ১৯৭৫। অথচ আমি দেশ স্বাধীনের পর থেকে প্যান্ট শার্ট পড়া ছেড়ে দিয়েছি। ছবির ওই ব্যাক্তির গোঁফ দেখা যায়, অথচ হরমোনাল কারণে আমার দাঁড়ি ও গোঁফ এতই পাতলা যে আমার কোনোদিন গোঁফ ছিল না। ছবির ওই ব্যাক্তির চোয়াল ভাঙ্গা অথচ আমার সেই কলেজ জীবন থেকে ছবি আছে, কোথাও আমার চোয়াল ভাঙ্গা দেখা যাবে না। ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ এবং ৭ই নভেম্বর ১৯৭৫ আমি কোথায় কি করেছি তাঁর অনেকটা বর্ণনা ক্রাচের কর্ণেল বই সহ একাধিক বই ও পত্র পত্রিকায় ইতিহাস হিসেবে লিখিত আছে। কিছুদিন আগে প্রচারণা চালানো হয়েছিল, 'মুক্তিযুদ্ধে রাজাকারের সঠিক তালিকা প্রকাশ হয়েছে। যারমধ্যে আওয়ামীলীগ ও বিএনপিতে আছে ১০ হাজার রাজাকার আর জামায়াত ইসলামীতে আছে মাত্র ৩৭ জন রাজাকার। এই পোস্ট ২ হাজার ফেসবুক একাউন্ট থেকে শেয়ার করা হয় প্রায় একই সাথে।' এই পুরো তথ্যটাই ভুয়া। ঠিক একই কায়দায় আমার নাম ব্যবহার করে ট্যাঙ্কের উপর উল্লাস করার মিথ্যা প্রচারণা চালানো হয়।

ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে চাইলে ৭৫ এর ১৫ই আগস্ট মোশতাক সরকারের ক্ষমতার টোপ ফিরিয়ে দিতাম না। ৭ই নভেম্বর জাসদের নেতৃত্বে সফল অভ্যুত্থান ঘটানোর পর সহজেই জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনের অংশ হতে পারতাম। তাহলে কর্ণেল তাহেরকে ফাঁসিতে ঝুলতে হতো না, আমাকেও ৫ বছর কারাভোগ করতে হতো না। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের কথা ভাবলে, যখন এলিফ্যান্ট রোডের ঘুপচির বাসায় থাকি তখন, এরশাদ সাহেব তাঁর একাধিক মন্ত্রী পাঠান আমাকে মন্ত্রী হবার প্রস্তাব দিয়ে। সেই প্রস্তাব আমি প্রত্যাখান করলে পরে এরশাদ সাহেব আর্মি অফিসার পাঠান তাঁর মন্ত্রী হতে। সেই আর্মি অফিসারের সাথে কথা না বলেই ফিরিয়ে দিয়েছি। তারপর স্বয়ং এরশাদ সাহেব প্রেসিডেন্ট

হয়ে ফোন করে প্রস্তাব দিলেন মন্ত্রী হতে। সেই প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিই। পরে আমাকে এরশাদ সাহেবের সরকার গ্রেফতার করে। ৯০ সালে জাসদ তখন ৫ দলীয় বাম জোটের সদস্য। আওয়ামীলীগ ও বিএনপি এর পাশাপাশি ৫ দলীয় বাম জোটও তখন দাপটের সঙ্গে আন্দোলন করে যাচ্ছিল। এরশাদ সাহেবের পতনের পর জাতীয় নির্বাচনে ৫ দলীয় জোটকে বিএনপির অংশীদার করতে বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির সিনিয়র নেতা মেঃ জেঃ মাজেদুল হক (অবঃ) কে দায়িত্ব দিয়েছিল। নিশ্চিত ক্ষমতার অংশীদারীত্বের হাতছানি দেখেও কেবল মাত্র আদর্শগত অমিলের কারণে আমরা সেই সরকারের অংশ হইনি।

এরপর একাধিক নির্বাচনে আমার এলাকায় নির্বাচন না করে ঢাকার আসন থেকে নির্বাচন করার প্রস্তাব এসছে, সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে আমি ঢাকা থেকে নির্বাচন করলে নিশ্চিত জিতে যেতাম। কিন্তু, নিজের গ্রামের মানুষের সাথে মিশে রাজনীতি করবো বলে বারবার হেরেছি তবুও নিজের এলাকায় একা নির্বাচন করেছি।

জীবনে আরো কত বড় বড় কতকিছুর অফার ছিল সেসব লিপিবদ্ধ করে বলতে গেলের কোর্টের দীর্ঘ সময় লাগবে এবং নিজের গুণ গাওয়া হবে, যেটা আমি জীবনে কোনোদিন করিনি।

খ- কেন আমি আওয়ামীলীগের সাথে জোট করলাম? আমি কি জাসদের গৌরবময় উজ্জ্বল ইতিহাস ভুলে আওয়ামীলীগের সাথে জোট করেছি? না মাননীয় ট্রাইব্যুনাল।

জোট করেছি নীতিগত কারণে। তাইতো ৮০ এর দশকে বিএনপি ও আওয়ামীলীগের সাথে ঐক্য করে যুগপৎ আন্দোলন করি। ১৯৮২ সালে এরশাদ সাহেব ক্ষমতা দখল করে সামরিক শাসন জারি করলে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাঠ ঘটে। এরপর ১৯৮৩ সালে ১৪ই জানুয়ারী হঠাৎ এরশাদ সাহেব ঘোষণা করেন, ২১শে ফেব্রুয়ারু শহীদ মিনারে প্রভাতফেরী হবে না, তাঁর বদলে মিলাদ মাহফিল হবে। সবাই হতবাক হলেও তখন জাসদ সহ একাধিক বামদলগুলো আওয়ামীলীগকে আহ্বান করে যৌথ বিবৃতি দিতে। আওয়ামীলীগ রাজি হয়। সেই ধারায় আওয়ামীলীগ ও জাসদ সহ ১৫ দলীয় জোট গঠিত হয়। তাঁর কিছুদিন পরে বিএনপিও এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে মাঠে নামে এবং বিএনপির নেতৃত্বে আরো কয়েকটি দল নিয়ে ৭ দলীয় জোট গঠিত হয়।

১৯৮৬ সালে এরশাদ সাহেব জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। প্রথমে সবাই নির্বাচন প্রত্যাখান করলেও ওই বছরের ২১শে মার্চ আওয়ামীলীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু, জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টি সহ ৫টি বামদল ১৫ দলীয় জোটের সাথে নির্বাচনে না যেয়ে নির্বাচন বর্জন করার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। ফলে ১৫ দলীয় জোট ভেঙ্গে যায়। বিএনপির ৭ দলীয় জোটও নির্বাচন বর্জন করে। তখনও আওয়ামী মহল থেকে জাসদের বিরুদ্ধে সমালোচনার বিরুদ্ধে ঝড় ওঠে বিএনপির সাথে জাসদ সহ বাম দলগুলো নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্তে অটল থাকার জন্য।

১৯৮৬ সালের নির্বাচনের কিছুদিন পরে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন পুনর্জীবিত করতে জাসদ সহ ৫ দলীয় বাম জোট আওয়ামীলীগকে আন্দোলনে ফেরাতে চেষ্টা করে। এবং সে সুযোগ এসেও যায়। তখন শুরু হয় আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট, বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট এবং জাসদ সহ ৫ দলীয় জোট মিলে ৩ জোটের ঐক্যে যুগপৎ আন্দোলন শুরু হয় এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বর্জন করা হয়।

এরপর ১৯৮৮ সালে এরশাদ সাহেব আবারও নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। এবার ৩ জোটের ঐক্য ঠিক থাকে এবং নির্বাচন বর্জন করে। এরশাদ সাহেবে একতরফা নির্বাচন করে সরকার গঠন করে। সেই সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে সর্বাগ্রে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচনের দাবীতে আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন ১৯৯০ এর ১৯ নভেম্বর ৩ জোটের ঐক্যের ঐতিহাসিক রূপরেখা রূপ নেয় এবং স্বাক্ষরিত হয়। এই ঐক্য ঘোষণার জন্য জাসদ ও হাসানুল হক ইনু গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে সে প্রমাণ হিসেবে সেই সময়ের বহু মানুষ এখনও জীবিত আছে। বিএনপি ও আওয়ামীলীগকে ঐক্যের ধারায় রাখতে সেই সময় জাসদ, হাসানুল হক ইনু ও ৫ দলীয় জোট কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা সকলের জানা।

১৯৯০ তে এরশাদ সাহেবের পতন ঘটে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং বিএনপি সখ্যা গরিষ্ঠ দল হলেও ১৫১ আসন না পাওয়ায় জামায়েতের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে এবং

জামায়েতের সাথে জোট জোরালো হয়। তখন জামায়েতকে ২টি সংরক্ষিত নারী আসনও দেওয়া হয়। যার মধ্যে একটিতে জামায়েত নেতা মতিউর রহমান নিজামীর স্ত্রী এমপি হন।

এখানে উল্লেখ থাকা জরুরী, সেই নির্বাচনের আগে জাসদ সহ ৫ দলীয় জোটকে বিএনপি তাদের নির্বাচনী ঐক্যে টানার চেষ্টা করে। কিন্তু জাসদ ঐক্যে যায় না। জাসদ বঙ্গবন্ধুর বাকশালের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, খন্দকার মোশতাকের অবৈধ ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, খালেদ মোশাররফের ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, এরশাদ সাহেবের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধেও অবস্থান নিয়েছিল এবং নীতির বাক্যে ও দেশের স্বার্থে বিএনপি ও আওয়ামীলীগ উভয় দলের সাথে ঐক্যও করেছে। বিএনপি আওয়ামীলীগের সাথে ঐক্য করে আন্দোলন করলে জাত যায় না কিন্তু, জাসদ আওয়ামীলীগের সাথে ওইক্য করাতে তদন্ত কর্মকর্তার মনে ব্যথা লেগেছে।

এরপর এসে আবার কেন আওয়ামীলীগের সাথে ঐক্য করলাম তাঁর উত্তর খুব সহজ। As simple as good that, 'It is not a choice between two party, it is a choice between two visions.' আমি কোন দলের মধ্যে চয়েস করিনি। দুটো মুল্যবোধের মধ্যে চয়েস করেছি। এই দেশে স্পষ্ট দুইটা পক্ষ। ১-মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশপন্থী, ২-মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ বিরোধী। আমি আজন্ম মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশপন্থী। এরপরও যদি আমাকে কেউ আওয়ামীলীগের দালাল বলতে চান তবে তা হবে ভুল কারণ, আমি বাংলাদেশের দালাল।

আমি ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ কিংবা প্রতিহিংসার রাজনীতি কখনই করিনি। আমি কেবলই দেশ ও দেশের মানুষের জন্য রাজনীতি করেছি। তাইতো জিয়াউর রহমান সাহেব তাঁর শাসনামলে আমাকে সাঁজা দিয়েছিল বলে আমি বিএনপির সাথে জোট না করে আওয়ামীলীগের সাথে জোট করেছি এবং বিএনপির সমালোচনা করেছি বলে আইসিটির ইনভেস্টিগেশন এজেন্সীর অফিসে তদন্ত কর্মকর্তা প্রশ্ন করার পর বুঝেছিলাম, তাঁর কাছে সেটা জায়েজ মনে হয়েছে। অথচ আমি ঘৃণার চাষাবাদ করিনা বলেই দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থে ৮০ এর দশকে বেগম খালেদা জিয়ার সাথে মিলে বহু রাজনৈতিক কর্মসূচি করেছি। তাঁর অনেক প্রমাণ এখনও সোশ্যাল মিডিয়াতে ঘুরে বেড়ায়।

রাজনৈতিক বক্তব্যের ব্যখ্যা

১.১-রক্ষীবাহিনী গঠনঃ রক্ষীবাহিনী গঠন নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় যেমন করে র‍্যাব নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। তবে আমাদের তাকিয়ে দেখতে হবে যে রক্ষীবাহিনী নিয়ে এত সমালোচনা সেই রক্ষীবাহিনীর পরবর্তীতে কি হয়েছিল? মোশতাক সরকার এসে রক্ষীবাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে সেসব সদস্যদের কিন্তু সেনাবাহিনীতে ইনক্লুড করেছিলেন। এবং তাঁর পরের সরকার এসেও একই কাজ করেছিল।

দুঃসাশনের ফল হিসেবে ৭৪ এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষঃ বিরোধী মত হিসেবে আপনি বঙ্গবন্ধুকে অপছন্দ করতেই পারেন, তাঁর শাসনামলকে সমালোচনা করতেই পারেন। কিন্তু, এটুকু স্বীকার করতেই হবে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে সার্কাসের খেলোয়াড়ের মত একটা সূক্ষ দড়ির উপর দুলতে দুলতে এগিয়ে গেছেন তিনি। একবার ডানে তো আরেকবার বাঁয়ে। সম্বল তাঁর আত্মবিশ্বাস আর ক্যারিশমা। দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে কেবল শাসককেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় অথচ কখনও বিবেচনা করা হয় না, যুদ্ধবিধ্বস্ত একটা দেশে ৩ বছরের মাথায় দুর্ভিক্ষ নেমেছিল। যুদ্ধের ৯ মাস দেশে কোন চাষবাষ হয়নি, বিদেশ থেকে যে খাদ্য কিনবে সেই টাকাও যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে মজুত ছিল না। স্বাধীনতার পরই হয় বিপুল এক খরা এবং ঠিক তাঁর পর পরই লাগাতার দু দুটো ভয়াবহ বন্যা। যে সামান্য কিছু খাবার উৎপন্ন হয়েছে তা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের ভাঙ্গা ব্রীজ, রাস্তাঘাটের কারণে বাজারে পৌঁছানোও হয়ে উঠেছিল দুষ্কর। কিসিঞ্জার কথা দিয়েছিল আমেরিকা সাহায্য হিসেবে খাদ্য পাঠাবে কিন্তু, কথা দিয়ে খাদ্য বোঝাই জাহাজ তাঁরা ফিরিয়ে নেয়। কারণ, আমেরিকার পিএল ৪৮০ নিয়ম অনুযায়ী যে দেশ সমাজতান্ত্রিক কিউবার সাথে বাণিজ্য করবে তাঁরা আমেরিকার সাহায্য পাবে না। আমেরিকার শত্রু, বঙ্গবন্ধুর কমিউনিস্ট বন্ধু ক্যাস্ট্রোর কাছে কয়েকটা চটের ব্যাগ বিক্রীর কারণে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে অভুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় আমেরিকা। এসব তো তদন্ত কর্মকর্তাকে জানতে হবে।

আর লজ্জা ঢাকতে বাসন্তির জাল পড়া ছবির অভিযোগ পুরোপুরি সত্যি নয়। সেসময় বন্যা, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা বোঝাতে রোদে শুকাতে দেওয়া মাছ ধরার জাল নিয়ে বাসন্তিকে পরিয়ে ফ্রেম করে ছবি তোলা হয়। এমনকি শেখ হাসিনা সেই বাড়িতেও পরবর্তীতে গিয়েছিলেন। ছবিটা তোলেন ফটগ্রাফার আফতাব আহমেদ। প্রকাশিত হয়েছিল ইত্তেফাকে। প্রথম প্রকাশিত হয়–৭৪ সালে ৩১ শে জুলাই এবং দ্বিতীয় প্রকাশ একই বছরের ১১ই সেপ্টেম্বর। তখন ইত্তেফাকের সম্পাদক মানিক মিয়া সাহেবের বড় পুত্র ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন। সেই ছবি তোলার প্রত্যক্ষদর্শী হলেন রাজো বালা, বাসন্তির কাকা বুদুরাম। এমনকি বাসন্তি ছিল স্পীচ অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়াল ইমপ্যায়ারড।

গণতন্ত্রের কবর রচনা ও বাকশাল গঠনঃ তদন্ত কর্মকর্তা বলেছেন, 'বাকশাল কায়েমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ফ্যাসিজম থেকে মানুষ মুক্তি পায় ১৯৭৫ সালে ১৫ ই আগস্ট'। আদালত বিচারের পবিত্র স্থান। যুগ যুগ ধরে সমস্ত পৃথিবী একটা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে আইন ও আদালতের মাধ্যমে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য। এমনকি পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষেরও অধিকার আছে আদালতের কাছে ন্যায় বিচার পাবার। কিন্তু, অবাক করা ব্যাপার হলো, তদন্ত কর্মকর্তা আইনের লোক হয়ে তদন্ত রিপোর্টে যখন বলছেন, 'ফ্যাসিজম থেকে মানুষ মুক্তি পায় ১৯৭৫ সালে ১৫ ই আগস্ট' তখন স্পষ্টত ১৫ আগস্টের আইন বর্হিঃভূত হত্যাযজ্ঞকে তিনি সাপোর্ট করছেন। এবং উনার এই বক্তব্য আদালতে পেশ মানে আদালতের জন্যও অসম্মানজনক। কেউ যত বড়ই অপরাধী হোক, তাকে বিচার বর্হিঃভূত হত্যা করা এবং সেটা সাপোর্ট করা হত্যা সমান অপরাধ।

তদন্ত কর্মকর্তা আরো বলেন 'পরবর্তীতে জনগণের কাছে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং শেখ মুজিবের আমলে সংঘটিত অপকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসে' এই বক্তব্য সম্পূর্ন ভুল। ১৯৯৬ এর জাতীয় নির্বাচনের প্রচারণাকালে শেখ হাসিনা বলেন, 'অতীতে আমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে আমাদের আবার ক্ষমতায় আসার সুযোগ দেবেন।' এমন ক্ষমার কথা সকল রাজনৈতিক নেতাই তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় বলে থাকেন। এমনকি একটা দল তো প্রায়ই বলেন, ৪৭ থেকে ২৪ পর্যন্ত তাদের সকল ভুলের জন্য তাঁরা অনুতপ্ত। এতে কি ৭১ এ তাদের কৃতকর্ম স্বীকার ও ক্ষমা চাওয়া হয়ে যায়? কাউকে ভালো না লাগলে নাকি তাঁর হাটাচলাও ভালো লাগে না। তদন্ত কর্মকর্তার কাউকে ভালো লাগে না বলে মিথ্যা ইনফরমেশন দিয়ে ইতিহাস বিকৃত করে তদন্ত রিপোর্ট আদালতে সাবমিশন দায়িত্বের প্রতি অন্যায়।

১.২-আওয়ামী দুঃসাশন ও ফ্যাসিবাদের ১৫ বছরঃ ১৫ বছরের আওয়ামী শাসনামলে যেসব অভিযোগ তোলা হয়েছে তাঁর কোনটা এই ১৫ মাসে ঘটে নাই? হত্যা, বিচারিক ও বিচার বর্হিঃভূত হত্যা, বেআইনি আটক, নির্যাতন, ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন, বিরোদী মতের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত বল প্রয়োগ, গণ-নজরদারী, বাক-স্বাধীনতা হরণ, চাঁদাবাজি, দূর্নীতি, কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট কি ঘটে নাই এই দেড় বছরে?

'ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল, কিছু দূর গিয়া মর্দ রওনা হইলো। ছয় মাসের পথ মর্দ ছয় দিনে গেল! লাখে লাখে সৈন্য মরে কাতারে কাতার, শুমার করিয়া দেখি পঞ্চাশ হাজার।' ড. মোহাম্মাদ আমিন এর কবিতার এই কয়েক ছবক আর অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনামলের বেশ সাদৃশ পাওয়া যায়। আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে দুঃসাশন ও ফ্যাসিবাদের অভিযোগ তুলতে ১৫ বছর টানতে হয় অথচ গত ১৫ মাসে আন্তর্জাতিক খেলোয়ার, ম্যাজিক ম্যান ও তাঁর অন্তর্বর্তী সরকার দুঃসাশন ও ফ্যাসিবাদের যে নমুনা দেখিয়েছে তার মাত্রা এতখানি ছাড়িয়ে গেছে যে, নেপালের অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান সুশীলা কারকী পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'নেপালকে বাংলাদেশ হতে দেব না'

https://www.facebook.com/share/p/17sPVxiBf8/

অন্তর্বর্তী সরকার যে ফ্যাসিবাদের চরম মাত্রা ছাড়িয়েছে তাঁর একটা উদাহরণ দিই মাননীয় ট্রাইব্যুনাল। আওয়ামীলীগ আমলে ১৫ হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধার ভিডিও সাক্ষাৎকারের প্রকল্প বাতিল করেছে এই অন্তর্বর্তী সরকার। সেই প্রকল্প বাতিলের সাথে সাথে ১৫ হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধার গৃহিত ভিডিও সাক্ষাৎকারও বাতিল করেছে। সেসব ভিডিও সংরক্ষণ করবে না এই সরকার। কারণ কি দেখিয়েছে জানেন? সাক্ষাৎকারের ভিডিওতে নাকি সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা হয়নি। ১৫ হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধা সকলেই তাদের মিথ্যা বয়ান দিয়েছেন এটাও এই জাতিকে বিশ্বাস করে নিতে হবে? মাননীয়

ট্রাইব্যুনাল, ওই ১৫ হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধার অনেকেই ইতোমধ্যে মারা গেছেন, অথচ দেশের ইতিহাসের দলীল এই অন্তর্বর্তী সরকার মুছে ফেলছে।

https://www.prothomalo.com/bangladesh/9t1gxrbj1f?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign&utm_content=ap_bk3nrfhwmd

ক-কালের কণ্ঠ'র সংবাদ—'আজ যে বাংলাদেশ দেখছি, এই বাংলাদেশের স্বপ্ন আমি কখনো দেখিনি। আমি জানি না আমরা এই মুহূর্তে কোন বাংলাদেশে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। গণতন্ত্রের উপর আঘাত, স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অধিকার ও কথা বলার অধিকারের উপর আঘাত আসছে।' ২২ ডিরেম্মবর ২০২৫ ইং তারিখে মির্জা ফখরুল সাহেব এই কথা বলেছেন। তাঁর এই হতাশা ও ক্ষোভের অর্থ কারো বোঝার নিশ্চয় বাকি থাকার কথা নয়।

https://www.facebook.com/share/p/17bcBQ9Xua/

-ড.ইউনুসের শাসনামলে ২১শে ফেব্রুয়ারীতে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত কোন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি, কোনো টেলিভিশনে কোন কর্পোরেশন বিজ্ঞাপন দেয়নি। এই কথা কেবল আমি বলছি না, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ 'আরটিভি' এর একটা টক শো'তে বলেছে।

https://www.facebook.com/share/v/1FXfs6NKMB/

কিন্তু ২৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে বিএনপি সরকারের সময়ে তো সব স্বাভাবিক চলেছে। অতএব এখানে খেয়াল করতে হবে, ড.ইউনূসের শাসনামলে সবচেয়ে বেশী এবং বড় আঘাত এসেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্মৃতিচিহ্ন ও মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর। কারণ, একবিংশ শতাব্দীতে তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রধানতম শত্রু। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তিনি দেশের সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক। দেশের হয়ে বিদেশের সাথে তাঁর করা চুক্তিগুলো দেখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

-দ্যা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এর টক শো'তে সাবেক এনবিআর চেয়ারম্যান বদিউর রহমান বলেছেন—'ড. ইউনুস ইজ আ আর্টার ফেইলর। তাঁর শাসনামলে কোন কাজে স্বার্থকতা নাই।'

https://www.facebook.com/share/v/1BLpzaBgrx/

-একাত্তর টিভিসহ সকল জাতীয় গণমাধ্যমের সংবাদ—'মতপ্রকাশ তো দূরের কথা, বেঁচে থাকা মুশকিল হয়ে গেছে - মাহফুজ আনাম (সম্পাদক—ডেইলী স্টার)'

https://www.facebook.com/share/p/1G4PtEM9Nz/

ইন্ডিপেনডেন্ট টেলিভিশন এর সংবাদ –'গণমাধ্যমকে মব দিয়ে ভয় দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতা ছিল লক্ষনীয়। অন্তবর্তী সরকার গণমাধ্যমকে নতুন করে ঝুকির মধ্যে ফেলেছে। গণমাধ্যমের জন্য ঝুকি তৈরি করেছে নিজের ভেতরে কিছু শক্তিকে ক্ষমতায়িত করার জন্য। গণমাধ্যমের জন্য সরকার যে কাজ করার কথা বলছে তা মূলত আরও নিয়ন্ত্রিত করার পায়তারা ছাড়া আর কিছু নয়।'—ড. ইফতেখারুজ্জামান—নির্বাহী পরিচাল্ক, টিআইবি

https://www.facebook.com/share/p/171qe6FwjM/

-আসকের মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০২৫—মব সহিংসতায় হত্যা-১৯৭, কারা হেফাজতে মৃত্যু-১০৭, বিচারবহির্ভূত হত্যা-৩৮, এসিড সন্ত্রাসের শিকার-৮, মৃত্যু-৩, ধর্ষণ-৭৪৯, ধর্ষণের পর হত্যা-৩৬, ধর্ষণের পর আত্মহত্যা-৭, রাজনৈতিক সহিংসতা-৪০১, নিহত-১০২, সন্ত্রাসী, দুর্বৃত্তদের গুলি ও হামলায় মৃত্যু-১১১, রাজনোইতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী বহিষ্কার সনদ বাতিল-৪০৩, সাংবাদিক নির্যাতন ও হয়রানি-৩৮১, মামলা-১২৩, হত্যার শিকার-৩, রহস্যজনক মৃত্যু-৪, ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন-৪২টি হামলার ঘটনা।

মব সহিংসতা, কারা হেফাজতে মৃতু, বিচারবহির্ভূত হত্যা, রাজনৈতিক সহিংসতার নামে হত্যা, রাজনৈতিক পরিচয়ে শিক্ষার্থী বহিষ্কার ও সনদ বাতিল এসব যে পুরোটাই আওয়ামীলীগ ও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তির সাথে করা হয়েছে তা কি আর আলাদা করে বলার খুব প্রয়োজন আছে? বিচারবহির্ভূত এসব হত্যাকান্ডের জন্য কি অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে দায়ী করা যাবে?

-প্রথম আলোর রিপোর্টে পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী- এই বছরের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত ৬ মাসে শিশু নির্যাতনের মামলা হয়েছে ২ হাজার ১৫৯ টি। নারী ও শিশু ধর্ষণের অভিযোগে মোট ২ হাজার ৭৪৪ টি মামলা হওয়ার তথ্য দেওয়া হয়। জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে ৯৯৩ টি কন্যাশিশু নানাভাবে নির্যাতনের স্বীকার হয়।

https://www.prothomalo.com/bangladesh/8fg62kq4w1

-প্রথম আলোর'র সংবাদ—'চলতি বছরের ৬ মাসেই ধর্ষণের ঘটনা গত বছরের সমান'

https://www.prothomalo.com/bangladesh/dqb10f8q2c

-বিবিসির রিপোর্টে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্যমতে, ২০২৫ সালের প্রথম ৬ মাসেই ৪৪১ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে যা গত পুরো বছরের তুলনায় অনেক বেশী।

https://www.bbc.com/bengali/articles/cvg6n57x5zxo

-প্রথম আলো এর সংবাদ—'মব-গণপিটুনিতে জানুয়ারীতে নিহত বেড়ে দ্বিগুণ, বেড়েছে অজ্ঞাতনামা লাশ'

https://www.facebook.com/share/p/1AdTSoQ1g1/

খ- বিরোধী মত দমনে মাত্রাতিরিক্ত বল প্রয়োগে গত ১৫ মাসে লাখের বেশী মানুষকে অ্যারেস্ট, জামিন না দিয়ে জেলে রাখা, হাইকোর্ট থেকে জামিন পেলেও তা স্থগিত হওয়া, জামিন পেয়ে জেলগেটে বেরিয়ে নতুন মামলায় একাধিকবার করে অ্যারেস্ট, ঘরবাড়ি-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর কি করা হয় নাই? এমনকি বিরোধী দলের বাড়িতে গিয়েও খুন করে ফেলে আসা হয়েছে।

-ডেইলী স্টার'র সংবাদ—'Whether there's a case or not, bring Awami League criminal under law' যার অর্থ, কেবলমাত্র আওয়ামীলীগের সাপোর্টার হবার কারণে সিদ্ধ আইনে কোন মামলা ছাড়াই অ্যারেস্ট করার আদেশ দিচ্ছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। এটাকে কি আইনের দুঃসাশন ও ফ্যাসিবাদ বলা যাবে? এখানে মাওনবাধিকার লঙ্ঘন হয় না?

https://www.facebook.com/share/p/1Gth3NfpRt/

-বিবিসি বাংলা'র সংবাদ—'অজ্ঞাতনামা লাশ, হেফাজতে মৃত্যু আর মব-এখন মানবাধিকারের তিন সংকট'

https://www.facebook.com/share/p/1LEuGdDSoz/

-Channel 24 এর সংবাদ—'৯ মাসে খুন ৩০০০! একমাসে কেবল রাজধানীতেই ১৭ খুন! দেশে দিনে খুন ১১ জন; যা বিগত বছরগুলোর তুলনায় অনেক বেশী'

https://www.facebook.com/share/v/17Yx8x6gNL/

-একাত্তর টিভি এর সংবাদে অন্তর্বর্তী সরকারের দুঃশাসন ও স্বৈরাচারিতা নিয়ে টিআইবি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে—'অন্তর্বর্তী সরকারের কাজে স্বচ্ছতার ভয়াবহ ঘাটতি, সব সিদ্ধান্ত এককভাবে নেওয়া হয়েছে'

https://www.facebook.com/share/p/1B4TX2Bcad/

গ- ১৯ নভেম্বর রাতে ডিবি পরিচয়ে সাংবাদিক মিজানুর রহমান সোহেলকে বাসা থেকে তুলে নেওয়া হয়।

-অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ক্ষমতায় বসে মিষ্টি মুখে সরকারের মন খুলে সমালোচনা করতে বলেছিল, অথচ সমালোচনা তো দুরের কথা, মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের স্বপক্ষে কথা বলার অপরাধে সাংবাদিক আনিস আলমগীর ও মঞ্জুরুল আলম পান্না'কে গ্রেফতার করে জেল খাটিয়েছে।

-আওয়ামী শাসনামলের গুমের বিচার করছে এই অন্তর্বর্তী সরকার অথচ মাননীয় ট্রাইব্যুনাল দৈনিক সমকালের সংবাদ—'এক বছরে অপরহণ বেড়েছে ৭২ শতাংশ। ২০২৫ সালে দেশে অপহরণ হয়েছে ১ হাজার ১০২ টি। ২০২৩ সালে সেই সংখ্যা ছিল ৪৬০ টি।'

https://samakal.com/bangladesh/article/333200

অপহরণ আর গুমের মাঝে ফারাক কি মাননীয় ট্রাইব্যুনাল? তাহলে ১ হাজার ১০২ জনের অপহরণ কিংবা গুমের জন্য অন্তবর্তী সরকারের কেন বিচার হবে না?

-কালের কণ্ঠ'র সংবাদ—জুলাই আন্দোলনের পর দেশের গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর হামলা, মামলা, হুমকি, হয়রানি থেকে শুরু করে হত্যা ও চাকরিচ্যুতর মতো নানামুখী দমন পীড়নের ঘটনায় 'ছয়জন' সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া অন্তত '১ হাজার ৭৩ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এ তথ্য জানিয়েছে টিআইবি'

https://www.facebook.com/share/p/1ChHzvRGed/

সরকারের চেয়ারে থাকা অবস্থায়ই যদি সরকারের নিয়োগকৃত ব্যাক্তির কৃতকর্মের এমন দুর্গন্ধ ছড়ায় তবে চেয়ার শুধু ছাড়তে দেন তারপর এদের নিয়োগকর্তাদের আমলনামার দুর্গন্ধে মানুষ থুতু থুতু ছুড়বে।

ঘ- চাঁদাবাজি ও দূর্নীতির খবর যতখানি গত ১৫ মাসে প্রকাশ পেয়েছে তা অতীতে কোন সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় প্রকাশ পায় নাই। সরকারের কোলেপিঠে বেড়ে ওঠা সমন্বয়ক, উপদেষ্টার পিএস, সিটি কর্পোরেশনের প্রসাশক কার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, দূর্নীতির খবর প্রকাশ পায় নাই? দূদক অনুসন্ধান শুরু করে অভিযুক্তের এনআইডি পর্যন্ত ব্লক করে দিয়েছে। এমনকি এক সমন্বয়ক আরেক সমন্বয়কের নামে, এক নেতা একাধিক উপদেষ্টা ও নেতার নামে দূর্নীতি, চাঁদাবাজির প্রমাণ নিয়ে হাজির হচ্ছে সোষ্যাল মিডিয়া। কেউ কেউ তো চাঁদাবাজি করতে যেয়ে অ্যারেস্টও হয়েছে। এমনকি পুকুর চুরির গল্প রিপিট হচ্ছে।

-পদ্মা সেতু থেকে ৮৫৮ কোটি টাকা টোল আদায় হয়েছে গত দেড় বছরে অথচ কিস্তি বকেয়া। সর্বশেষ ২০২৪ ইং সালের জুন মাসের ২৭ তারিখে কিস্তি পরিশোধ করা হয়েছিল।

১০০ কোটি টাকা বিদেশী সাহায্য এসেছিল বন্যার সময়ে বন্যার্তদের জন্য। কিন্তু সেই একশো কোটি টাকার হিসাব কোথায়?

এসব প্রশ্ন তুলেছে মোঃ তারেক রহমান। এসবের জবাব ও হিসাব কোথায় তা আমিও জানতে চাই।

https://www.facebook.com/share/v/1C88xEtz58/

-এনটিভি এর সংবাদ—'দুর্নীতির অভিযোগে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক এজাজ এর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা'

https://www.facebook.com/share/p/1D9mF3fjyM/

এই যদি এজাজের অবস্থা তাহলে এজাজের নিয়োগকর্তাদের কথা একবার ভাবুন। সুতরাং শুধু এজাজের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা নয়, এজাজের নিয়োগকর্তাদেরও আইনের আওতায় আনতে হবে।

-যমুনা টিভি'র সংবাদ—'একজন বোর্ড পরিচালক হিসেবে শতভাগ নিশ্চিত করে বলছি, পাপনের ১৫ বছরের সমান দূর্নীতি হয়েছে সবশেষ বোর্ডের ৬ মাসে – আদনান রহমান দিপন (চেয়ারম্যান, সিসিডিএম)'

https://www.facebook.com/share/p/1Frivz4nND/

-কালের কণ্ঠ এর সংবাদ—'দূর্নীতির শত শত অভিযোগ সাবেক উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা ছাড়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই দুদকে শত শত লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে ড. ইউনুস ও তাঁর উপদেষ্টাদের নামে, সেকথা কালের কণ্ঠকে দুদকের এক কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছে'

https://www.facebook.com/share/p/1GQw4A96bU/

-কালের কণ্ঠ এর সংবাদ—'ড. ইউনূস ও তাঁর উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন আম জনতা দলের মোঃ তারেক। ড. ইউনূসের এক সহকারী এক ব্যাংক ম্যানেজারকে চাপ দিয়েছিল ১০০ কোটি টাকা ছাড় দিতে। যেহেতু সেই ম্যানেজারকে কখনো না কখনো জবাব দিতে হবে কেন তিনি এত টাকা ছাড় দিলেন তাই তিনি উপায়ান্তর না দেখে দুদকের দারস্থ হয়। দুদক তদন্ত কুরতে শুরু করলে ড. ইউনূসের সহকারী ড. ইউনূসকে ব্যবহার করে দুদক চেয়ারম্যানকে তলব করে এবং তদন্ত থামাতে বলে।'

https://www.facebook.com/share/p/1GQw4A96bU/

-বার্তা২৪ এর সংবাদ—'তথ্য গোপন করে টাকা ছাপিয়েছে গভর্নর'

https://www.facebook.com/share/p/1FPex28Fi7/

-কালের কণ্ঠ এর সংবাদ—‘মুখোশের আড়ালে এক মহা দূর্নীতিবাজ গভর্নর। স্বীকৃত অর্থ পাচারকারীদের সঙ্গে গোপনে সমঝোতা করেছেন তিনি। এক শিল্পগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়ে দুদক অনুসন্ধান শুরু করলে গভর্নর আহসান মুনসুর বাধ সাধেন।’

https://www.kalerkantho.com/online/national/2026/03/03/1655037

-একাত্তর টিভি’র সংবাদ—‘৭ লাখে এক কম্পিউটার, পরামর্শ ব্যয় ২১৬ কোটি!’

https://www.youtube.com/watch?v=Z_pVN2ZWIqI

-দেশ টিভি এর সংবাদ—জামায়েত ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেছে, ‘গেল ১৬ বছরের তুলনায় বর্তমান সময়ে ঘুষের রেট বেশি’

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1668987694499081&set=a.893839955347196&type=3&rdid=eOcTULh4qzd3mWOx&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1G4o6KPEHG#

মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, এই বলে কি বুঝালেন যে, আগেই তাহলে ভালো ছিল?

-দৈনিক ইত্তেফাক এরসংবাদ—‘আগে এক টাকা ঘুষ দিতে হতো এখন লাগে ১০ লাখ টাকা’—ইস্ট কোষ্ট গ্রুপের কর্ণধার আজমজে চৌধুরী

https://www.facebook.com/share/p/1aDfwkzHWz/

মাননীয় ট্রাইব্যুনাল মুখে পবিত্র হাদিসের বানী পাঠ করে ১০ গুণ ঘুষ কারা নেয় এখন? অন্তবর্তী সরকারের লোক।

-দৈনিক সমকাল এর সংবাদ—‘সংযুক্ত আরব আমিরাতের বন্দর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ডিপি ওয়ার্ল্ডের চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনায় দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির উদ্যোগকে জাতীয় স্বার্থবিরোধী বলে আখ্যা দিয়েছে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মাদ। এই চুক্তি বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িতদের কেউ যেন দেশ ছেঁড়ে যেতে না পারে সেটিও নিশ্চিত করার কথা বলেন তিনি।’

https://samakal.com/bangladesh/article/336766

জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি অভিযোগও উঠেছে এই অন্তবর্তী সরকারের বিরুদ্ধে।

-প্রথম আলো এর সংবাদ—‘বাংলাদেশে বিনিয়োগে মন্দা, নতুন বিদেশী বিনিয়োগ কমেছে’

https://www.facebook.com/share/p/1DNwBE7ReE/

-কালের কণ্ঠ এর সংবাদ—‘দারিদ্র বাড়িয়ে বিদায় নিলেন দারিদ্রের জাদুকর’

https://www.facebook.com/share/p/1DqiTowbTh/

ঙ- কালের কণ্ঠ এর সংবাদ—‘দরিদ্র বাড়িয়ে বিদায় নিলেন দারিদ্রের জাদুকর’

https://www.facebook.com/share/p/1AudYDxR5C/

-চ্যানেল আই এর সংবাদ—‘আওয়ামীলীগ সরকারের দায় দেনা পরিস্থিতি যেখানে রেখে গিয়েছিল, অন্তবর্তী সরকার সেটা আরো নাজুক বা দুর্বল অবস্থায় রেখে গেছে—দেবপ্রিয় ভট্টচার্য্য--সিপিডি’

https://www.facebook.com/share/p/19uVpzvWfT/

অথচ ‘বিশ্ব ব্যাংক’ তাদের বাংলাদেশ শাখার ফেসবুক পেজে প্রতিবেদন প্রকাশ করে বলেছে, ‘২০২০ থেকে ২০২২ সাল সময়ে ২ কোটি ৫০ লাখ মানুষ দারিদ্র থেকে এব্রিয়ে এসেছে, এবং আরো ৯০ লাখ মানুষ অতি দারিদ্র থেকে বেরিয়ে এসেছে। প্রায় ৬ কোটী ২০ লাখ মানুষ যেকোন অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের মুখে পড়ে আবারো দারিদ্র সীমার নীচে নেমে যাওয়ার ঝুকিতে রয়েছে।’

https://www.facebook.com/share/p/17uCB45FLV/

চ- বাউল, ফকির, মাজার, লালনের আখড়া, গানের আসর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঐতিহাসিক স্থান ও স্থপনা কি ভাংচুর করা হয় নাই? শেষ পর্যন্ত তো সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম তাঁর ভ্যারিফাইড ফেসবুকে ২৩ নভেম্বর ২০২৫ ইং তারিখে স্ট্যাটাস দিয়েছে- ‘মজলুম জালিম হচ্ছে, ফ্যাসিবাদবিরোধীরা ফ্যাসিবাদী হচ্ছে। পুরা পরিস্থিতি হতাশা ও ক্ষুব্ধতার। জুলুমকে ইনসাফ দিয়ে, সহিংসতাকে দরদ দিয়ে

প্রতিস্থাপন না করে যারা নতুন মাত্রার জুলুম অ সহিংসতা করে বেড়াচ্ছেন, তাঁরা ফ্যাসিবাদের পূনর্জাগরণের জন্য দায়ী থাকবেন। সমাজে রাষ্ট্রে চিন্তা ও আচারের বৈচিত্রকে বাধাগ্রস্ত করলে ফ্যাসিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং জুলাই বিপ্লব ব্যর্থ হবে। তাসাওপন্থী, ফকির, বাউলসহ সকল ভিন্নমতাবল্মবীদের উপর সব ধরনের জুলুম বন্ধ হোক।' পরিস্থিতি কতখানি নাজুক হলে সালিশ করনেওয়ালা মোড়ল হাওয়ায় বিচার চায়?

https://www.facebook.com/share/p/1FZwGWQ4FH/

-প্রথম আলো এর সংবাদ—'অন্তবর্তী সরকারের ১৭ মাসে হামলার শিকার ৯৭টি মাজার—মাকাম'

https://www.facebook.com/share/p/182JC7ybVy/

ছ- ৮০ বছরের অধিক বয়সী বন্দীকে কারা কর্তৃপক্ষ চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেলে ভর্তি না করে কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে পর্যন্ত।

এমন করে তালিকা করতে গেলে মাত্র দেড় বছরের শাসনামলের আমলনামা এতবড় হবে যে আদালতে দিন চলে যাবে কিন্তু তালিকা শেষ হবে না। সুতরাং তদন্ত কর্মকর্তার মত বিরোধী পক্ষের চোখ দিয়ে দেখতে গেলে সকল আমলেই দুঃসাশন ও ফ্যাসিবাদের আমলনামা বের করা যাবে। আমি শুধু ভাবছি, ক্ষমতায় থাকা অবস্থায়ই যাদের এত এত বিচ্ছিরি সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে, এখন ক্ষমতা ছাড়ার পর কালো রাজনীতির এই মুল্লুকে না জানি আরো কত কি প্রকাশ পায়!

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে সবকিছুর জন্য যদি শেখ হাসিনাকে দায়ী এবং বিচার করা যায় তাহলে ড. ইউনুসের মাত্র দেড় বছরের শাসনামলে এত এত সব বিচ্ছিরি কাজের জন্য কেন তাকে দায়ী ও তাঁর বিচার করা যাবে না?

তদন্ত কর্মকর্তা জেল হাজতে হত্যার কথা বলেছে কিন্তু, কোন ঘটনার ভিত্তিতে তদন্ত কর্মকর্তা এই অভিযোগ তুললেন এবং সেই অভিযোগের প্রমাণ কি তা আমারও জানার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। তবে তদন্ত কর্মকর্তা ও আদালতকে জানিয়ে রাখতে চাই, গত দেড় বছরেও আওয়ামীলীগের সাবেক মন্ত্রী নুরুল মজিদ হুমায়ুন, বাড্ডা থানার সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি ওয়াছিকুর রহমান বাবুসহ বহুজন কারাবাসকালে পরলোক গমন করেছেন। নুরুল মজিদ হুমায়ুন সাহেবের পরিবার কিন্তু তাঁর চিকিৎসার অবহেলা করে হত্যার অভিযোগ তুলেছেন। ওয়াছিকুর রহমান বাবুর কারা হেফাজতে মৃত্যুর পর তাঁর গায়ে আঘাতের দাগও পাওয়া গেছে বং তাঁর পরিবার হত্যার অভিযোগ তুলেছে।

কেবল মাত্র ছাত্রলীগ করার অপরাধে ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দামকে মিথ্যা মামলায় আটক করে মাসের পর মাস জেলখানায় আটকে রাখা হয়। আটক থাকা অবস্থায় একটা সন্তান জন্ম নেয়। অথচ সেই সন্তানের বয়স ৯ মাস পেরিয়ে গেলেও সন্তানের মুখ সে দেখতে পায়নি। এই আদিম পুরোনো অসভ্য সিস্টেম তাঁর স্ত্রী সন্তানকে খুন করে। সেই মৃত স্ত্রী ও সন্তানকে শেষ দেখা দেখতে ও জানাজায় অংশ নিতে তাঁর পরিবার প্যারোলে মুক্তির আবেদন করলেও তাকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয় নাই। অথচ মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, আপনাদের তো অজানা নয় যে, মাওলানা সাঈদীর সন্তানের মৃত্যুতে তাকেও প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। অথচ জীবিত সাদ্দামের সাথে দেখা করতে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানের লাশ আসে যশোর জেলগেটে। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার পর জেলগেটে মিনিট পাঁচেকের জন্য সাদ্দাম তাঁর স্ত্রী ও ৯ মাস আগে জন্ম নেওয়া সন্তানের প্রথম মুখ দর্শন করে মৃত অবস্থায়। এই অন্তবর্তী সরকার আর কতটা অমানবিক হলে আপনাদের বুক কাঁপবে বলতে পারেন? এইসব দুঃসাশন ও ফ্যাসিবাদ না? এইসব দুঃসাশন ও ফ্যাসিবাদের বাপ।

-আরটিভি এর সংবাদ—'কারা হেফাজতে রাজনৈতিক মৃত্যুর তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে, বাড়ছে মানবিক প্রশ্ন। আইন ও সালিশ কেন্দ্র এর প্রতিবেদন অনুযায়ী গত দেড় বছরে কারা হেফাজতে মারা যাওয়া বেশীরভাগ ব্যাক্তিই আওয়ামী কর্মী'

https://www.facebook.com/share/p/1FSMTNxNCf/

-আল জাজিরার সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের তাঁর ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছে, 'কারা হেফাজতে বেশীরভাগ মৃত্যুর পর গতানুগতিক ধারায় বার্ধ্যক্যজনিত সমস্যার কথা উল্লেখ করা হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে সুকিচিৎসার অভাব পাশাপাশি কারা কর্তৃপক্ষের অসুস্থ হাজতিকে সময়মতো হাসপাতালে পাঠাতে অনীহা এসব মৃত্যুতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।'

https://www.facebook.com/share/p/1E2h54y1jd/

এরপর আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় এসে এইসবের দুঃখের শোধ নিলে তখন আপনাদের চোখে আওয়ামীলীগ অপরাধী হয়ে যায় তাইনা? অথচ এখন আওয়ামীলীগকে নিজের ঘরে, বাড়িতে, রাস্তায়, মাঠে মেরে ফেলে রাখছে সেসব আপনাদের কাছে অপরাধ মনে হয় না?

-নিউজ ২৪ এর সংবাদ—টিআইবি এর রিপোর্ট 'অন্তর্বর্তী সরকারের অর্জনের চেয়ে ব্যর্থতাই বেশী'

https://www.facebook.com/share/p/1C36EPMUVT/

ড. ইউনুস দেশের প্রধান নির্বাহী ব্যাক্তি হয়ে নিজ জাতিকে 'জালিয়াতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন' বলে মন্তব্য করেছেন। অথচ তিনি সেই ছোটকালেই কুইজে জয়ী ব্যাক্তির নামের ঠিকানা বদল করে নিজের ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখে পত্রিকা বাগিয়ে নেওয়াকে তিনি এন্টরপ্রনরশীপ বললেও সেটা মূলত জালিয়াতি তা তাঁর জানা দরকার। সেই ড. ইউনুস এবং কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট—

১। পিএসসির লাইসেন্স পেয়েছে গ্রামীন টেলিকমের প্রতিষ্ঠান। যেখানে, বাংলালিংক, রবি এর মতো প্রতিষ্ঠানের পিএসসি লাইসেন্স পাবার আবেদন দীর্ঘদিন ফাইল বন্দী হয়ে আছে।

https://bangla.thedailystar.net/economy/news-646866

২। গ্রামীণ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস নামে জনশক্তি রপ্তানির লাইসেন্স অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে দেওয়া একমাত্র লাইসেন্স।

https://www.kalbela.com/ajkerpatrika/firstpage/173300

৩। গ্রামীন ইউনিভার্সিটির অনুমোদন। এখানেই শেষ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য হিসেবে আছেন ড. ইউনুস এর ছোট ভাই মুহাম্মাদ ইব্রাহীম এবং প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক প্রধান সমন্বয়কারী লামিয়া মোর্শেদ।

https://www.kalerkantho.com/print.../news/2025/03/19/1494196

৪। ড. ইউনূস এর ঘনিষ্টজনেরা পেয়েছেন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদ।

-স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা করা হয়েছে গ্রামীন ব্যাংকের সাবেক পরিচালক নূরজাহান বেগমকে। যাকে অবশ্য সরকারের সবচেয়ে ব্যর্থ উপদেষ্টা হিসেবেও জনগণ ঘোষণা করেছে।

https://www.prothomalo.com/bangladesh/v5ryndssed

-প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক প্রধান সমন্বয়কারী নিযুক্ত করা হয়েছে ইউনুস সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক লামিয়া মোর্শেদকে।

https://www.prothomalo.com/bangladesh/dw0ljhdokt

-ড. ইউনুস তাঁর নিজের ছোট ভাইয়ের ছেলে অপূর্ব জাহাঙ্গীরকে উপ-প্রেস সচিব পদে নিয়োগ দেন। যার কোন ধরণের গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা নেই।

https://www.kalbela.com/national/111678

৫। গ্রামীন ব্যাংকের সরকারের মালিকানা ২৫% কমে ১০% করেছে।

https://bangla.bdnews24.com/economy/99a7ce94ba9c

৬। গ্রামীণ কল্যাণের ৬৬৬ কোটি টাকা মওকুফ।

https://www.jugantor.com/tp-lastpage/860646

এছাড়া ক্ষমতায় বসে মামলা না লড়ে নিজের মামলা থেকে খালাসও নিয়েছেন।

শুধু কি ড. ইউনুস! তাঁর এক উপদেষ্টা যে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে সেই মন্ত্রণালয়ের শত কোটি টাকার প্রকল্প কোন রকম পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া নিজের স্ত্রীকে টেন্ডার দিয়েছে। আরেক উপদেষ্টার স্বামী বিভিন্ন পানি বিষয়ক প্রকল্পের মধ্যস্থতা করেছে। আরেক উপদেষ্টা বাংলাদেশকে তালাবাজাইজেশন করার এজেন্ডা নিয়ে একাধিক জনের সঙ্গে আলাপও চালিয়েছে। যাদের সঙ্গে আলাপ চালিয়েছে তারাই প্রকাশ্যে স্বকারোক্তীও দিয়েছে।

দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকার ফলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ যেমন অবৈধ, তেমনি দ্বৈত নাগরিকদের সাংবিধানিক ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে নিয়োগ দেওয়াও সরাসরি সংবিধানের সাথে

সাংঘর্ষিক। ড. দ্বৈত নাগরিকত্ব একাধিক ব্যাক্তিদের সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিয়ে সেই অন্যায় কাজটাও করেছে।

বোধের উদয় হবার পর এই অন্তর্বর্তী সরকারের সময়কালকে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে অভিশপ্ত সময়কাল হিসেবেই গণ্য করা হবে। ঘৃণার চাষাবাদের উর্বর ফলন, সন্মানের সংস্কৃতিকে গলা চেপে হত্যা, বিভাজনের রাজনীতি, প্রতিশোধ সহ সব খারাপের সর্বোচ্চ সংমিশ্রণ দেশ ও জাতি দেখলো। ছোটরা বড়দের সন্মান করছে না, ছাত্ররা শিক্ষকদের, উগ্রবাদীরা নারীদের, ধর্মান্ধরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের। নারীদের অধিকার খর্ব করে পায়ে শেকল পড়ানোর প্রায় সকল বন্দোবস্ত অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেই হয়েছে। সরকারের সরাসরি মদদে আঘাত করা হয়েছে মাজার, নাটক ও গানের ঘর, গণমাধ্যম অফিস, ধানমন্ডি ৩২ এ বাংলাদেশের আতুরঘর।

সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হয়েছে রাজনীতির। সুস্থ রাজনীতির চর্চা সচল করার বদলে অন্তর্বর্তী সরকার রাজনীতির কফিনে শেষ পেরেকটা মেরেছে। রাজনীতির ধারাকে অসুস্থ বানিয়ে কোমায় পাঠিয়েছে।

দেশ পরিচালনার নামে ব্যাক্তি কেন্দ্রিক চর্চা করেছে সরকার। গণতন্ত্র চর্চার বদলে ক্রোধের বশঃবর্তী হয়ে ব্যাক্তিগত প্রতিশোধ নিয়েছে। ড. ইউনুস শান্তিতে নোবেল পেলেও হেঁটে কোর্টের ৮ তলা ওঠার শোধ নিতে গোটা দেশে অশান্তি আরো কয়েকগুন বাড়িয়ে দিয়ে গেলো। তারই উপদেষ্টা তো বলেই ফেলেছিল, 'দেশ প্রস্তর যুগে প্রবেশ করেছে।'

এই অন্তর্বর্তী সরকারকে মানুষ মনে রাখবে 'মবের সরকার, মাজার ভাঙ্গা সরকার, মন্দির ভাঙ্গা সরকার, ড্রোনের সরকার, নারীদের অনিরাপদ ও সাইডলাইন করা সরকার, গুপ্ত সরকার, বিবৃতি সরকার, স্কাই ডাইভিং সরকার হিসেবে।'

মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ। কাজি নজরুল ইসলামের কবিতার লাইনটা মনে পড়লো তাই বলে গেলাম।

১.৩-২০০৮ সালে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আওয়মীলীগের ক্ষমতা দখল ও তত্ত্বধায়ক বাতিলকরণঃ

ক- ২০০৮ সালের নির্বাচন এবং ১/১১ সরকার নিয়ে তদন্ত কর্মকর্তা সঠিক চিত্র তুলে ধরেনি তাঁর রিপোর্টে। তদন্ত কর্মকর্তা কিভাবে ষড়যন্ত্র দেখলেন তাঁর প্রমান কি? তৎকালীন সময়ে সংবিধানে যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপ্তি দিয়ে তত্বাবধায়ক সরকারের বিধান ছিল সেই প্রক্রিয়া ১/১১ এর আগের সরকার বিচারপতিদের বয়স দুই বছর বাড়িয়ে আইন তৈরি করে। ফলে সময়ের প্রধানবিচারপতি কে এম হাসান সাহেব এমন সময় অবসরে যাবেন, যখন সামনে নির্বাচনের সময় আসবে। এখানে উল্লেখ করা ভালো, কে এম হাসান সাহেব এক সময় বিএনপি এতা ছিলেন। ফলে এ নিয়ে সর্ব মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। দেশে বিক্ষোভ চলতে থাকে। একপর্যায়ে কে এম হাসান সাহেব তত্বধায়ক সরকারের প্রধান হতে অস্বীকার করেন। ফলে বিধান অনুযায়ী পরের বিচারপতিগণ যারা তত্বধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হতে পারবেন তাঁরা সবাই অপরাগতা প্রকাশ করেন। পরে রাষত্রপতি ইয়াজউদ্দিন নিজেই একসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেন। তিনি নির্বাচনের তারিখও ঘোষণা করেন। আওয়ামীলীগ সহ ১৪ দল সহ অন্যান্য দল নির্বাচনের কাগজও জমা দেয়। নির্বাচন কমিশন প্রার্থীতা নিয়ে কিছু সমস্যা তোইরি করে। এরশাদ সাহেবকে নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করে। ফলে তাঁর দল মিলে অনেকেই তুমুল বিক্ষোভ করে। সবাই প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নিয়ে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। তৎকালীন সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়াতে সরকারে শুন্য অবস্থা বিরাজ করে। ইয়াজউউদিন সাহেব একাই রাষ্ট্রপতি আবার উনি নিজেই প্রধান উপদেষ্টা আবার উপদেষ্টা পরিষদের সব সদস্যও জোগাড় করতে পারেনি। এমন অবস্থায় ১/১১ সরকার গঠন হয়। ইয়াজউদ্দিন সাহেব ছিলেন বিএনপি সরকারের রাষ্ট্রপতি। মঈন ইউ আহমেদ খালেদা জিয়ার পছন্দের এবং এপয়েন্টেড সেনাপ্রধান ছিল। তাঁর নিয়োগও দেওয়া হয় অনেককে ডিঙ্গিয়ে। তাছাড়া ১/১১ এর সময় আওয়ামীলীগ এবং বিএনপি উভয় দলের নেতৃবৃন্দদের অ্যারেস্ট করে জেলে রাখা হয়। তাছাড়া সবাই জানে জেলে শেখ হাসিনার চেয়ে খালেদা জিয়াকেই বেশি সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। তাহলে আওয়ামীলীগ কিভাবে ষড়যন্ত্র করে সাজানো, পাতানো এবং প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন করলো ২০০৮ এ?

খ- প্রতি নির্বাচনের আগে নির্বাচনী এলাকার সীমানা পরিবর্তন করা হয়। অন্তর্বর্তী সরকারও এবার নির্বাচনী এলাকার সীমানা পরিবর্তন করেছে। শুধু সীমানা পরিবর্তন না, এবার তো বিএনপি এর পক্ষ

থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, অস্বাভাবিক হারে ভোটার স্থানান্তর করা হয়েছে একটা বিশেষ দলকে সুবিধা দিতে।

https://mzamin.com/news.php?news=200453&fbclid=IwY2xjawPtaptleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFSQktacEYxdnlyNXhsZnJqc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjL_aMKuA75HMwW6pRkxZbADmxcLTK1n2TWmm9HFHGbwpy4aE3G1uuQeC0EY_aem_8cEbI0uFgBhhxLatbe5VOA

গ- মঈন ইউ আহমেদ এবং প্রণব মুখার্জির মিটিং এ আসলেই কি আলোচনা হয়েছিল তা তদন্ত কর্মকর্তা কিভাবে তা পেলেন? মানে যে বইয়ের একটা পৃষ্ঠার রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে তিনি কি সেই মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন? নাকি কেবল বাতাসে রাজনীতির গরম আলাপ শুনে লিখেছেন? এমন একটা হাই অফিসিয়াল ডিপ্লোম্যাটিক মিটিং এর বিষয়ে এভাবে কোন ডিরেক্ট এভিডেন্স ছাড়া গালগল্পের মত করে সাজিয়ে আদালতে তদন্ত রিপোর্ট সাবমিশন দুর্বল তদন্ত হিসেবেই আখ্যা দেয়।

১.৭-শাসন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের দুর্বৃত্যায়ন ও সীমাহীন দূর্নীতিঃ

ক- আমি নিজে চাই ১৫ বছরে ২৮ লক্ষ কোটি টাকা পাচারের ভাষ্যটা প্রমাণ হোক এবং তা ফিরিয়ে আনা হোক।

খ- বেগমপাড়া কোন স্থানের নাম নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থপাচারকারী, দূর্নীতিবাজ লোকেরা মানি লন্ডারিং করে সেকেন্ড হোম হিসেবে কানাডার টরেন্টোতে বাসস্থান গড়ে তোলে। সেই অঞ্চলকেই প্রতীকি নাম হিসেবে বেগমপাড়া বলা হয়। এই বেগমপাড়া নাম বাংলাদেশে অনেক বেশী উচ্চারিত হতে থাকে ২০০৫-২০০৬ সালের দিকে। বিশেষ করে ১/১১ এর সরকার আসার পর তাদের অনুসন্ধানে বেগমপাড়া লোকমুখে পরিচিতি বেশী পায়। ১/১১ এর সরকারের আগে কারা ক্ষমতায় ছিল সেটাও তদন্ত কর্মকর্তার দেখা দরকার ছিল।

১.৮-উন্নয়ন প্রকল্পের নামে শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের দুর্নীতির মহোৎসবঃ বছরে গড়ে ১৬ বিলিয়ন ডলার পাচার, রূপপুর পারমানিক বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ৩০ শতাংশ নেওয়া এসব গত ১৫ মাসেও প্রমাণ না হওয়াটা সরকারের ব্যর্থতা। আমি আসলেই চাই এসব প্রমাণ হোক যেন আমিও শেখ হাসিনাকে ঘৃণা করতে পারি। অতীতেও সরকার বদল হলে এমন হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির খবর ও মামলা হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত টেকেনি। এমনকি রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ৩০ শতাংশ নিয়ে যে অভিযোগ তা রাশিয়া নাকোচ করে দেবার পর এসব নিউজকে আদালতে ডকুমেন্ট হিসেবে সাবমিট করার আগে অন্তত মিনিমাম তদন্ত করা উচিত ছিল।

-দ্যা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এর সংবাদ—'এক ধাপ অবনতি। সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ১৩ তম'

https://www.facebook.com/share/p/1J7UYnsEF5/

দেশের জন্য মাননীয় ট্রাইব্যুনাল গত দেড় বছরে তো শেখ হাসিনা দেশ চালাচ্ছে না, তাহলে বাংলাদেশ দূর্নীতিতে আরো এক ধাপ কেন অবনতি করলো? তাহলে এই দেড় বছরে কারা দূর্নীতি করেছে? ড. ইউনুস ও তাঁর অন্তর্বর্তী সরকার এবং সরকারের পোষ্যরা। অথচ তাঁরা তো আল্লাহর ফেরেশতা সেজে ৫৫ বছরের বাংলাদেশে কেবলমাত্র শেখ হাসিনার দূর্নীতি নিয়েই রোজদিন তজবিহ যপার মত যপতে থাকে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের বিচার যেহেতু ড. ইউনুস করেছে তাহলে ড. ইউনুস এর বিচার কেন হবে না?

১.৯-ব্যক্তি পূজা ও পারিবারিক উত্তারাধিকারঃ মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের জন্য বঙ্গবন্ধুর অবদান কতখানি তা বহু বই, পত্রিকা বা ব্যক্তিবর্গ বলে গেছে। সেসব দিকে না তাকালেও বর্তমান আইন উপদেষ্টা বছর কয়েক আগে 'বাংলাভিশন' নামক টিভি চ্যানেলে 'বঙ্গবন্ধু ও অসমাপ্ত আত্মজীবনি' বই পড়ে কি বলেছিল তা দেশের মানুষ দেখেছে। সেই বই পড়ে তিনি একাধিকবার কেদেছেন তিনি তাও বলেছেন। এমনকি বইয়ে যে কোনকিছু ডিসটর্ট করা হয়নি বর্তমান আইন উপদেষ্টা সেটাও বলেছেন সেই টক শো'তে। বঙ্গবন্ধুকে তিনি 'বড় গণতান্ত্রিক নেতা, বড় স্যাক্রিফাইজিং নেতা, বড় ভালোবাসাপূর্ন মানুষ' বলেও আখ্যা দেয়। এমনকি আইন উপদেষ্টা এটা বলেন, 'এত বড় গণতান্ত্রিক নেতা কি পরিবেশে কেন

বাকশাল করেছিল তা আমাদের জানতে হবে।' শুধু ওই ভিডিও না, আরো অনেক জায়গায় বঙ্গবন্ধু নিয়ে আইন উপদেষ্টা আরো অনেক কথাই বলেছেন। প্রথম আলো'র অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে উনার যে কি অবদান! বঙ্গবন্ধুর কোন ভুল নাই। সবচেয়ে প্রতিকূল অবস্থায় সবচেয়ে সঠিক সিদ্ধান্তগুলো তিনি নিয়েছেন।' তদন্ত কর্মকর্তার বক্তব্য পুরোটাই মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিবের অবদানকে অস্বীকারের মাধ্যমে ইতিহাসকে অপমান করা হয়েছে।

অভিযোগ করা হচ্ছে, আওয়ামীলীগ ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছে, নোংরা রাজনীতি করেছে, আর আপনারা কি করলেন? আপনারা যারা বঙ্গবন্ধুর নামে একটা বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, হলের নাম রাখতে পারেন না! বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে দিয়ে যাদের নামে নামকরণ করছেন তাঁরা বঙ্গবন্ধুর চেয়ে বিরাট মানুষ? বঙ্গবন্ধুর চেয়ে এদেশে তাদের অবদান বেশী? এটা আপনাদের উজ্জ্বল রাজনীতি তাইনা?

ক- শুধু শেখ পরিবার না, অতীতেও যারা ক্ষমতায় এসছেন তাদের পরিবারের নামে অনেক স্থাপনার নামকরণ করা হয়েছে। এমনকি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, পাকিস্তান সহ পৃথিবীর প্রায় সব দেশে এমনটা প্রচলিত। এটা অন্যায় নয়। বঙ্গবন্ধু কিংবা তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে স্থপনার নামকরণ করাটা যদি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অন্যায় হয় তবে অতীতে যারা ক্ষমতায় এসেছে এবং তাদের পরিবারের সদস্যের নামে স্থপনার নামকরণ করেছে সেটাকেও অন্যায় বলছে তদন্ত কর্মকর্তা! পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বিরাট ব্যক্তিবর্গের মূর্যাল তৈরি করেও রাখা হয়।

খ- তদন্ত কর্মকর্তার কাছে আমার জানার আগ্রহ, শেখ পরিবারের ব্যক্তিগত কোন ঘটনাকে জাতীয় দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়েছে? তদন্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত ঘটনা আর জাতীয় ঘটনার মধ্যে ফারাক করেন কোন ডেফিনেশনে তা জানা দরকার।

পাকিস্তানে মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ, ভারতে মহাত্মা গান্ধী সহ অনেক দেশেই এমন বিরাট ব্যাক্তিদের নামে জাতীয় দিবস পালন করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার নেতা নেলসন ম্যান্ডেলাকে কেন্দ্র করে বিশেষ দিন পালিত হয়। ফ্রান্সে, শার্ল দ্য গল এর নামেও সেদেশে বিশেষ দিবস ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান হয়।

১.১১-পিলখানা ট্র্যাজেডিঃ 'ফ্যাসিবাদ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ সরকার কর্তৃক সেনা বাহিনীকে নিষ্ক্রীয় করার ষড়যন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের অব্যবহিত পরেই ২০০৯ সালে ২৫ ফেব্রুয়ারী ঢাকার পিলখানায় অবস্থিত বিডিআর সদর দপ্তরে তথাকথিত বিদ্রোহের নামে বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদসহ ৫৭ জন চৌকস সেনা কর্মকর্তা ও ১৭ জন বেসসামরিককে সহ মোট ৭৪ জনকে হত্যা করা হয়'। একজন তদন্ত কর্মকর্তা কতখানি একপেশে এবং দলীয় মনোভাবের হলে নতুন তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট আসার আগেই আগের তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট ছুঁড়ে ফেলে এমন রায় তাঁর তদন্ত রিপোর্টে লিখতে পারে! পিলখানা ট্র্যাজেডি আমাদের দেশের জন্য বিরাট ধাক্কা এবং অপূরনীয় ক্ষতি। ২০০৯ সালের ২৫ই ফেব্রুয়ারী ছিল তৎকালীন বিডিআরের বার্ষিক দরবারের দিন। সদর দপ্তরের দরবার হলে অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ৯ টায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মহাপরিচালক (ডিজি) মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ, উপমহাপরিচালক (ডিডিজি) বিগ্রেডিয়ার জেনারেল এম এ বারী, বিভিন্ন ইউনিটের কর্মকর্তাসহ বিডিআরের নানা পদের সদস্যরা। দরবার হলে তখন উপস্থিত ছিল ২ হাজার ৫৬০ জন। মহাপরিচালকের বক্তব্য চলাকালে সকাল ৯ টা ২৬ মিনিটে মঞ্চের বাঁ দিকের পেছন থেকে দুইজন বিদ্রোহী জওয়ান অতর্কিতে মঞ্চে প্রবেশ করেন, একজন ছিলেন সশস্ত্র। শুরু হয় বিদ্রোহ। চলে ৩৬ ঘন্টার নারকীয় হত্যাযজ্ঞ। পিলখানা থেকে এই সংঘাত ছড়িয়ে যায় দেশের ৪৬ টি বিডিআর ক্যাম্পগুলোতে।

আওয়ামীলীগ সরকার গঠনের মাত্র ৫৮ দিনের মাথায় এমন নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ঘটলে আখেরে লাভ আসলে কাদের? সরকারের নাকি যারা সরকার পতন ঘটাতে চায় তাদের?

জওয়ানদের পক্ষে মামলা লড়েছে কারা? ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন, ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, অ্যাডভোকেট মোহাম্মাদ জয়নুল আবেদিন, অ্যাডভোকেট এস এম শাহজাহান, অ্যাডভোকেট মোহাম্মাদ আমিনসহ আরো অনেকেই। এদের প্রত্যেকের রাজনৈতিক পরিচয় সকলের অজানা নয়। অথচ কেউ যদি কাউকে ইনফ্লুয়েন্সড করে কোন অপরাধ করায় এবং তারপর তাকে ডিফেন্স তো ঐ ব্যক্তিরই করা কথা। কিন্তু, পিলখানা হত্যাকান্ডে আওয়ামীলীগ

জড়িত অথচ আওয়ামী আইনজীবিরা তাদের কাজের কুশিলবদের ডিফেন্স করার জন্য আদালতে দাঁড়ানোর সুযোগ পেলো না, সুযোগ পেলো বিরোধী দল!

পিলখানা ট্র্যাজেডির পরে একটা তদন্ত কমিশন গঠন হয়েছিল। সেই কমিশনের প্রধান ছিলেন বর্তমান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। পিলখানা ট্র্যাজেডির নতুন তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানের তদন্ত রিপোর্টকে আমরা সহী ধরে নিলে আওয়ামী আমলে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট তাহলে মিথ্যা এবং বানোয়াট। তাহলে সেই রিপোর্টের জন্য সেই তদন্ত কমিশনের প্রধান বর্তমান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে তখন কিভাবে কমিশনের প্রধান হয়ে একটা মিথ্যা বানোয়াট তদন্ত রিপোর্ট দিলেন। ওহ আরেকটা তথ্যা জানিয়ে রাখা ভালো বর্তমান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মেজর জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম ২০০৫ সালে বিডিআরের প্রধান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন কিন্তু। তখন কিন্তু আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় ছিল না।

পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে নতুন তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট আসার আগেই যেহেতু এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা রায় দিয়ে দিয়েছেন, 'আওয়ামীলীগ সরকার কর্তৃক হতাকান্ড সংঘটিত হয়েছে'। সুতরাং এখন তো সেই আওয়ামীসহ যারা জড়িত তাদের ধরে এনে শুলে চড়ালেই ঝামেলা চুকে যায়।

১.১২-শাপলা চত্বর গণহত্যাঃ

ক- শুরুতে শাপলা চত্বরের কর্মসূচী ছিলই না, হেফাজতে ইসলামের কর্মসূচী ছিল রাজধানী অবরোধ হিসেবে তাঁরা ঢাকার পাঁচটা পয়েন্টে লোক জড়ো হবে। মাগরিব পর্যন্ত থেকে দোয়া দরুদ করে তাঁরা ফিরে যাবে। কিন্তু কর্মসূচীর আগের দিন আরেক রাজনৈতিক দল সমাবেশ ডাকে শাপলা চত্বরে এবং সেখানে ৪৮ ঘন্টার আল্টিমেটাম দেওয়া হয়। ঢাকার পাঁচটা আলাদা পয়েন্টের কর্মসূচীকে কারা কিসের প্রলোভন দেখিয়ে এত এত হুজুরদের শাপলা চত্বরে নিয়ে আসলো? তাঁর অনেক উত্তরই তদন্ত কর্মকর্তা পেয়ে যাবেন আল্লামা খালেদ সাইফুল্লাহ (পীর কমলনগর) সাহেবের বক্তব্যে পেয়ে যাবে। আল্লামা খালেদ সাইফুল্লাহ সাহেব নিজে সেদিন শাপলা চত্বরে বিশাল মিছিল নিয়ে গিয়েছিলেন।

খ- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়াতে থাকে যে, একশো মারা গেছে, দুইশো মারা গেছে, পাঁচশো মারা গেছে, লাশ নিয়ে যাচ্ছে, রাস্তায় রক্ত ধুয়ে ফেলছে। কিন্তু, কিছুদিন আগেই বিবিসি'র বাংলা বিভাগের প্রধান সাব্বির মুস্তফা একটা বেসসরকারী টিভি ইন্টারভিউতে ৫ই মে শাপলা চত্বরের ঘটনা নিয়ে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। ২০১৩ সালে ৫ই মে শাপলা চত্বরে বিবিসি'র সংবাদদাতা কাদির কল্লোক ঘটনাস্থলে ছিল। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সে তাঁর সিনিয়র সাব্বির মুস্তফাকে রিপোর্ট করে— 'এখানে কোন লাইফ ফায়ারিং হয়নি, এখানে কেউ মারা গেছে বলে আমি যায়নি, রাস্তায় কোন রক্তের চিহ্ন নেই, দেয়ালে গুলির চিহ্ন দেখিনি।' শুধু কাদির কল্লোল না, আরো অনেক রিপোর্টার ছিল ঘটনাস্থলে কিন্তু কেউ সেখানে কোন ক্যাজুয়ালিটি দেখেনি। অধিকার সহ অন্য মানবধিকার সংস্থা যে মৃত্যুর তালিকা দিয়েছিল, বিবিসি'র বাংলা বিভাগের প্রধান সাব্বির মুস্তফা সেসব মানবধিকার সংস্থাকে প্রশ্ন করেছিল, ৫ই মে তে শাপলা চত্বরে কে কে মারা গেছে সেই তালিকা দেন। তাঁরা কোন তালিকা দিতে পারেনি সেটাই সাব্বির মুস্তফা সেই টিভি ইন্টারভিউতে উল্লেখ করেছে। এমনকি ৫ই মে এর পরদিন সারাদেশে বিভিন্ন শহরে সংঘর্ষে কেউ কেউ মারা গিয়েছে, সেই মৃত লাশের ভেতর দু'জন বিজিবি সদস্যও কিন্তু ছিল—সেই তথ্যও সাব্বির মুস্তফা দিয়েছেন।

https://www.youtube.com/watch?v=MqY65yppGpg

এখানে আরো বলে রাখা ভালো, ৫ই মে ২০১৩ সালে রাত ১০টা নাগাদ পুলিশ ও ডিজিএফআই সকল সাংবাদিকদের জানাচ্ছিল, শাপলা চত্বর থেকে সমাবেশের সকল মানুষকে হটিয়ে দেবে তাই পুলিশ একটা অভিযান করবে। সরকার ও প্রশাসন যদি গুলি করে হত্যাযজ্ঞ চালায় তবে সরকার ও প্রশাসন সাংবাদিকদের দাওয়াত দিয়ে ঘটনাস্থলে না এনে বরং কারফিউ দিয়ে সাংবাদিক ও জন সাধারণের প্রবেশ নিষেধ করা হবে। বিবিসি বাংলা, প্রথম আলো সহ বহু গণমাধ্যম কর্মী ও ক্যামেরা ছিল সেখানে। তাঁরা কেউ লাইভ ফায়ারিং, রক্ত, লাশ কোনকিছুই দেখেনি। সেই রাতে ফাঁকা গুলি ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়া হয়েছে। পরদিন ৬ই মে ভোরে বিবিসি বাংলা তাদের হেফাজত ইসলাম এর জুনাঈদ বাবুনগরীকে লাইভ অনুষ্ঠানে বলেছিল, তিনি কোন মৃত্যুর খবর পান নাই তবে অনেকে আহত হয়েছে। আহত হতেই পারে, ছুটে চলে যেতে গিয়ে অনেকে আহত হতেই পারেই। অধিকার ৬১ জন ও

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ৫৮ জনের মৃত্যুর রিপোর্ট করেছিল, সেই তালিকা ধরে বিবিসি বাংলা তাদের প্রশ্ন করেছিল, এই তালিকার কয়জন সেই রাতে শাপলা চত্বরে পুলিশ অভিযানে কয় জন মারা গিয়েছিল? তাঁরা কিন্তু বলেছিল, এই তালিকায় কেউ নাই।

মাননীয় ট্রাইব্যুনাল এই গল্প আমি বলছি না। এই তথ্যও বিবিসি'র বাংলা বিভাগের প্রধান সাব্বির মুস্তফা টিভি টক শো'তে বলেছে।

গ- শাপলা চত্বরের ঘটনা নিয়ে ড. সলিমুল্লাহ খানের 'এটিএন বাংলা' নামক টিভি চ্যানেলে একটা টকশোতে বলেছে, '২০১৩ সালে ৫ই মে ঢাকায় যে সমাবেশ হয়েছিল, তার আগে তাঁরা একটা ১৩ দফা দাবী দিয়েছিলে এপ্রিল মাসে। সেখানে সরকারের বিরোধী দলগুলোর প্রভাব ছিল। ওই ১৩ দফা আসলে সামাজিক অলংকার মাত্র। তাদেরকে প্রভাবিত করেছে তৎকালীন বিরোধী যারা পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। সেই সমাবেশ ছিল উস্কানীমূলক সমাবেশ। তখন একটা মিথ্যা প্রচার হয়েছিল, আড়াই লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল, আরেকটা সংগঠন বলেছিল ৬১ জন মারা গেছে অথচ সেই তালিকা তাঁরা দিতে পারলো না। কারণ, তাঁরা চাচ্ছিলো এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করতে।'

https://www.youtube.com/watch?v=DOIRLBieG84

ঘ- এই ঘটনায় তদন্ত কর্মকর্তা এক জায়গায় বলেছে, ৫ই মে রাতে অগণিত সংখ্যক মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা এবং তাদের লাশ গুম করে দেওয়া হয়। অথচ আরেক জায়গায় দ্যা গার্ডিয়ান, বিবিসি এবং অধিকারের রিপোর্টে দেওয়া লাশের সংখ্যা উল্লেখ করেছে তদন্ত কর্মকর্তা। এক জায়গায় অগণিত এবং আরেক জায়গায় নির্দিষ্ট সংখ্যার রেফারেন্স দেওয়া মানে নিজের বক্তব্যের কনট্রাডিক্টিং হয়। তাছাড়া যে সংখ্যার রেফারেন্সগুলো দিয়েছে তা নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক আছে। এমনকি 'অধিকার' এর দেওয়া সংখ্যার তালিকা সরকার চাইলে সেই সংস্থা সেটা দিতে ব্যর্থ হয়। এমনকি প্রথমে হেফাজত ২০০০-৩০০০ নিহতের দাবী করে, যা হিউম্যান রাইটস বিরোধিতা করে; যা উইকিপিডিয়াতে পর্যন্ত আছে। যদিও এখন তা নিয়ে আলাদা মামলা চলমান কিন্তু, হেফাজত ইসলামকে একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন করা যেতে পারে, কি এমন জাদুবলে কিছুদিন পরেই হেফাজত বিচার চাইবার বদলে বরং শেখ হাসিনার অত অস্থ্যতা হয়ে গেলো?

ঙ- তদন্ত কর্মকর্তা দাবী করেছে 'শাপলা চত্বরের হত্যাযজ্ঞ এবং নিষ্ঠুরতা যেন দেশবাসি জানতে না পারে সেজন্য দিগন্ত টিভি ও ইসলামিক টিভির সম্প্রচার তাৎক্ষনিক বন্ধ করে দেওয়া হয়' অথচ বাকি সব টেলিভিশন, পত্রিকা, রেডিও চালু ছিল। এমনকি বিদেশী গণমাধ্যমেও সংবাদ প্রচার হচ্ছিল। তাহলে কেবলমাত্র দুটো টেলিভিশনের সম্প্রচার বন্ধ করে দেশবাসিকে আসল ঘটনা না জানানোর অভিযোগ কতখানি হাস্যকর তা বোধহয় আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। সরকার মনে করেছিল ওই দুটো টেলিভিশন ভুল ইনফরমেশন শেয়ার করে উত্তেজনা ছড়াচ্ছিল তাই সরকার ওই সিদ্ধান্ত নেয়। ওই ঘটনার আগে এবং পরেও বহুবার বহু কারণে অনেক টেলিভিশনের সম্প্রচার বন্ধ করা হয়েছে।

১.১৬-রাজাকার ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শব্দের অপব্যবহারঃ এই লাইনটাই বেঠিক। যখন বলা হচ্ছে 'রাজাকার' এবং 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' শব্দের অপব্যবহার করা হয়েছে তখন 'রাজাকার' এবং 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' সমান্তরালে রাখা হচ্ছে। তাছাড়া ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক এই লেখাতে 'রাজাকার' শব্দটাকে আগে অবস্থান দেওয়াটাও রাজাকারকে গ্লোরিফাই করার মত দেখাচ্ছে। 'রাজাকার' এবং 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' এই দুইটা শব্দকে সমান্তরালে রাখার কোন সুযোগ নাই। রাজাকার একটি ইতরবিশেষ শব্দ। কোন কোন রাজাকার কারাগার বা মামলা থেকে মুক্তি পেলেও ঘৃণার বর্ষণ থেকে তাদের মুক্তি নাই। মুক্তিযুদ্ধ একটা চেতনা, রাজাকার আরেকটা চেতনা। একটা সহী, আরেকটা ঘৃন্য। 'স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরেও যারা মনে মনে রাজাকার চেতনা ধারণ করে তাঁরা অবশ্যই নব্য রাজাকার' তদন্ত কর্মকর্তা বলছেন, 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে অপব্যাখ্যা করে শুধুমাত্র আওয়ামীলীগ সরকারের অজ্ঞাবহদেরকে 'স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি' এবং বিরোধী দল ও ভিন্ন মতাবলম্বিদেরকে 'স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি' ও 'রাজাকার' নামে আখ্যায়িত করে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' বা বিভেদের রাজনীতি সৃষ্টি করে'।

প্রথমতঃ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অপব্যাখ্যা বলতে তদন্ত কর্মকর্তা কি বোঝাতে চেয়েছেন তা অস্পষ্ট, ঘোলাটে এবং একপেশে রাজনৈতিক মনোভাব। তাছাড়া আওয়ামীলীগ ঠিক কি কি পন্থায় মুক্তিযুদ্ধের

ইতিহাসের কোন কোন অংশকে অপব্যাখ্যা করেছে তা বিস্তারিত জানালে আমার বুঝতে সুবিধা হতো। তাহলে সেই অপরাধে আমিও আওয়ামীলীগকে তদন্ত কর্মকর্তার সমান ঘৃণা করতাম।

দ্বিতীয়তঃ বিরোধী দল বা ভিন্ন মতাবলম্বিদের কখনই ঢালাওভাবে 'স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি' ও 'রাজাকার' নামে আখ্যায়িত করা হয়নি। বিএনপি বা সমমনা দলে কি মুক্তিযোদ্ধা নাই? তাঁরা কি ভাতা সহ অন্যান্য সুবিধা পান নাই? বিএনপির নামকরা রাজনীতিবিদ যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে তাদের তাঁর মুক্তিযোদ্ধা বলার বদলে কখনও তাদের 'স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি' ও 'রাজাকার' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে?

তৃতীয়তঃ ইসলামী মনোভাবাপন্ন লোকদের 'স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি' ও 'রাজাকার' নামে আখ্যায়িত করার অভিযোগ সম্পূর্ন মিথ্যা। ইনফ্যাক্ট এমন কথা কেউ কোনোদিন কোথাও উচ্চারণও করেনি। তাছাড়া বাংলাদেশের বেশীরভাগ পীর-ফকির-সূফি-দরবেশ-আলেম উলামা এবং সাধারণ ইসলাম মনোভাবাপন্ন সকলেই বাংলাদেশপন্থী। কেবল মাত্র যারা মননে রাজাকার তাঁরা ইসলামের লেবাসে হোক বা যেকোন লেবাসেই তাঁরা রাজাকার হতে পারে।

তাছাড়া সিনিয়র আইনজীবি, রাজনীতিবিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান সাহেব প্রতিদিন রাজাকার ও রাজাকারের বাচ্চা বলে বিভিন্ন বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন। উনি তাহলে কাদের সাথে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' বা বিভেদের রাজনীতি করে যাচ্ছে? উনি কাদেরকে রাজাকার বা রাজাকারের বাচ্চা টাগ দিয়ে হত্যা বা নির্যাতনের বৈধতা দিচ্ছেন?

এতকাল ধরে মুক্তিযুদ্ধকে আওয়ামীলীগ কুক্ষিগত করে রাখার যে অভিযোগ তোলা হয়েছিল, জুলাই আন্দোলনের পর তো সুযোগ ছিল মুক্তিযুদ্ধ যে জনতার তা প্রমান করার। মুক্তিযুদ্ধকে লালন করার বদলে জুলাই আন্দলোনের পর থেকে অবহেলা, কটাক্ষ ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সরকার ব্যাটল করার বদলে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, স্থাপনা ও দলিল ও সংগ্রহশালাকে আস্তাকুড়ে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এই যে আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে অপব্যাখ্যা করে শুধুমাত্র আওয়ামীলীগ সরকারের অজ্ঞাবহদেরকে 'স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি' এবং বিরোধী দল ও ভিন্ন মতাবলম্বিদেরকে 'স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি' বানানোর অভিযোগ তা গত গোল্ডেন ১৬ মাসে কতখানি সত্য প্রমাণ করা গেলো? মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আওয়ামীলীগ এতকাল পৈত্তিক সম্পত্তি বানিয়ে রেখেছিল বলে যারা অভিযোগ করেছে, তাঁরা গত ১৬ মাসে সম্পূর্ণ মুক্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে কতখানি ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের জন্য কি কি করেছে তা দৃষ্টিপাত করা জরুরী।

-দৈনিক ইত্তেফাক'র খবর—'একাত্তর প্রজন্ম ছিল নিকৃষ্টতম প্রজন্ম; একাত্তর প্রজন্মের মত খারাপ প্রজন্ম মনে হয় বাংলাদেশে আর ছিল না। এদের যুদ্ধ মিথ্যা, এদের স্বাধীনতা মিথ্যা, এদের সবকিছু মিথ্যা'

https://www.facebook.com/share/v/1AkHKbNpE1/

-প্রথম আলো'র খবর—'রাজবাড়িতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংরক্ষিত কবরস্থানে দুর্বৃত্তদের আগুন'

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/dmctssq5f5

-যমুনা টিভি'র খবর—'ধ্বংসস্তুপ স্বাধীনতা জাদুঘর; অবহেলায় হারাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি'

https://www.facebook.com/share/v/1FKvt2UBGy/

-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অ্যাক্টিভিস্ট অধ্যাপক ড. কামরুল হাসান মামুন বলেছেন—'আগে বিজয়ের মাস বলে প্রতিদিনের ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো স্মরণ করতো জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলো। প্রতিদিন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পত্রিকায় প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় ও মতামত থাকতো। এইবার বিজয়ের মাস শিরোনামে প্রতিদিনের পত্রিকায় তেমন কিছুই দেখছি না। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চর্চা এবং নতুন প্রজন্মকে জানানোর তাগিদে মারাত্মক ঘাটতি দেখছি। এইসব কিছুর মাধ্যমে সবাই মিলে প্রমাণ করে ছাড়ছে আওয়ামীলীগ না থাকলে মুক্তিযুদ্ধ থাকে না। অথচ এইটা একটা সুযোগ ছিল মুক্তিযুদ্ধকে আরও বেশী চর্চা ও ধারণ করার মাধ্যমে আওয়ামীলীগকে রিডান্ডেন্ট করে দেওয়া।'

https://www.facebook.com/share/p/17eEGMkkqR/

-ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি'র শিরোনাম—'রংপুরে ঘর থেকে স্ত্রীসহ মুক্তিযোদ্ধার রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার'

https://www.itvbd.com/249712

-প্রথম আলো'র শিরোনাম—'কক্সবাজার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের মুক্তিযুদ্ধের গ্রাফিতি মুছে বিতর্কিত আলপনা; যা দেখতে বিয়ে বাড়ির অথবা বৈশাখী উৎসবের সাজের মত'

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/f6hkgc5uki

কালের কণ্ঠ'র শিরোনাম—'বিজয় দিবসের আগের রাতে বীর মুক্তিযোদ্ধার কবরে আগুন'

https://www.facebook.com/share/p/17fQiUYhjH/

-দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম—'৪৭ তম বিসিএসের প্রশ্নপত্রে মুক্তিযুদ্ধ হলো 'প্রতিরোধ যুদ্ধ' এবং পাকিস্তানি বাহিনীর বদলে 'দখলদার বাহিনী'

https://www.facebook.com/share/v/1FnuqtB5bF/

স্বাধীনতার ৫৪ বছর পর রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় এমন শব্দ চয়ন কি কেবল ভুল নাকি সুপরিকল্পিত একটা ন্যারেটিভ দাঁড় করানোর চেষ্টা এ নিয়ে কি প্রশ্ন তোলা জায়েজ হবে? একাত্তর প্রজন্ম ও স্বাধীনতাকে নিকৃষ্ট বলা কি রাষ্ট্রদ্রোহিতা না? কেবলমাত্র রংপুরে কি বীর মুক্তিযোদ্ধার রক্তাক্ত লাশ পাওয়া গেছে ১৬ মাসে? গত ১৬ মাসে মুক্তিযোদ্ধার লাশ, মুক্তিযোদ্ধার কবরে অগ্নিসংযোগ, মারধর, গলায় জুতার মালা, মুক্তিযুদ্ধের মূরাল, স্থাপনা, স্মৃতিচিহ্ন, বীরশ্রেষ্টদের মূরাল পর্যন্ত ভাঙচুর হয়েছে। সারাদেশে একটা স্থানে একদিনে তো এমন ঘটনা ঘটে নাই। আগে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নের উপর আঘাত করা হয়েছে কিন্তু সরকার, প্রশাসনসহ রাজনৈতিক দল কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধের স্থাপনা ও স্মৃতিচিহ্নকে রক্ষা করেছে? অভিযোগ অনুযায়ী আওয়ামী আমলে চেতনা বিক্রী করতে হলেও তো মুক্তিযুদ্ধের স্থাপনা সৃষ্টি ও সংরক্ষণ হয়েছে কিন্তু, দেশে যখন বস্তুত আওয়ামীলীগ নাই তখন মুক্তিযুদ্ধের স্থাপনা ও স্মৃতিচিহ্ন ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ হয়েছে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ এবং পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের স্থান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দেশের একমাত্র ভূগর্ভস্ত স্বাধীনতা জাদুঘর যখন ভাঙচুর হলো তখন সবাই কেন চুপ ছিল? মবের ভয়ে? এই জাদুঘরে ১৪৪ টি কাচের প্যানেলে আলোকচিত্র, মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার ও সংবাদপত্রের কাটিং প্রদর্শিত হতো। খোয়া গেছে জাদুঘরে সংরক্ষিত মুক্তিযোদ্ধাদের ৪ টি অস্ত্রও। ২৫শে মার্চ কালো রাত্রির ইতিহাস, ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের মুহূর্তের বিশাল ফ্রেমের ছবি পর্যন্ত ধ্বংস করা হয়েছে। বরগুনার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরেও ভাঙচুর চালিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও ইতিহাস ভিত্তিক তিন শতাধিক আলোকচিত্র, বই, স্মরণিকা, মুক্তিযোদ্ধাদের কাঠের তৈরি বন্দুক, পোষাকসহ অসংখ্য মুল্যবান সামগ্রী লুট হয়েছে? সরকার ও প্রশাসন কয়টা জিনিস উদ্ধার করেছে? শুধু বরগুনা না, সারাদেশে তাকিয়ে দেখেন ভালো নেই দেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থান ও ইতিহাস সংবলিত স্থাপনাগুলো। গত ১৬ মাসে দেশে এত এতকিছু সংস্কার করা হলো অথচ কেন মুক্তিযুদ্ধের স্থাপনা ও স্মৃতিচিহ্ন সংস্কার ও সংরক্ষণ করা হলো না? মনে রাখা জরুরী, কেউ তাঁর কোলের সন্তানকে রাস্তায় ফেলে গেলে অন্য কেউ না কেউ হয়তো বুকে তুলে নেবে। এতকাল অভিযোগ করা হলো আওয়ামীলীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে কুক্ষিগত করেছিল অথচ এতকাল আওয়ামীলীগ কুক্ষিগত করার চেয়ে গত ১৬ মাসে সবাই মিলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আরো বেশি আওয়ামীলীগের দিকে ঠেলে দিয়েছে। যেমনটা অধ্যাপক ড. কামরুল হাসান মামুন বলেছেন, 'সবাই মিলে প্রমাণ করে ছাড়ছে আওয়ামীলীগ না থাকলে মুক্তিযুদ্ধ থাকে না।' জুলাই আন্দোলনকে 'তথাকথিত' বলায় প্রসিকিউশন বললো, 'রাষ্ট্রদ্রোহীতার সমান অপরাধ এবং ধৃষ্টতার সামিল।' অথচ কেউ যখন ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয় দিবসকে বলছেন 'কালো দিবস' আবার কেউ যখন ১৬ই ডিসেম্বর 'বাল দিবস' আবার কেউ বলছে, 'সে ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস মানেন না' আবার কেউ বলছে, 'মুক্তিযুদ্ধে সহস্র শহীদ' আবার কেউ বলছে, মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা ২ হাজার' আবার কেউ বলছে, 'মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা ৭ হাজার, বিসিএসের প্রশ্নে মুক্তিযুদ্ধকে 'প্রতিরোধ যুদ্ধ', ৭১ কে বলা হচ্ছে নিকৃষ্ট প্রজন্ম, যুদ্ধ মিথ্যা বলা হচ্ছে তখন রাষ্ট্রদ্রোহিতা অপরাধ হয় না? সরকার তখন তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছে?

সব কথার উত্তর তো এখানে দেওয়া সম্ভব না তবে শহীদের সংখ্যা নিয়ে যারা এত ভুলভাল বকছে তাদের জন্য টেলিভিশন সাংবাদিক ভানিয়া সারাহ কিউলি পরিচালিত একটা প্রামাণ্যচিত্রের লিংক এখানে যোগ করে দিচ্ছি—যেখানে সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ কথা বলেছে। যেটা ১২ই জুলাই

১৯৭১ সালে প্রচারিত হয় কিন্তু প্রামাণ্যচিত্রটি রেকর্ড করা হয় তারও এক মাস আগে। সুতরাং যারা ৭১ সালের নিজেদের পাপের পরিমাণ কমাতে বলে ৩ লক্ষ শহীদকে ভুল করে বঙ্গবন্ধু ৩০ লক্ষ বলেছিল তাদের জন্য এই প্রামাণ্যচিত্রটাই একটা চপোটাঘাত।

https://www.facebook.com/share/v/17rSmarZj3/

যে ৭১ কে নিকৃষ্ট প্রজন্ম বলা হচ্ছে সেই ১৯৭১ সাল কেবল আমাদের জন্য যুদ্ধের বছর না। ৭১ ছিল বাঙ্গালীর অস্তিত্বের লড়াই। এখানে যখন স্টেনগান হাতে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তখন সারা পৃথিবীতে আরেকটা যুদ্ধ চলছিল—জনমত তৈরির যুদ্ধ এবং বিশ্ববিবেককে জাগানোর যুদ্ধ। জানা ইতিহাসকেই স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার। যে আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্র দিচ্ছিলো আমাদের মারার জন্য সেই আমেরিকার ম্যাডিসন স্কয়ারে ৭১ সালের ১লা আগস্ট জর্জ হ্যারিসন তাঁর বন্ধু বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন, রিঙ্গো স্টার, ওস্তাদ আলী আকবর খান, ওস্তাদ রবি শঙ্করদের মত শিল্পীদের নিয়ে গাইলেন—Bangladesh, Bangladesh……My friend came to me with sadness in his eyes, he told me that; he wanted help before his country dies…

প্রায় ৪০ হাজার মানুষ টিকিট কেটে সেদিন কেবল গান শুনতে আসছিল না, তাঁরা আসছিল আমরা যারা এখানে গ্রেনেড ও স্টেনগান হাতে যুদ্ধ করছিলাম বাংলাদেশের জন্য, সেই বাংলাদেশটাকে সাপোর্ট দিতে। টিকিট বিক্রী করে প্রায় ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ৪শো ১৮ ডলার ইউনেস্কোর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল। ওইদিনের কনসার্ট কেবল গান বা কয়েকটা টাকায় সীমাবদ্ধ ছিল না, কনসার্টের পরদিন সারা দুনিয়া জানলো বাংলাদেশে কিভাবে গণহত্যা চলছে।

৭১ এর ২৫ এ মার্চ রাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যখন ক্র্যাকডাউন শুরু করে তখন তাঁরা চাচ্ছিল না তাদের কুকীর্তি কেউ জানুক। তাই যারা কলম ধরে পাকিস্তানীদের মুখোশ খুলে দিতে পারে সেইসব সাংবাদিকদের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বন্দী করে সবাইকে প্লেনে তুলে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু সত্য তো আর চাপা থাকে না। তাই ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিং তখন হোটেলের লবিতে না যেয়ে ছাদে, কিচে মতান্তরে লন্ড্রি ভ্যানে লুকিয়ে ছিল। তারপর ঢাকার রাস্তায় লাশের স্তুপ দেখে শিউরে ওঠে। ৩০শে মার্চ লন্ডনের পত্রিকা 'ডেইলী টেলিগ্রাফ'এ ছাপা হয় তাঁর রিপোর্ট 'Tanks crush revolt in Pakistan.' এরপরেই বিশ্ববাসী জানলো, ঢাকায় গৃহযুদ্ধ না, একতরফা গণহত্যা চলছে।

পাকিস্তানী সরকার মে মাসে কয়েকজন সাংবাদিককে বাংলাদেশে পাঠায়। যেন তাঁরা দুনিয়াকে বলেন, বাংলাদেশে সব ঠিকঠাক আছে। সাংবাদিক অ্যান্টনি মাসকারেনহাস পাকিস্তানী নাগরিক ঢাকায় এসে গণহত্যা দেখে ভেতর থেকে ভেঙ্গে পড়লেন। তিনি বুঝলেন এই সত্য পাকিস্তানে বসে লেখা যাবে না। পরিবার নিয়ে লন্ডনে পালিয়ে গেলেন। ৭১ এর ১৩ই জুন লন্ডনের বিখ্যাত পত্রিকা 'সানডে টাইমস'এ ছাপা হলো সেই ঐতিহাসিক রিপোর্ট—'জেনোসাইড।' বিশ্ববাসীর বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছিল এই রিপোর্ট।

প্রতি সপ্তাহে হাইট পার্ক বা ট্রাফালগার স্কয়ারে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়ে স্লোগান দিত, 'স্টপ জেনোসাইড…জয় বাংলা'

৭১ ছিল মূলত গ্লোবাল ফাইট। আর এই 'জয় বাংলা' বলেই এই দেশের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। অথচ এখন এই দেশে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেওয়াও যায় না! ২৫ সালের শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনের এক অনুষ্ঠানে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব বলেছেন, '৭১ কে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে।' প্রশ্ন হলো কারা ৭১ কে ভুলিয়ে দিতে চায়? কেন চায়? সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছে?

আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁরা মুক্তিযুদ্ধকে কুক্ষিতগত করেছে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিক্রী করেছে। কিন্তু, ৫ই আগস্টের পর তো দেশে আওয়ামীলীগ নাই, মুক্তিযুদ্ধ ও তাঁর চেতনা তো মুক্ত। এখন তা কাদের হাতে? গত ১৬ মাসে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের উপর যে পরিমাণ আঘাত এসছে তা বিগত ৫৪ বছরে আসেনি। কিন্তু এসব দেখেও বাকি দলগুলো কি এমন প্রতিবাদ করেছে? মুক্তিযুদ্ধের দলিল, স্মৃতি ও চেতনাকে বাঁচাতে কোন দল কতখানি কাজ করেছে? বরং সবাইকে তো দেখলাম চুপ থাকতে। তো এসব কারণেই তো আওয়ামীলীগ সহজেই মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বড় স্টেক

হোল্ডার হয়ে উঠতে পারে। কারণ, আপনি কাউকে অবহেলা করলে অন্য কেউ তাকে যত্ন নিলে ওই ব্যাক্তি বা বস্তুর উপর অধিকার সবচেয়ে বেশী ওই যত্ন নেওয়া মানুষেরই তৈরি হয়।

মুক্তিযুদ্ধকে আওয়ামীলীগ দলীয় সম্পত্তি দাবী করেছে বলে কি এখন মুক্তিযুদ্ধকেই মুছে ফেলতে হবে? বিষয়টা তাহলে দাঁড়ালো, বড়ভাই একা মা এর দাবী করায় ছোটভাই মাকে খুন করে ফেললো। এই অন্তর্বর্তী সরকার জুলাইকে বিক্রী করে নাই? করেছে। হেন কোন জায়গা নাই যেখানে জুলাইকে বিক্রী করে নাই। সরকার ও তাঁর সন্তানেরা যে জুলাইকে বিক্রী করে কোটিপতি বনে গেছে তা নিয়ে ইনকিলাব মঞ্চের জাবেরও প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিয়েছে। তা কিভাবে উপেক্ষা করবেন আপনারা?

https://www.facebook.com/share/v/1C6VU1hv6N/

জুলাই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী স্টেকহোল্ডাররা রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছে, 'এনসিপি আর রাজাকার, জুলাই করছে ছারখার, জুলাই নিয়ে ব্যবসা, চলবে না আর চলবে না'

https://www.facebook.com/reel/2373508273078626

জুলাই বিক্রী করে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেলে সমস্যা না, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করলেই তখন চেতনা বিক্রী করা হয় তাইনা?

মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, সকলের জেনে রাখা জরুরী—মুক্তিযুদ্ধের মৃত্তিকাকে অগ্রাহ্য করে বাংলাদেশে মানুষ হওয়া যাবে না। কারণ, এখনও গোটা দেশের যেকোন জায়গার মৃত্তিকায় চাপ দিলে শহীদদের রক্ত বের হয়। স্বাধীনতা আমাদের কেউ উপহার দেয়নি। এই বিশ্বে আমরা সবচেয়ে চড়া দামে স্বাধীনতা কিনেছি। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধ ইজ অ্যাবসলিউটলি নন-নেগোশিয়েবল।

১.২০-বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটঃ তদন্ত কর্মকর্তা দাবী করেছে ২০১৮ সালের ১১ই এপ্রিল কোটা ব্যবস্থা বাতিল করলেও শেখ হাসিনা কৌশলে তা ২০২১ সালে ৭ জন মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের দিয়ে হাইকোর্টে রিট করান। প্রথম প্রশ্নটা হলো, উপরের এত পৃষ্ঠায় শেখ হাসিনাকে যেভাবে দানব হিসবী চিত্রায়িত করা হলো সেই শেখ হাসিনার কি কোটা বাতিল করে আবার কৌশলে অন্যদের দিয়ে রিট করিয়ে কোটা ফিরিয়ে আনার ছেলেখেলা যুক্তিযুক্ত? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, যদি তদন্ত কর্মকর্তার বর্ণনায় দানবীয় শেখ হাসিনার কৌশল অবলম্বন করে মাত্র ৭ জন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান দিয়ে রিট করাতে ৩ বছর লেগে যায়? তৃতীয় প্রশ্ন, মুক্তিযোদ্ধা কোটা বা কোটা ব্যবস্থা নিয়ে এত এলার্জি কিন্তু এখন কি সেই কোটা ব্যবস্থা বাতিল হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তাহলে কেন তা হলো না? বরং ২৪ এর আন্দোলকারীরা কি বিভিন্ন সেক্টরে কোটার সুবিধা ভোগ করছেন না? যদিও জুলাই আন্দোলনের শুরুর দিকেই ১৬ জুলাই আমি আমার ফেসবুক প্রোফাইলে একটা ভিডিও আপলোড করে স্পষ্টভাবে বলেছিলাম, কোটা বাতিল বা বহাল নয়, সংকার হওয়া প্রয়োজন। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, আমি চাই কোটা সংস্কার হোক'। এমনকি সেই ভিডিওতে আমি আরো বলেছিলাম, ছাত্রদের উপর আর গুলি না চলুক, লাঠিচার্জ না হোক, রক্ত না ঝরুক, সরকারের তরফ থেকে সুন্দর সমধান হোক'।

১.২১-জুলাই বিপ্লব ও নিপীড়নঃ যেকোন হত্যার বিরুদ্ধে আমি। বিচার বর্হিঃভূত হত্যাকান্ড হোক আর বিচারের নামে প্রহসন করে বিচারিক হত্যাকান্ড হোক। সেজন্যই ১৬ জুলাই আমার ফেসবুকের ওই ভিডিওতে আমি আরো বলেছিলাম, 'ছাত্রদের উপর আর গুলি না চলুক, লাঠিচার্জ না হোক, রক্ত না ঝরুক, সরকারের তরফ থেকে সুন্দর সমাধান হোক। সেই ভিডিওতে আরো বলি ছাত্রদের আলোচনার টেবিলে বসে সমাধানের কথা। এমনকি সাবেক প্রধনামন্ত্রীর শেখ হাসিনার সঙ্গে যে ফোনালাপ প্রসিকিউশন ট্রাইব্যুনালে সাবমিট করেছে সেখানেও শোনা যায়, গুলি না করার কথা, অ্যারেস্ট করলেও চালান না করে থানায় কয়েক ঘন্টা বসিয়ে রেখে ছেড়ে দেবার কথা।

অভিযোগনামা

এসব অভিযোগের আমি কি জবাব দেবো! মামলার কাগজ তো সব নিশ্চয় মাননীয় ট্রাইব্যুনাল দেখেছেন, তাহলে খেয়াল করে থাকবেন, ৮ টি অভিযোগের বেশীরভাগ জায়গা জুড়ে জামায়াত-শিবিরের নাম আমি উচ্চারণ করেছি সেই অভিযোগ। অভিযোগনামা পড়লে এটুকু স্পষ্ট বোঝা যায়, জামায়াত-শিবিরের নাম আমি উচ্চারণ করাটাই মূলত আমার অভিযোগ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অথচ ওই টিভি ইন্টারভিউতে যতবার জামায়াত-শিবিরের নাম উচ্চারণ হয়েছে তারচেয়ে বেশী

বিএনপির নাম উচ্চারণ হয়েছে। কিন্তু, অভিযোগ নামায় বিএনপি শব্দ নিয়ে কয়টা অভিযোগ আছে? এমনকি ৮ টি অভিযোগের একটা স্পেসিফিক অভিযোগ তো জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা নিয়ে।

মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, টিভি ইন্টারভিউতে জামায়াত-শিবির উচ্চারণ ও নিবন্ধন বিহীন দল জামায়াতকে এক্সিকিউটিভ অর্ডারে নিষিদ্ধ করার দিন গণভবনে যাবার অপরাধে আমার নামে যদি হত্যাকান্ডের ৮টি অভিযোগের বেশীরভাগ অভিযোগেই জামায়াত-শিবির উচ্চারণের অভিযোগ ও জামায়াত-শিবির নিয়ে নির্দিষ্ট একটা অভিযোগ আনা হয়। তবে, বেআইনী প্রক্রিয়ায় আওয়ামীলীগকে এক্সিকিউটিভ অর্ডারে নিষিদ্ধ করার পর যতজন আওয়ামীলীগ, আমার দল জাসদ ও স্বপক্ষ শক্তির মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, সেই দায়ে অন্তর্বর্তী সরকার ও যমুনায় অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে মিটিং করতে যাওয়া রাজনৈতিক দলগুলোকে কি অভিযুক্ত করে সাঁজা দেওয়া যাবে কিনা সেই রায়ও ট্রাইব্যুনালের কাছে জানা দরকার। যদি তাদের সাঁজা না দেওয়া যায় তবে আমাকে এখানে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো অন্যায়, আমার বিচার করা বেআইনী।

এখানে সূরা 'আল মায়িদা' এর ০৮ নং আয়াত মনে করিয়ে দিতে চাই, 'কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার নিকটতম।'

অভিযোগগুলো দেখে মনে হয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চেয়েও আমি বেশী ক্ষমতাধর ছিলাম। তাই আমার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ সংখ্যক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ৮টি ঘটনায় ৮টি অভিযোগ তোলা হয়েছে। কিন্তু, অভিযোগনামা দেখে আমি খুবই হতাশ। প্রতিটা অভিযোগে শেষের কয়েক লাইন হুবুহু কপি। ৮টি আলাদা ঘটনায় ৮টি আলাদা অভিযোগের শেষের কয়েক লাইন একেবারে হুবুহু একই হয় কিভাবে? ফোনালাপ হোক বা টিভি ইন্টারভিউ হোক কিংবা গণভবনে মিটিং সবকিছুতে একই অভিযোগ–লিথ্যাল উইপেন ব্যবহার করে উস্কানী, সহযোগীতা, অনুমোদন করা ও হত্যার নির্দেশ দেওয়া। সুতরাং ঘটনা ৮টি হলেও অভিযোগ আসলে ৮টি নাকি ১টি তা নিয়ে আমি বেশ দ্বিধান্বিত। তাছাড়া এই মাননীয় ট্রাইব্যুনালও চার্জ গঠনের সময় বলেছিলেন, অভিযোগ ৮টি দায়ের করা হলেও অভিযোগ আসলে ২টি।

আমার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ ১লা জুলাই ২০২৪ ইং থেকে ৫ই আগস্ট ২০২৪ ইং সময়কাল পর্যন্ত, অথচ তদন্ত কর্মকর্তা বোধহয় জানেন না, আমি ০৪ জুলাই ২০২৪ ইং তারিখ হইতে ১১ জুলাই ২০২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত দেশের বাইরে অবস্থান করছিলাম। আন্দোলন শুরু হবার ১২ দিন পর আমি দেশে এসে সবাইকে পেছনে ফেলে মাঝখান থেকে আমি সকল উস্কানী, পরামর্শ ও নির্দেশ দিলাম যে, সকলের চেয়ে আমার নামে অভিযোগের সংখ্যা বেশী! মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, আন্দোলন শুরুর ১২ দিন পর এসে আন্দোলন দমনে একজন পদ পদবী ও ক্ষমতাবিহীন ব্যাক্তি কি আসলেই আন্দোলন দমনে এত বড় ভূমিকা রাখতে পারে?

মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আপনি আরো ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখুন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে রায় হওয়া মামলায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল ৫টি, যে ৬ হত্যাকান্ডের জন্য আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে সেই ৬ হত্যাকান্ডের একই মামলায় বাকি ৪ আসামীর নামে অভিযোগ আনা হয়ে মাত্র ৩টি, সালমান এফ রহমান ও আনিসুল হকের মামলায় অভিযোগ আনা হয়েছে ৫টি, গুম ও খুনের মামলায় জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে ৩টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে অথচ আমার বিরুদ্ধে আনা হয়েছে ৮টি অভিযোগ। তারমানে আমি সকলের চেয়ে বড় অপরাধী! এরপরও মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে যে, এটা সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্রমূলক মামলা?

আমি শুধু ভাবছি, আন্দোলন চলাকালে আমি ফুস পাদ না দিয়ে যদি ঠাস পাদ দিতাম তবে সেজন্যও বোধহয় আরেকখানা অভিযোগ দায়ের করা হতো।

প্রথমতঃ প্রতিটা অভিযোগে আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা ১৪০০ বলা হয়েছে। এই সংখ্যাটা আদালতে ব্যবহারের ডকুমেন্টে উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত না। কারণ, জাতিসংঘের রিপোর্ট বলে যা প্রচার করা হয়েছে তা অফিসিয়ালী জাতিসংঘের রিপোর্ট নাকি ভলকার টুর্কের ব্যাক্তিগত রিপোর্ট তা এখন প্রশ্নবিদ্ধ। জাতিসংঘের নাম দিয়ে তাদের সাব-সিটারি অফিস OHCHR যেটার নিয়ন্ত্রক ভলকার টুর্ক। এই প্রতিবেদন তৈরির জন্য জাতিসংঘের মুল দপ্তরের অনুমোদন, বাজেট এবং স্পেশাল রেপোটোয়া পর্যন্ত

ছিলনা। এই প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে একটি আইনজীবিদের প্যানেল রিবাটাল (Rebuttal) মানে ভলকার টুর্কের প্রতিবেদনের কোথায় কোথায় ভুল, গাফলতি ও ফাঁক-ফোঁকর রয়েছে তা বের করে যে সমস্ত দেশে জাতিসংঘের আঞ্চলিক দপ্তর রয়েছে তাঁর বেশ কয়েকটা দেশে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমেউপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ জাতিসংঘের রিপোর্ট বলে যে রিপোর্ট চালানো হচ্ছে সেখানে ১৪০০ শহীদের কথা বলা হলেও সেই তালিকায় কিন্তু পুলিশ, আওয়ামী কর্মী ও সমর্থক সহ যারা মারা গেছে তারাও ইনক্লুডেড আছে।

কালের কণ্ঠ এর টক শোতে এক্টিভিস্ট ও বিএনপি সমর্থক শাহিন আলমও বলেছে, '১৪০০ এর মধ্যে ৫০০ আওয়ামীলীগ কর্মী।'

https://www.facebook.com/share/v/1GKkEHGvfK/

৫ই আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখ পর্যং ১০ দিনে হত্যাকান্ডের বিচার করলে তো এই কাঠগড়ায় আমার বদলে মুহাম্মাদ ইউনুস সহ অন্যদের দাঁড়াতে হবে।

তৃতীয়তঃ এক্সাক্ট রাউন্ড ফিগার ১৪০০ হয় কিভাবে? সুতরাং সেটা আনুমানিক তা তো স্পষ্ট। ১৪০০ রাউন্ড ফিগার নিহতের কথা বললেও সেই সংখ্যা তাঁরা কোথা থেকে কিভাবে পেলো তাঁর কোন সূত্র বা ব্যাখ্যা নেই। ১৪০০ নিহতের নাম ধামের তালিকা নেই। তাছাড়া ওই কথিত জাতিসংঘের রিপোর্টের ০০১০৩১ নং পৃষ্টার ৫৮ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, 'Based on that data OHCHR assesses that there could have been as many as 1400 protest-related deaths'

চতুর্থতঃ কথিত জাতিসংঘের রিপোর্টে এটা স্পষ্টভাবে বলা আছে, এই অনুসন্ধান করতে তাঁরা অনেক জায়গায় সহযোগীতা পায়নি, অনেকের সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পায়নি। OHCHR হতাহতের জন্য তাঁরা যেসব তথ্য পায় তা বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত খবরা-খবর থেকে। সেসব খবরা-খবরের সঠিকতা তাঁরা অন্য তথ্য দিয়ে প্রমাণ করতে পারেনি। তাই সেসব রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে OHCHR এই অনুমান ভিত্তিক ১৪০০ হতাহতের সংখ্যা দাঁড় করায়। সে সম্পর্কে তাদের রিপোর্টের ০০১০৮৭ নং পৃষ্ঠার ২৯০ নং অনুচ্ছেদ বলছে, 'OHCHR established the underlying facts on a reasonable grounds basis, which is a lower standard of proof than what would be required to ensure a criminal conviction in a court of law. However the established facts warrant further criminal investigations by competent authorities into alleged crimes against humanity'

লাস্ট বাট নট দ্যা লিস্ট-কথিত জাতিসংঘের রিপোর্টে স্পষ্ট বলা আছে, 'এই রিপোর্ট আপ টু দ্যা স্ট্যান্ডার্ড না। সুতরাং এই রিপোর্ট বিচারকাজে ব্যবহার যোগ্য না।'

OHCHR এর রিপোর্টের ০০১০২৩ নং পৃষ্ঠার ১৫ নং অনুচ্ছেদ বলছে—'This standard of proof is lower than that required to find an individual guilty of a crime before a competent criminal court'

আবার ০০১০২৪ নং পৃষ্ঠার ১৭ নং অনুচ্ছেদ বলছে—'In addition OHCHR considered the extent to which facts established on a reasonable grounds basis warranted further criminal investigation by Bangladeshi or other competent authorities into the commission of international crimes, including crime against humanity'

একই পৃষ্ঠার একই অনুচ্ছেদে আরো বলা হচ্ছে—'This report does not including findings as to which individuals conduct should be subject to further criminal investigations'

সুতরাং এই রিপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমসের বিচারকার্যের জন্য দালিলিক প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না।

তাছাড়া যেখানে সরকার গ্যাজেট আকারে শহীদের সংখ্যা প্রকাশ করেছে-৮৩৬ জন সেই তালিকার ভেতরেও ইতোমধ্যে প্রথম আলোর অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে ৫২ জন ভুয়া শহীদের নাম। সময়ের সাথে সাথে এই সংখ্যা আরো কমবেশী হবে। জাতিসংঘের কথিত রিপোর্ট অনুযায়ী শহীদের সংখ্যা ১৪০০ যদি সত্যিই হয় তবে সরকার তাঁর এতবড় লট বহর নিয়েও দেড় বছরেও কেন ১৪০০ শহীদের গ্যাজেট প্রকাশ করতে পারলো না? সুতরাং সরকারী গ্যাজেট বাদ দিয়ে ত্রুটিযুক্ত এবং আদালতে ব্যবহারের জন্য নয় এমন রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৪০০ জন শহীদের দায়ে অভিযুক্ত করে তদন্ত রিপোর্ট সাবমিট করা এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে এই তদন্ত রিপোর্ট ত্রুটিযুক্ত, হিংসাত্মক ও উদ্দেশ্যপ্রনোদিত ও ইনফ্লুয়েন্সড তদন্ত রিপোর্ট।

অভিযোগ-০১- ১৮ জুলাই মিরর নাউ নামীয় ভারতীয় গণমাধ্যমে আন্দোলন দমন ও ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য আন্দোলনকারীদের জামায়াত, সন্ত্রাসী, সাম্প্রদায়ীক ট্যাগ প্রদান করে তাদের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের উস্কানী, প্ররোচনা, সহায়তা প্রদান এবং সম্পৃক্ত থেকে হত্যার নির্দেশসহ বিভিন্ন ধরনের মানবতা বিরোধী অপরাধ সমুহ।

ক- মিরর নাউ নামক গণমাধ্যমের এই ভিডিও গত দেড় বছরে ভিউস হয়েছে মাত্র ১৬০০, আর আন্দোলন চলাকালে এটার ভিউ ২০০-৩০০ হয় নাই। এই সামান্য ভিউয়ের একটা ইন্টারভিউ দেশে এত বড় আন্দোলনে এত বড় ইমপ্যাক্ট ফেলেছে যে ওই ইন্টারভিউ দেখে ১৪০০ মানুষ হত্যা করেছে সরকার! এটা হাস্যকর। কোনকিছু বড় আকারে প্রভাব ফেলতে হলে সেটার বিস্তৃতি বড় হতে হয় তা তো নাদান বাচ্চাও জানে।

খ- অভিযোগ করা হচ্ছে মিরর নাউ নামক গণমাধ্যমে আমি ইন্টারভিউ দিয়ে হত্যার নির্দেশ দিয়েছি। নির্দেশ দেওয়া কাকে বলে তা আগে তদন্ত কর্মকর্তাকে শিখতে হবে। ইন্টারভিউ এর কোথায় হত্যার নির্দেশ দিয়েছি? কোথাও হত্যার কথা বলা তো দূর কি বাত, উল্টো আমি ছাত্রদের সাথে আলোচনার টেবিলে বসে সরকার সমাধান করতে দেরি করেছে বলে মন্তব্যও করেছি। এবং আন্দোলনকারী ও সরকারের উদ্দ্যেশে বলেছি তখনও আলোচনায় বসে সমাধান করতে।

গ- তদন্ত কর্মকর্তা অভিযোগ করছে, লিথ্যাল উইপেন ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের গুলি করে হত্যা, ড্রোন দিয়ে আন্দোলনকারীদের সনাক্তকরণ ও হেলিকপ্টর দিয়ে গুলি বর্ষণের মাধ্যমে আন্দোলন দমনে সমর্থন, সহায়তা ও উস্কানী প্রদান করেছি কিন্তু, এই ইন্টারভিউতে কোথায়, কাকে, কিভাবে এসবের নির্দেশ, সমর্থন, সহায়তা ও উস্কানী প্রদান করেছি? এই ইন্টারভিউ এর কোথায় লিথ্যাল উইপেন ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের গুলি করে হত্যা, ড্রোন দিয়ে আন্দোলনকারীদের সনাক্তকরণ ও হেলিকপ্টর দিয়ে গুলি বর্ষণের মাধ্যমে আন্দোলন দমনের কথা বলেছি তা তদন্ত কর্মকর্তা দয়া করে ট্রাইব্যুনালকে দেখান প্লিজ।

ঘ- জামায়াত-বিএনপি ট্যাগ দেওয়া মানে কি? ট্যাগ দেওয়া কাকে বলে? যিনি যা না, তাঁর বিরুদ্ধে সেটা বলার নাম ট্যাগ দেওয়া। জামায়াতকে জামায়াত, বিএনপিকে বিএনপি বলা কি ট্যাগ দেওয়া নাকি? তাহলে জামায়াত-বিএনপিকে কি বলবো? ফুল-ফল? আন্দোলনে জামায়াত-বিএনপি ছিল না? ছিল। জামায়াত-বিএনপি যে আন্দোলনে ছিল তাঁর হাজারটা প্রমাণ আছে এবং তাঁরা নিজেরাই শত জায়গায় সেসব স্বীকারোক্তী নিজেদের অবস্থানের জানান দিয়েছে। জুলাই আন্দোলন জামায়াত-বিএনপি অ্যাক্টিভ ছিল তাঁরা যেমন নিজেরা স্বীকারোক্তী দিয়েছে তেমনি বিভিন্ন স্থাপনায় অগ্নিসংযোগ সহ ভাঙচুরের স্বীকারোক্তীও অনেকে দিয়েছে। সরকারী স্থাপনা সহ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন, থানা, ঘরবাড়িতে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, ইট পাটকেল ছোড়া, মারধর হয় নাই? একটা সিদ্ধ আইন সমৃদ্ধ দেশে এসব কি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড না? এগুলো যদি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড না হয় তাহলে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সংজ্ঞা কাকে বলে সেটা এই আদালতের মাধ্যমে জাতির জানা খুব জরুরী।

এছাড়া OHCHR এর রিপোর্টের ০০১০২৯ নং পৃষ্ঠার ৪১ নং অনুচ্ছেদ বলছে—'16 July 2024 Students against discrimination called for a "complete shutdowm" of the country elaborating that hospitals and emergency services

remain open, but no other institutioins will operate, and no vehicals, except ambulances will be allowed on the roads. The leadership of BNP and Jamat-e Islam called on their followers to support the effort at shutdown.'

যেখানে OHCHR এর রিপোর্ট বলছে বিএনপি-জামায়াত ১৬ জুলাই বিবৃতি দিয়ে আন্দোলনকে সফল করতে তাদের অনুসারীদের সাপোর্ট দিতে বলছে তারপর ১৮ জুলাই যদি কেউ আন্দোলনে বিএনপি-জামায়াতের সমপৃক্ততার কথা বলে তবে তা কিভাবে ট্যাগ বা উস্কানী বা হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়? এছাড়া 'আন্দোলনে বিএনপি এক্টিভ ছিল ও পুলিশ হত্যার সঙ্গে বিএনপি জড়িত ছিল এবং থানায় হামলা ও ভাঙ্গচুর করেছে বিএনপি' এমন মন্তব্য করেছে মুখ্য সমন্বয়ক ও এনসিপি নেতা নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারী।

https://www.facebook.com/share/r/1T7Jw3WhUm/

অথচ আমি কিন্তু কোথাও এমন কথা বলি নাই। যেহেতু আন্দোলনে অংশ নেওয়া প্রথম সারির সমন্বয়ক এমন স্টেটমেন্ট প্রকাশ্যে দিয়েছে তাই তাকে এই ট্রাইব্যুনালে এনে জিজ্ঞাসা করলেই ট্রাইব্যুনালের বুঝতে সুবিধা হবে যে, আমি কাউকে কোথাও ট্যাগ দিইনি। আর আমার কথাগুলো যদি ট্যাগ দেওয়া হয় তবে নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারীর বক্তব্যও বিএনপিকে ট্যাগ দেওয়া এবং বিএনপি কর্মীদের সে হত্যার উস্কানী ও লাইসেন্স দিচ্ছে।

যদি আন্দোলনে জামায়াত-বিএনপি অ্যাক্টিভ থেকে থাকে এবং দেশে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে কাকে ট্যাগ দেওয়া হলো? তাছাড়া কোথায় কাকে কিভাবে আমি হত্যা করার নির্দেশ দিলাম? আজকে কেউ আপনার ঘরবাড়ি বা অফিস ভাঙচুর করতে এলে আপনি পুলিশকে বলবেন না অ্যারেস্ট করতে? সেটা কি হত্যার নির্দেশ হয়ে যায় নাকি? আজকে যদি আমি আপনার বিরুদ্ধে আন্দোলন করি, আপনি বলবেন না অমুক আন্দোলন করছে? এটা কি ট্যাগ দেওয়া বা অপরাধ হয়ে যায় নাকি? নেপালে একইভাবে সরকার পতন হয়েছে। নতুন সরকার এসে ৪০০ এর বেশী আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করেছে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্য। কিন্তু, আমাদের দেশে সরকার ইনডেমনিটি দিয়েছে, বেশ ভালো কথা, আমার আপত্তি নেই কিন্তু, ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বলা হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়ে যায় কিভাবে এবং কবে থেকে?

ঙ- ১৮ জুলাই ২০২৪ ইং তারিখে মীর মুগ্ধ তাঁর ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়। সেটা নিম্নরূপ-

'জামায়াত-শিবির, ছাত্রদলের উদ্দেশ্যে কিছু কথাঃ

ছাত্র আন্দোলনে ঢুকে ছাত্র আন্দোলনটাকে রাজনৈতিক দলের আন্দোলন বানাবেন না। হ্যাডম থাকলে আগেই আসতেন আপনারা, সুযোগ সন্ধ্যানী আচরন করে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্যটা নষ্ট করবেন না, জাত চেনাবেন না। আপনি যদি ছাত্র হন তবে ছাত্র হয়েই আসুন। আমাদের আন্দোলনে ছাত্র প্রয়োজন, কোণো উদ্দেশ্য হাসিলকারী নেতা নয়।'

https://www.facebook.com/share/p/17XYcyjrrK/

মিরর নাউ নামক গণমাধ্যমে আমার দেওয়া ইন্টারভিউ এর একদিন আগে মীর মুগ্ধের এই স্ট্যাটাস। আন্দোলনে জামায়াত-শিবির, ছাত্রদলের ইনভলবমেন্ট দেখেই আমার আগেই মীর মুগ্ধ এমন স্ট্যাটাস দিয়েছিল। মীর মুগ্ধও কি তাহলে ট্যাগ দিয়েছিল? তিনিও কি ট্যাগ দিয়ে আন্দোলনকারীদের হত্যার উস্কানী ও ষড়যন্ত্র করেছিল? মনে রাখতে হবে, ফ্যাক্ট বলাকে ট্যাগ দেওয়া বলে না। আন্দোলনের সফলতার বিরাট অংশের স্টেক হোল্ডার মীর মুগ্ধ। তাঁর কথা যদি ট্যাগিং না হয় তাহলে একই কথা আমি বলাতে আমার কথা কিভাবে ট্যাগিং হয় এবং হত্যার উস্কানী ও ষড়যন্ত্র হয়? আমি যদি দাবী করি মীর মুগ্ধের স্ট্যাটাস দেখেই আমি মিরর নাউ'তে ওই কথা বলেছিলাম?

আন্দোলনে কি বিএনপি-জামায়েত অংশগ্রহণ করেনি মাননীয় ট্রাইব্যুনাল? অবশ্যই করেছে। আন্দোলনে প্রথম সারিতে অংশগ্রহণকারী আম জনতা পার্টির মোঃ তারেক রহমান ক'দিন আগে তাঁর ফেসবুক পেজে দীর্ঘ স্ট্যাটাস দিয়েছে লিখেছে, 'অনলাইনে বিএনপি চেয়ারম্যান ও বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, সালাহউদ্দিন আহমেদ, আমীর খসরু মাহমুদ সহ অন্যান্যদের সাথে মোঃ তারেক রহমান মিটিং করে কিভাবে আন্দোলন চালিয়ে নেওয়া যায় সেই বিষয়ে।' এমনকি যখন ছাত্ররা

সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আন্দোলন থামিয়ে দেবে তখন আন্দোলন রিস্টোরেশনে বেশ ভূমিকা রেখেছিল আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

https://www.facebook.com/share/p/1FQkdEHR51/

সুতরাং কাউকে কোন ট্যাগ দিয়ে হত্যার পরিকল্পনা, উস্কানী ও ষড়যন্ত্র করা হয়নি। আন্দোলনে বিএনপি-জামায়েত অংশগ্রহণ করেছিল, আন্দোলন চালিয়ে নিতে তাঁরা পেছন থেকে মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করেছে এবং সেই কথা কেউ উচ্চারণ করলে হত্যার নির্দেশ দেওয়া যে হয় না তা কি মাননীয় ট্রাইব্যুনাল বোঝে না?

আমি বরং বরাবরই আলোচনার টেবিলে বসে সমাধানের কথা বলেছি। একই সঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে ১৬ জুলাই ২০২৪ ইং তারিখে আমিই প্রথম কোন রাজনীতিবিদ যিনি আওয়ামীলিগের সাথে রাজনৈতিক জোটে থেকে মুক্তিযোদ্ধা হয়েও আমার ফেসবুকে ভিডিও বার্তায় বলেছি—

‘কোটা বহাল বা বাতিল নয় সংস্কার হওয়া জরুরী। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমি চাই কোটা সংস্কার হোক। কোটা সংস্কারের যে আন্দোলনে ছাত্ররা রাস্তায় নেমেছে, আমি কনে করি, এটা সমাধানযোগ্য। রাজাকার সব সময়ই ঘৃণিত। অতএব, কারণ যাই হোক, ছাত্ররা আমি রাজাকার, আমি রাজাকার স্লোগান না দিয়ে অন্যভাবেও প্রতিবাদ করতে পারতো। তবুও ছাত্ররা যদি ভুলও করে তাতে অন্য কোন সংগঠন বা রাজনৈতিক সংগঠন গিয়ে সংঘর্ষ করে রক্তপাত ঘটিয়ে প্রাণনাশের ঘটনা ঘটাক আমি তা চাইনা। ছাত্রদের উপর গুলি না চলুক। লাঠিচার্জ না হোক। সরকারের পক্ষ থেকে সমাধান সুন্দর হোক। আর যে ছাত্ররা আন্দোলনে নেমেছে তাদের বলতে চাই, এই মুহূর্তে অন্য কোন নির্দিষ্ট মহল তাদের স্বার্থ উদ্ধারে আপনাদের ব্যবহার করতে পারে, আশা করি সেদিকে সচেতন থাকবেন, নিজেদের ব্যবহার হতে দেবেন না।’

https://www.facebook.com/hasanulhaq.inu.33/videos/815298682143159 8/

এমনকি লাস্ট দিন মানে ০৪ই আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে এক্স, ওয়াই বা জেটের ফোনালাপেও স্পষ্ট শোনা যায় গুলি না করার কথা। সুতরাং আমার বিরুদ্ধে আনিত সকল অভিযোগ সম্পূর্ন মিথ্যা, বানোয়াট, অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং হিংসাত্মক।

অভিযোগ-০২- কারফিউ জারি করে ‘শ্যুট অ্যান্ড সাইট’ কার্যকর করে নিরীহ-নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের হত্যা করার নির্দেশ প্রদান।

ক- এমন কোন নির্দেশ আমি কোথাও দিইনি। দেবার প্রশ্নই ওঠে না এবং সুযোগও নেই।

খ- এমন কোন নির্দেশ বা সিদ্ধান্তকে আমি কোথাও সাপোর্টও করিনি।

গ- এমন নির্দেশ দেবার পদ বা পাওয়ার কোনোটাই আমার ছিল না। সেনাবাহিনী বা যেকোন বাহিনীকে নির্দেশ দেবার জন্য ‘চেইন অব কমান্ড’ লাগে। সেটা আমার ছিল না।

ঘ- অভিযোগপত্রে ‘১৯ জুলাই গণভবনে ১৪ দলীয় রাজনৈতিক সভায় আন্দোলন দমনে কারফিউ জারি করে শ্যুট অ্যান্ড সাইটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের জন্য দেশব্যাপী সেনা মোতায়েন এবং তা কার্যকর করা’র কথা বলা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং মনগড়া গল্প। চীন দেশ নিয়ে বই লিখতে গেলে তো আগে চীন দেশ সম্পর্কে জানতে হবে। না জেনে বই লিখলে তা বই হবে না, ভুলভাল ইনফরমেশনের জগা খিচুড়ি হতে পারে। এই অভিযোগও তেমন হয়েছে।

ঙ- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কারফিউ জারি করার জন্য আমার নামে অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে? কিন্তু কেন? প্রথমত, কারফিউ জারি করার কোন ক্ষমতা আমার নাই। দ্বিতীয়ত, এখানে দেখতে হবে কারফিউ কি আইন বহিঃর্ভূতভাবে জারি করা হয়েছিল? কারফিউ দিয়ে প্রশাসন ও সশস্ত্র বাহিনী কি আইন বহিঃর্ভূত কোন পদক্ষেপ নিয়েছিল? তখন দেশে সরকার ছিল, প্রসিদ্ধ আইন ছিল। যদি আইন বহিঃর্ভূত কিছু না করে থাকে তবে এই অভিযোগের কোন ভিত্তি নাই। সুতরাং এখানে তদন্ত কর্মকর্তা, প্রসিকিউশন ও ট্রাইব্যুনালকে দেখতে হবে, কারফিউ কি আইন বহিঃর্ভূত জারি করা হয়েছে কিনা? কারফিউ দিয়ে আইন বহিঃর্ভূত কোন অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে কিনা এবং সেই কারফিউ জারি করার ক্ষমতা কার হাতে?

প্রথমতঃ গণভবনে ১৪ দলের 'রাজনৈতিক সভা' অনুষ্ঠিত হয়। আই রিপিট 'রাজনৈতিক সভা'। রাজনৈতিক সভায় কোনোদিন এক্সিকিউটিভ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না। এক্সিকিউটিভ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পদ পদবী ও চেইন অব কমান্ডের একটা প্রক্রিয়া আছে। গণভবন বা যেকোন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে যখন কোন রাজনৈতিক সভা অনুষ্ঠিত হয় তা সম্পূর্ণ ওপেন সভা। সেখানে আমন্ত্রিত রাজনৈতিক ব্যাক্তি ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর সিকিউরিটি, গোয়েন্দা, স্টাফ, চা নাস্তার সার্ভেন্ট, সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার সহ বহু মানুষ থাকে। সেখানে কখনই রাষ্ট্রের কোন সেন্সিটিভ বিষয়ে আলোচনা বা সিদ্ধান্ত হয় না। কারণ, সেখানে যা আলাপ হয়, ১০ মিনিট না পার হতেই তাঁর পুরোটা গণমাধ্যমে হুবুহু চলে আসে। এই প্রক্রিয়া অতীতে বিএনপি সহ যারা সরকার ক্ষমতায় ছিল তারাও খুব ভালোভাবে জানে। কেবল তদন্ত কর্মকর্তা জানেন না। আর গণভবনে রাজনৈতিক সভা ডাকলে রাজনৈতিক দল হিসেবে সেখানে যাওয়াটা আমাদের কর্তব্য কারণ, আমি শুরু থেকেই বল প্রয়োগ ও বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে গিয়ে আলোচনার টেবিলে বসে সমাধানের কথা বলেছি। সুতরাং আমাদের সেই মতামত জানাতে হলেও সেই সভায় যেতে হবে। সুতরাং সেই সভায় যাওয়া মানেই কাউকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে আসা নয় বরং হত্যা না করে সমাধানের ভাষা সুন্দর করার পরামর্শও দেওয়া হয়। আজ যদি যমুনায় কোন রাজনৈতিক সভা ডাকা হয় এবং আমাদের দলকে ডাকা হয়, আমাদের দল যাবে না? অনেককিছুতে মতের অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও এখন দেশে বিশৃঙ্খলা হলে প্রধান উপদেষ্টার ডাকা মিটিং এ অনেক দল যমুনায় যাচ্ছে না? আওয়ামীলীগের কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে না? এই গত দেড় বছরেও তো বিচার বর্হিঃভূত অনেক হতাকান্ডই হয়েছে, তাহলে কি রাজনৈতিক দলগুলো যমুনায় মিটিং এ গিয়ে আওয়ামীলীগ আটকানোর নামে বিচার বর্হিঃভূত হতাকান্ডের লাইসেন্স দিয়ে এসছে? আমার নিজের দলের কর্মীকেও হত্যা করা হয়েছে। আমি তাহলে কার কার বিরুদ্ধে মামলা করবো?

দ্বিতীয়তঃ কারফিউ জারির সিদ্ধান্ত সরকারী সিদ্ধান্ত, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত না। আমাদেরকে জানানো হয়, কারফিউ জারির সিদ্ধান্ত মানে আর যেন মিটিং মিছিল বিশৃঙ্খলা না হয়। আমরা আমাদের মতামত স্পষ্টভাবে জানিয়ে আসি, কারফিউ দিলে পরিবেশ যে ঠান্ডা হবে সেই সময়ের মধ্যে ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার টেবিলে বসে সমাধান করতে হবে। আন্দোলনকারীদের দাবীগুলো মেনে নিয়ে একটা প্যাকেজ তৈরি করে তা জাতির উদ্দেশ্যে জানাতে হবে। সেটা আমি পরবর্তীতে একাধিক জায়গায়ও বলেছি।

তৃতীয়তঃ সেদিন রাতে গণভবনে মিটিং শেষে সাংবাদিকদের একটা স্টেটমেন্ট দেন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। সেখানে তিনি এক পর্যায়ে বলেন কারফিউ এর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং শ্যুট অ্যান্ড সাইটের সিদ্ধান্তও আছে। সাথে সাথেই অন ক্যামেরায় আমির হোসেন আমু সহ একাধিকজন বলেন, 'এটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয় এক্সিকিউটিভ ডিসিশন' এবং সাথে সাথেই অন ক্যামেরাতেই ওবায়দুল কাদের সাহেব কারেক্ট করে নিয়ে বলেন, 'এটা এক্সিকিউটিভ ডিসিশন' সেই ভিডিও আছে। অতএব ১৯ জুলাই ২০২৪ ইং তারিখে গণভবনে রাজনৈতিক সভার সাথে শ্যুট অ্যান্ড সাইট অর্ডারের কোন যোগাযোগ নাই।

এছাড়া ওবায়দুল কাদের এর এই বক্তব্যকে কি আমি কোথাও সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য দিয়েছি? ওবায়দুল কাদের যখন ১৯ জুলাই ২০২৪ ইং তারিখে প্রেস ব্রিফ করলেন, তখন তো সেখানে ১৪ দলের প্রধান সমন্বয়ক সহ আরো অনেক নেতাই উপস্থিত ছিলেন। তাহলে এই ০২ নং অভিযোগের অপরাধে কি তাদের এই কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করানো হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তবে এটা স্পষ্ট ইঙ্গিত করে, শত্রুতা মনোভাবাপন্ন হয়ে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হাসানুল হক ইনুকে টার্গেট করে বিচারিক হত্যার চেষ্টা করা হচ্ছে।

চতুর্থতঃ অভিযোগ করা হচ্ছে, কারফিউ জারির মাধ্যমে দেশব্যাপী সেনাবাহিনী মোতায়েন করে 'শ্যুট অ্যান্ড সাইট' সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে। কিভাবে 'শ্যুট অ্যান্ড সাইট' কার্যকর করা হয়েছে? কোথায় কার্যকর করা হয়েছে? কারফিউ জারি করে 'শ্যুট অ্যান্ড সাইট' সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়নি, ঘর থেকে বের হলেই দেখা মাত্র কাউকে গুলি করে হত্যা করা হয়নি, ০৪ আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে এক্স, ওয়াই, জেটের ফোনালাপে স্পষ্টভাবে বর্নণা শোনা যায়, কারফিউ মানে আসলে সরকারের পদক্ষেপ কেমন হবে, 'গায়ে গতরে কঠোর ভাব থাকলেও গুলি কয়া যাবে না,

প্রয়োজনে কাউকে আটক করলেও চালান না করে থানায় কয়েক ঘন্টা বসিয়ে রেখে ছেড়ে দিতে হবে' সুতরাং 'শ্যুট অ্যান্ড সাইট' অর্ডার কার্যকর কোনভাবেই হয়নি। তাই এই অভিযোগের কোন মূল্য নাই। 'শ্যুট অ্যান্ড সাইট' সেনাবাহিনী যদি আন্দোলনে গুলি ছুঁড়ে থাকে তবে তা 'শ্যুট অ্যান্ড সাইট' অর্ডারে নয়, মিছিলে আত্মরক্ষার্থে। কারণ, 'শ্যুট অ্যান্ড সাইট' অর্ডারের ধরন ও কার্যকরিতা উপরে খানিকটা উল্লেখ করেছি তাছাড়া মাননীয় ট্রাইব্যুনাল নিশ্চয় জানেন।

এছাড়া যে অভিযোগের ভিত্তিতে আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর কার নামে মামলা হয়েছে? কাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে? 'শ্যুট অ্যান্ড সাইট' সিদ্ধান্ত যদি হয়ে থাকে এবং প্রসিকিউশন যদি প্রমাণ করতে পারে যে সেই অর্ডার দেবার এবং কার্যকর করা এখতিয়ার আমার ছিল এবং তা যারা কার্যকর করেছে তাঁরা আজ এখানে আমার সাথে কাঠগড়ায় কেন দাঁড়ানো নেই? সুতরাং এসব ফেব্রিকেটেড অভিযোগ শুধুমাত্র আমাকে হয়রানি ও প্রহসনমূলক বিচারের জন্য করা।

পঞ্চমতঃ গণভবনে ১৪ দলের মিটিং ছাড়াও শেখ হাসিনা ৩ বাহিনীর প্রধানের সাথে মিটিং করেছে, গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানদের সাথে মিটিং করেছে, ভিসি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্যবসায়ী, সংস্কৃতিকর্মী, অ্যাক্টিভিস্ট এমনকি যারা এখন আওয়ামী বিরোধি বিশাল বিপ্লবী সেজে ইন্টেরিম গভমেন্টের কাছেপিঠে থেকে অনেক বড় বড় হাকডাক দিচ্ছে তারাও আন্দোলন চলাকালে আওয়ামীলীগের মন্ত্রীদের বাসায় গিয়ে মিটিং করেছে। তাহলে তাঁরা কি হুত্যাকান্ডের অনুমোদন ও নির্দেশ দিয়েছে? তাহলে তাঁরা কেন কেউ আজ কাঠগড়ায় নেই? আমিই কেন কাঠগড়ায়? কারণ খুবই স্পষ্ট – আমার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও কণ্ঠস্বরকে একটা মহল ভয় পায়। সেজন্য তাঁরা শত্রুতা মনোভাবে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ দাঁড় করিয়েছে।

১৪ দলের মিটিং করা নিয়ে ৮টি অভিযোগের মধ্যে একাধিক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু, ১৪ দলের প্রধান সমন্বয়কের যিনি, তাঁর নামে কি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে? তাকে কি এখানে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে? ১৪ দলের প্রধান সমন্বয়ক ছাড়াও আমার মত আরো যারা ১৪ দলের সদস্য এবং মিটিং এ উপস্থিত ছিল তাদের কেন কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়নি? কাঠগড়ায় দাঁড় করানো তো দূরের কথা তাদের অনেককে গ্রেফতার পর্যন্ত করা হয়নি। এরপরেও কি বুঝতে বাকি থাকে মাননীয় ট্রাইব্যুনাল যে, আমাকে টার্গেট করে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় বিচারিক হত্যার সূক্ষ চেষ্টা করা হচ্ছে?

অভিযোগ-০৩- আন্দোলন দমনের উদ্দ্যেশে পুলিশ সুপারকে ফোন করে আন্দোলরত ছাত্র-জনতার ছবি-ভিডিও দেখে সনাক্ত করে আন্দোলনকারীদের আটক, নির্যাতন ও হত্যার নির্দেশ প্রদান।

ক- এসপির সাথে যে ফোনালাপে কোথাও নির্যাতন ও হত্যার নির্দেশের কথা নাই। সুতরাং এমন মিথ্যা বানোয়াট অভিযোগ এটা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত একপাক্ষিক, হিংসাত্মক ও ত্রুটিযুক্ত। তাছাড়া কুষ্টিয়ার এসপি এর সাথে ফোনালাপে কোথায় আন্দোলরত ছাত্র-জনতার ছবি-ভিডিও দেখে সনাক্ত করে আন্দোলনকারীদের নির্যাতন ও হত্যার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তা তো ট্রাইব্যুনালকে তদন্ত কর্মকর্তার দেখাতে হবে।

খ- একটু আগে বলেছি, আইন প্রসিদ্ধ দেশে এখন যদি আপনার বাসা বা অফিসে কেউ ভাঙচুর করতে আসে তাহলে আপনি নিশ্চয় পুলিশকে বলবেন তাদের অ্যারেস্ট করতে। সেই বলাটা নিশ্চয় অপরাধ নয়, অবশ্যই হত্যাযজ্ঞ অপরাধের তো প্রশ্নই ওঠে না। তেমনি আইন প্রসিদ্ধ একটা দেশে সরকার আছে, এবং কেউ রাষ্ট্রীয় সম্পদ ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও পুলিশের উপর আক্রমণ করলে দেশের নাগরিক হিসেবে যে কেউ আন্দোলনের ভেতর সহিংসতা সৃষ্টিকারীকে অ্যারেস্ট করতে বলার অধিকার রাখে এবং সেটা অপরাধ নয় এবং অবশ্যই হত্যাযজ্ঞ তো নয়ই।

গ- যে ফোনালাপের বেসিসে অভিযোগ করা হচ্ছে তা তদন্ত কর্মকর্তা মেনশন করেছে ২০ জুলাই ২০২৪ ইং তারিখের। আর কুষ্টিয়াতে ৬ জনের মৃত্যু হয় ৫ ই আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখে সরকার পতনের পর দুপুর ১ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪ ঘটিকার মধ্যে। সুতরাং সেই ফোনালাপের ভিত্তিতে কিভাবে অভিযোগ দাঁড় করানো যায় তা আমার বুঝে আসে না।

প্রথমতঃ এক্স, ওয়াই, জেট যে কেউ একজন পুলিশ সুপারের সাথে ২০ জুলাই ২০২৪ ইং তারিখে ফোনে কথা বললো, ছবি-ভিডিও দেখে কিছু আটক করার কথা বললো, এই আটক করা মানে কিভাবে কবে থেকে নির্যাতন ও হত্যার নির্দেশ হয়ে যায়? আটক মানে যদি তদন্ত কর্মকর্তা মনে মনে মন কলা খেয়ে ধরে নেন নির্যাতন ও হত্যার নির্দেশ তবে তো তদন্ত কর্মকর্তার মনের সমস্যা অথবা তাঁর মন কলা খাওয়াটা সমস্যা।

দ্বিতীয়তঃ এক্স, ওয়াই, জেট যে কেউ একজন পুলিশ সুপারের সাথে ফোনে কথা বললো ২০ জুলাই ২০২৪ ইং তারিখে আর সেই জেলায় ৬ জন মানুষ মারা গেলো ৫ই আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখে। এখানে ভালোভাবে দুটো পয়েন্ট খেয়াল করা দরকার;

১- ফোনালাপটা ২০ জুলাই ২০২৪ ইং তারিখের আর ৬ জন মারা গেছে ৫ই আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখে। মাঝখানে ১৬ দিন চলে গেলো। ১৬ দিনে সারাদেশে অনেক হতাহত, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ সহ নানাবিধ দুর্ঘটনা ঘটে গেলো। তো ১৬ দিন আগে আটক করতে বলা ফোনালাপের ভিত্তিতে ১৬ দিন পর এসপি হত্যা করলো ৬ জনকে? আর ফোনালাপে শোনা যায় আটকের কথা, কিন্তু ১৬ দিন বাদে সরকার পতনের পর যদি আন্দোলনে কেউ মারা যায় তা কিভাবে ওই ১৬ দিন আগে ফোনালাপে আটক করতে বলা এক্স, ওয়াই অথবা জেট এর নির্দেশে হয়? তাছাড়া এই ১৬ দিনে তো সেই জেলা শহরে প্রায় দিনই আন্দোলন চলেছে। আন্দোলনকারী ও পুলিশের সংঘর্ষও হয়েছে কিন্তু এসপি সেই ফোনালাপের ভিত্তিতে অ্যাকশন নিলো না কেন? এরচেয়েও বড় প্রশ্ন—এই অপরাধে সেই এসপির নামে কি মামলা হয়েছে? তাকে কি কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে?

২- ৬ জন মারা যায় ৫ই আগস্ট ২০ ইং তারিখের বেলা ১ টা থেকে বিকেল ৪ টার মধ্যে। সুতরাং এটা তো দিনের আলোর মত স্পষ্ট যে, সেই সময় সরকার পতন ঘটেছে, চেইন অব কমান্ড এবং ল অ্যান্ড অর্ডার বলে কিছু ছিল না। সুতরাং তখন কি করে ওই এক্স, ওয়াই বা জেট এর ১৬ দিন আগের ফোনালাপের ভিত্তিতে এই হত্যাকান্ড হতে পারে? তাছাড়া যেখানে সরকার পতন হয়েছে, চেইন অব কমান্ড ভেঙ্গে গেছে, ল অ্যান্ড অর্ডার কোলাপসড করেছে সেখানে, এসব হত্যাকান্ডের জন্য কিভাবে সুপিরিয়র কমান্ডার রেসপন্সিবিলিটির দায় আমার হতে পারে? সরকার পতনের পর, চেইন অব কমান্ড ভেঙ্গে যাবার পর, ল অ্যান্ড অর্ডার কোলাপসড করার পর এসব সংঘর্ষ ও হতাহতের দায় কোনভাবেই ওই সরকার বা সরকারের সাথে রাজনৈতিক জোটে থাকা কোন দলের বা ব্যাক্তির হতে পারে না। বরং সরকার পতন, চেইন অব কমান্ড ব্রেক ডাউন, ল অ্যান্ড অর্ডার কোলাপসড অবস্থায় তখন সারাদেশেই এমন বহু সহিংসতা, হতাহত, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনা সহ লুটপাটও চলে।

৫ই আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখে সরকার পতনের পর সারাদেশে বেশীরভাগ থানায় আক্রমন হয়। অস্ত্র লুট সহ পুলিশ হত্যা ও থানা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। উদাহরণ হিসেবে ৫ই আগস্টে যাত্রাবাড়ি থানায় আন্দোলনকারীরা অগিসংযোগ করলে থানার ছাদে পুলিশদের বাঁচার আর্তনাদ সারাবিশ্ব দেখেছে। সেদিন শুধু যাত্রাবাড়ি থানা না, দেশের বেশীরভাগ থানায় একই দৃশ্য। এমনকি ৬ই আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখেও রাস্তায় পুলিশের লাশ ঝুলে থাকতে ও মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এমনকি সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থানায় ৪ই আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখে আন্দোলনকারীরা আক্রমন করে ১৩ অথবা ১৫ জন পুলিশ হত্যা করে। সেই স্বীকারোক্তি সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নিজে দিয়েছেন, সেই ভিডিও আমার লয়্যার প্যানেলের কাছে আছে। সুতরাং ৪ ও ৫ই আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখে পুলিশে উপর এমন আক্রমণের ফলে পুলিশ নিজেদের আত্মরক্ষার্থে অ্যাকশনে গিয়েছে, কারো অর্ডারে না। বিশেষ করে ৫ই আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখে সরকার পতনের পর তো কারো অর্ডারে পুলিশ গুলি চালানোর প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া ৫ই আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখে সরকার পতনের পর চাচা আপন প্রাণ বাঁচা অবস্থায় কোন মন্ত্রী বা রাজনৈতিক নেতা কোন পুলিশকে অর্ডার করবে আর অর্ডার করলে পুলিশ শোনার জন্য বসে থেকেছে?

ঘ-আমি কোন এক্সিকিউটিভ পাওয়ার কিংবা অফিসিয়াল ক্ষমতার চেয়ারে ছিলাম না, সুতরাং আমি প্রশাসনকে অফিসিয়াল অর্ডার করার কোন সিস্টেমই নাই। তাছাড়া আমি নির্দেশ দিলে এসপি কেন তা ফলো করবেন? আর এসপি যদি কারো নির্দেশ ফলোই করবে তবে ১৬ দিন আগে যখন ফোনালাপটা

হয় তার কাছেপিঠে সময়েই নির্দেশ অনুযায়ী এসপি অ্যাকশন নেবার কথা। ১৬ দিনে সারাদেশে এত হতাহত ঘটে যাবার পর এবং সরকার পতনের পর আর ওই ফোনালাপের কথার ভ্যালিডিটি থাকে না। ঙ-৬ জনেরই মৃত্যু কার গুলিতে হয়েছে? সিভিলিয়ান আর্মসের গুলিতে, নাকি পুলিশের গুলিতে? যদি তদন্ত কর্মকর্তা সেটা নিশ্চিত না করতে পারে তবে ০৩ নং অভিযোগের কোন ভ্যালিডিটিই থাকে না। ফোনালাপটা এসপির সাথে আর ৬ জনের মৃত্যু যদি পুলিশের গুলিতে না হয়ে সন্ত্রাসীর গুলিতে হয়ে থাকে তাহলে এটা আম গাছ থেকে কাঠাল পাড়ার মত গল্প হয়ে গেলো না? সুতরাং এই অভিযোগ সম্পূর্ন ভিত্তিহীন এবং ইররিলেভেন্ট।

এছাড়া ৬ জন মৃত ব্যাক্তির মধ্যে কেবল মাত্র ১ জনের ময়না তদন্ত প্রতিবেদন আছে, বাকি ৫ জনের নাই। যে ১ জনের ময়না তদন্ত প্রতিবেদন আছে সেখানে ফায়ার-আর্মসের গুলিতে জখমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সে গুলি পুলিশ নাকি সিভিলিয়ানের সে কথা স্পষ্ট উল্লেখ নাই।

এছাড়াও যে ৪ জন পাবলিক উইটনেস ট্রাইব্যুনালে এসে সাক্ষ্য দিয়ে গেছে, তারাও কেউ নিশ্চিত করতে পারেনি ৬ জনের মৃত্যু পুলিশ নাকি সিভিলিয়ানের গুলিতে হয়েছে। বরং তাদের ভাষ্যমতে, আওয়ামী সন্ত্রাসীরা গুলি চালিয়েছিল। আর এখানেও খেয়াল করা জরুরী আমি আওয়ামীলীগের কাউকে নির্দেশ দেবার এখতিয়ার রাখি না, আর নির্দেশ দিলেও আওয়ামীলীগের কেউ আমার নির্দেশ ফলো করার সুযোগ নাই তা একটা শিশু বাচ্চাও বোঝে। তাছাড়া কুষ্টিয়া আওয়ামীলীগের কোন নেতাকর্মী কারো সাথেই আমার তখন যোগাযোগ হয়নি।

এছাড়া খেয়াল রাখা জরুরী, কুষ্টিয়ায় ৬ হত্যাকাণ্ডের আলাদা ৬টি মামলা দায়ের করে তাদের পরিবার। অথচ একটা মামলাতেও আমার নাম এজাহারভুক্ত ছিল না।

সুতরাং কোথাও কোনোভাবেই যেহেতু পুলিশের গুলিতে ৬ জনের মৃত্যুর কথা উল্লেখ বা প্রমাণ নাই এবং কুষ্টিয়াতে ৬ জনের মৃত্যুতে ৬টি ভিন্ন ভিন্ন মামলায় আমার নাম এজাহারভুক্ত না থাকা এটা প্রমাণ করে এসপির সাথে এক্স,ওয়াই বা জেট এর ফোনালাপের ভিত্তিতে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

চ- এসপির সাথে এক্স, ওয়াই বা জেট এর ফোনালাপে ব্যবস্থা নিতে বলা মানে হত্যার নির্দেশ ইন্ডিকেট করে না। হত্যার মত গুরুতর অভিযোগে নিশ্চয় মনে মনে ধরে বা নেওয়া এজামশন করে নেবার সুযোগ নাই। আর আটক মানে কি সেটা প্রসিকিউশনের সাবমিট করা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে এক্স, ওয়াই বা জেট এর আরেকটা ফোনালাপে শোনা যাচ্ছে, আটক করলেও চালান না করে কয়েক কয়েক ঘন্টা থানায় বসিয়ে রেখে ছেড়ে দিতে হবে। এমন আটক করার কথা কবে থেকে হত্যাযজ্ঞ অপরাধ হয়ে গেলো? কোনদেশে এমন আন্দোলনে আটক করা হয় না?

আটক নয়, ফ্যাসিবাদী শক্তি নাশকতা করলে পুলিশকে গুলি করার আহ্বান জানিয়েছে ১৭ নভেম্বর ২০২৫ ইং তারিখে প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নূর।

https://www.facebook.com/share/p/1JtMhCvU4Z/

সুতরাং তাঁর এই কথার পর পুলিশ গুলি করে কাউকে হত্যা করলে সেই হত্যাকান্ডের নির্দেশদাতা কি নুরুল হক নূর? অথবা ১৭ নভেম্বর ২০২৫ ইং তারিখে নুরুল হক নূরের এই বক্তব্যের পর আওয়ামীলীগের যত মানুষকে হত্যা করা হয়েছে সেসব হত্যাকান্ডের দায় কি নূরের?

গণভবনের মিটিং, টিভি ইন্টারভিউ বা কারো সাথে ফোনালাপে কোথাও কাউকে গুলি করার কথা হয় নাই। আটক মানে কয়েক ঘন্টা থানায় বসিয়ে রেখে ছেড়ে দেবার কথা বলা হলে সেটা কিভাবে হত্যাযজ্ঞ অপরাধ হয়ে যায়?

অভিযোগ-০৪- ২০ জুলাই ২০২৪ ইং তারিখে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ফোনালাপে লিথ্যাল উইপেন ব্যবহার করে আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে আন্দোলনকারীদের ঘেরাও করে, ছত্রীসেনা নামিয়ে, হেলিকপ্টার ব্যবহার করে তাদেরকে গুলি করে হত্যা, বোম্বিং করে হত্যা, আটক ও নির্যাতনের ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা, উস্কানী প্রদান এবং শেখ হাসিনাকে উক্তরূপ নির্দেশ দিতেন।

ক- লিথ্যাল উইপেন ব্যবহার, হেলিকপ্টার ব্যবহারের মাধ্যমে হত্যা, বোম্বিং করে হত্যা, নির্যাতনের পরিকল্পনা এবং উস্কানীমূলক কোন ধরনের কথা সেই ফোনালাপে শোনা যায় না। তাহলে এমন গুরুত্বর অভিযোগ তদন্ত কর্মকর্তা কিভাবে করলেন? এসব উদ্দেশ্যমূলক অভিযোগ। সুতরাং তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত যে নিরপেক্ষ না তা হলফ করে বলা যায়।

খ- শেখ হাসিনাকে নির্দেশের কথা মেনশন করেছে তদন্ত কর্মকর্তা। এমন অভিযোগ লেখার আগে তদন্ত কর্মকর্তার 'নির্দেশ' শব্দের মানে ভালোভাবে জানা দরকার ছিল। কে কাকে নির্দেশ দিতে পারে তা তাঁর জানা দরকার ছিল। সুতরাং এই অভিযোগ কিল ঘুষি দিয়ে কাঠাল পাকানোর মতো।

গ- ছত্রীসেনা নামানো বা হেলিকপ্টার থেকে সাউন্ড গ্রেনেডের কথা শেখ হাসিনার কণ্ঠে শোনা যায়। এবং সেটাতে এগ্রি বা ডিজএগ্রির কোন সুযোগ সেখানে কারোরই থাকা সম্ভব না। কারণ, তিনি তখন প্রধানমন্ত্রী এবং তা তাঁর এক্সিকিউশন পাওয়ারে সেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাছাড়া ডিপ্লোম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ, পজিশন ওয়াইজ ওয়ে অব টকিং বলে কিছু টার্ম আছে। তাই তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের কথা বললেও সেখানে তাঁর নিচের কারোরই মুখের উপর তা ডিজএগ্রি বা রিজেক্ট করার সুযোগ নেই। এছাড়া সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনালাপে অপরপ্রান্তে থাকা ব্যাক্তি সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কথার প্রেক্ষিতে যে, 'হ্যা, হুম, জ্বি' উচ্চারণ করেছে এসব শব্দ সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সব সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানানো নয়, শ্রোতা হিসেবে রেসপন্স মাত্র।

তাছাড়া শুধু একটা ফোনকল দিয়ে অভিযোগ দায়ের করলে তো হবে না, কনসিকুয়েন্স হিসেবে তারপরের ফোনকলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্পষ্ট সেই এক্স, ওয়াই বা জেট বলছে, গুলি করা যাবে না, আটক করলেও চালান না করে কয়েক ঘন্টা থ্যানায় বসিয়ে রেখে ছেড়ে দিতে হবে, এমনকি একাধিক টিভি ইন্টারভিউতেও বল প্রয়োগ না করে আলোচনার টেবিলে বসে সমাধানের কথা বলা হয়েছে।

ঘ- সেই ফোনালাপে শেখ হাসিনা হেলিকপ্টার থেকে যে বোম্বিং এর কথা বলে সেই বোম্বিং মানে যে সাউন্ড গ্রেনেড তা বুঝতে তো রকেট সাইন্স পড়ার দরকার নাই। কারণ-

প্রথমতঃ সেই শব্দ উচ্চারণের আগে উনি বাক্যটা শুরু করেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে ক্যাজুয়ালিটির দরকার নাই, আকাশ থেকে নামবে'। যেখানে স্পষ্ট বলেছে ক্যাজুয়ালিটির দরকার নাই সেখানে ছত্রীসেনা, সাউন্ড বোমা, এসব হত্যাকান্ডের জন্য নয় তা স্পষ্ট প্রমাণ করে।

দ্বিতীয়তঃ শেখ হাসিনা হেলিকপ্টার থেকে বোম্বিং বলার সাথে সাথে সেই শব্দটাকে রিকনফার্ম করার জন্য ফোনের অপরপাশের এক্স, ওয়াই বা জেট রিপিট করে 'সাউন্ড বোম'। সুতরাং এটা তো স্পষ্ট যে, ওখানে সাউন্ড গ্রেনেড মিন করা হয়েছিল। আর সরকার ও প্রসাশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ঠেকাতে সাউন্ড গ্রেনেড মারা কিভাবে আইন বর্হিঃভূত হয়? অন্তর্বর্তী সরকারও তো গত দেড় বছরে আন্দোলন দমনে বহুবার সাউন্ড গ্রেনেড মেরেছে। গত দেড় বছরের কথা বাদ দিলাম শুধু প্রথম ৬ মাসেই ইন্টেরিম সরকারকে ১৩৬টি আন্দোলন মোকাবিলা করতে হয়। এবং বেশীরভাগ আন্দোলনে পুলিশ লাঠিচার্জ, জল কামান, টিয়ারশেল, সাউন্ড গ্রেনেড সহ ফায়ার ওপেন করে। আনসার, এমপিওভুক্ত শিক্ষক, এবদেতিয়া শিক্ষক, রিক্সাচালক, ফ্রিলান্সার সহ বহু আন্দোলনে এসব ঘটেছে। শিক্ষকদের আন্দোলনে আহত হওয়া শিক্ষিকা তো চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারাও গেছেন। গত ১৬ মাসে সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন দিন ছিল ১৭ ই অক্টোবর ২০২৫ ইং তারিখ, সেদিন জুলাই সনদ স্বাক্ষরিত হয়। সেই অনুষ্ঠান শুরু হবার আগে সরকারী প্রসাশনের সাথে গ্যাজেটভুক্ত জুলাই যোদ্ধাদের সাথে সংঘর্ষ হয়। সংসদ ভবন এলাকা পরিণত হয় রণক্ষেত্রে। লাঠিচার্জ, জলকামান, টিয়ারশেল, সাউন্ড গ্রেনেড এমনকি ফায়ার ওপেন করতেও ভিডিওতে দেখা যায় এবং উচ্চপদস্থ পুলিশ তাঁর সদস্যদের নির্দেশ দিতে ভিডিওতে দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, আন্দোলন চলাকালে ঢাকা কিংবা সারাদেশে কোথায় হেলিকপ্টার থেকে বোম্বিং করা হয়েছে তার একটা প্রমাণ তদন্ত কর্মকর্তা কি ট্রাইব্যুনালকে দেখাতে পেরেছে? আবার ছত্রীসেনা শব্দ নিয়ে এত তোলপাড় কিন্তু ছত্রীসেনা মানে কি সেটা আগে বুঝতে হবে। ছত্রীসেনা মানে প্যারাট্রুপার। অর্থাৎ আকাশপথে বিমান বা হেলিকপ্টার থেকে প্যারাসুট মানে ছাতার মত বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করে মাটিতে অবতরণকারী সুপ্রশিক্ষিত বিশেষ বাহিনীকে বোঝায়। আন্দোলন চলাকালে হেলিকপ্টার কিংবা বিমান থেকে এই প্যারাট্রুপার কোথাও অবতরণ করেছে এমন কোন প্রমাণ তদন্ত কর্মকর্তা এবং প্রসিকিউশন দেখাতে পেরেছে? সুতরাং হেলিকপ্টার থেকে বোম্বিং করা ও ছত্রীসেনা যেহেতু নামেই নাই সেহেতু তা নিয়ে অভিযোগ দায়ের করা যায় কিভাবে?

চতুর্থতঃ আন্দোলনকারীদের আটক নিয়ে খুব দীর্ঘ ব্যাখা নাই কারণ উপরের কথাতে অনেক জায়গায় আটক নিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তবুও এটুকু মেনশন করতে চাই, সরকার বা প্রসাশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ সহ বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে যেকোন দেশে যেকোন সরকার আন্দোলনকারীদের মধ্যে থেকে সহিংসতা সৃষ্টিকারীকে আটক করবে এটা আইন বর্হিঃভূত নয় বা অপরাধ নয় বা হত্যাযজ্ঞ অপরাধ তো অবশ্যই নয়। এই সরকারও একাধিক আন্দোলন থেকে আন্দোলনকারীদের আটক করেছে।

৮টি অভিযোগের ৮টি তেই বলা হয়েছে হেলিকপ্টার ব্যবহার করে গুলি বর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু, তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশ ডিপার্টমেন্টের হয়েও বোধহয় জানেন না যে, পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কোন হেলিকপ্টারই নেই। RAB যে হেলিকপ্টার ব্যবহার করে তা কেবল বাহিনীর সদস্যদের এক স্থান থেকে আরেক স্থানে উড্ডয়ন ও অবতরনের জন্য। ছত্রীসেনা নামানোর কোন ঘটনা আজ পর্যন্ত ঘটেনি। তদন্ত কর্মকর্তার আরো জানা জরুরী পুলিশ, বিজিবি এবং RAB বাহিনীতে কোন ছত্রীসেনা ইউনিট নাই। ছত্রীসেনা আছে কেবলমাত্র সেনাবাহিনীতে। আর আন্দোলন চলাকালে সেনাবাহিনীর কোন হেলিকপ্টার ছত্রীসেনা নিয়ে আন্দোলনে ভূমিকা রাখেনি। তাই ছত্রীসেনা নামানোর গল্প অবান্তর ও মিথ্যা।

হেলিকপ্টার ব্যবহার মানেই আন্দোলনকারীদের হত্যা করা নয়। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকদের উদ্ধারের কাজেও ব্যবহার করা হয়েছে। যেমনটা করা হয়েছিল, ১৮ জুলাই মেরুল বাড্ডায় অবস্থিত কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির ছাদ থেকে হেলিকপ্টার দিয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের উদ্ধার করা হয়। তেমনি যাত্রাবাড়িতে যখন বিক্ষোভকারীরা থানা ঘেরাও করে ফেলে তখন সেখানে সড়কপথ ব্যবহার করে আইন-শৃঙ্ক্ষলা বাহিনী পৌঁছাবার সুযোগ থাকে না বলেই হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয় যাত্রাবাড়ি থানায় কর্তব্যরত সদস্যদের রক্ষা করতে। সেজন্য ২০ জুলাই ২০২৪ ইং তারিখে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সাথে ফোনালাপে হেলিকপ্টার, সাউন্ড বোম এবং ছত্রীসেনা শব্দ নিয়ে এত আপত্তি অথচ সেই ফোনালাপেই যখন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলছে, 'কোন ক্যাজুয়ালিটির দরকার নাই' তারপর কিভাবে তা নিয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যায় মাননীয় ট্রাইব্যুনাল? হেলিকপ্টার, সাউন্ড বোম এবং ছত্রীসেনা শব্দ নিয়ে যদি অভিযোগ হয় তবে 'কোন ক্যাজুয়ালিটির দরকার নাই' এই অর্ডারের কেন কোন মূল্য নাই?

তাছাড়া জাতিসংঘের যে অকালপক্ক রিপোর্টকে প্রসিকিউশন অকাট্য দলীল মানছেন সেই রিপোর্টে কিন্তু, কোথাও প্রমাণ নেই যে, 'হেলিকপ্টার থেকে গুলি করা হয়েছে।' জাতিসংঘের রিপোর্টে লিখছে, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের নির্দেশে র‍্যাব ব্যবহার করেছে তাঁর হেলিকপ্টার। কারণ, বিশেষভাবে বিক্ষোভকারীদের ভয় দেখাতেই হেলিকপ্টার মোতায়েন করা হয়েছিল। আন্দোলন চলাকালে ঢাকার আকাশে ইউএন লোগো সংবলিত হেলিকপ্টার দেখা যায়। তা নিয়ে ২১বা ২২ জুলাই ২০২৪ ইং তারিখে নিউ ইয়র্ক জাতিসংঘের সদর দপ্তরে জাতিসংঘের কর্মকর্তা এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনের ইউএন লোগো সংবলিত হেলিকপ্টার ও এপিসি কেন আন্দোলন দমনে ব্যবহার করা হচ্ছে? তারপর সাবেক পররাষ্টমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেছিল, এসব জাতিসংঘের হেলিকপ্টার বা এপিসি না, জাতিসংঘকে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল কিন্তু লোগো মোছা হয়নি এখনও।

জাতিসংঘের রিপোর্টে এটাও বলা হয়েছে, প্রত্যক্ষদর্শী কেউ কেউ বলেছে তাঁরা হেলিকপ্টারে অস্ত্র তাক করে থাকতে দেখেছে এবং গুলিও ছোড়া হয়ে থাকতে পারে। তাঁর ব্যাখ্যা হিসেবে জাতিসংঘ রিপোর্ট বলছে, টিয়ারগ্যাস লঞ্চারকেও নীচ থেকে দেখতে অনেকটা রাইফেল বা লিথ্যাল উইপেনের মত মনে হয়। জাতিসংঘের ৪ নাম্বার শিরোনাম- Use of helicopters to immediate and deploy possibly unlawful force পুরোটা দেখলেই সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

জাতিসংঘ রিপোর্টের ০০১০৫৯ নং পৃষ্ঠার ১৩৮ নং অনুচ্ছেদ বলছে—'RAB, the Police and reportedly also the Army's aviation unit deployed helicopters in relation to the protest. In particular RAB's black helicopters were used to intimidate protesters and deploy fiorce against then.

According to senior officials, the then home affairs minister specifically demanded the deoployment of more helicopters to scare protesters in the way that RAB had used them, and Army officers were also directly informing the Prime Minister about the deployment of helicopters.'

যেখানে স্পষ্ট বলা হচ্ছে, হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়েছিল আন্দোলনকারীদের ভয় দেখাতে।

০০১০৫৯ নং পৃষ্ঠার ১৩৮ নংজাতিসংঘ রিপোর্টের অনুচ্ছেদ বলছে—'According to eyewitness testimony provided to OHCHR tear gas was repeatedly deployed from RAB or police helicopters against group of protesters in Mirpur (18 July), Mohakhali (18 July), Dhanmondi (18 and 19 July), Badda (19 July), Mohammadpur (19 July), and Rampura (19 July), Shahbag (19 July), BAshundhara (19 July and 2nd and 3rd August), GAzipur (20 July), Jatrabari (20 and 21 July), as well as sound grenedes in Rampura (18 July).

০০১০৬০ নং পৃষ্ঠার ১৪২ নংজাতিসংঘ রিপোর্টের অনুচ্ছেদ বলছে—'The inspector general of police and the director general of RAB have both acknowledged that RAB helicopters dropped tear gas and sound grenedes on protesters but could not confirm that security forces shot firearms fromRAB helicopters. RAB reported to OHCHR that it had fired 738 teargas shells, 190 sound grenedes and 557 stun grenedes from helicopters, but asserted that had not shot once with rifels or shotguns from helicopters during the perior of July 01 to 15 August 2024.'

০০১০৬০ নং পৃষ্ঠার ১৪৪ নংজাতিসংঘ রিপোর্টের অনুচ্ছেদ বলছে—'BAsed on the information obtained, OHCHR cannot confirm or exclude the shooting of rifels or shotguns from helicopters. It is posible that some victims who were hit seemingly from above by projectiles were in fact hit by rifels fired from elevated positions, by prjectiles fired into the air and that then fell down, or by projectiles that recocheted or fragmented before they hit the victim. The matter requires further investigations, with the full cooperation of RAB, Police and ARmy including the personnel they deployed on helicopters.'

অতএব, ইউএন রিপোর্টেও কোথাও হেলিকপ্টার ব্যবহার করে গুলি প্রমাণ নেই। এমনকি পুলিশ প্রধান ও র‍্যাবের মহাপরিচালক হেলিকপ্টার ব্যবহার করে কয়টি টিয়ারশেল, সাউন্ড গ্রেনেড ও টি স্ট্যান গ্রেনেড ছোড়া হয়েছে সে প্রমাণ দেবার পর হেলিকপ্টার ব্যবহার করে গুলি করে হত্যার অভিযোগ করা যায়?

এবং তথাকথিত সেই ইউএন রিপোর্ট বলছে, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের নির্দেশে হেলিকপ্টার ব্যবহার করে র‍্যাব, তাহলে আমার নামে কিভাবে অভিযোগ করা যায়?

সুতরাং আমার নামে যে সম্পূর্ণ মিথ্যা মামলা করে বিচারিক হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছে তা প্রমাণিত।

অভিযোগ-০৫- নিউজ ২৪ চ্যানেলে ২৭ জুলাই ২০২৪ ইং তারিখে আন্দোলন দমন ও আন্দোলন ভিন্নখাতে প্রভাহিত করার আন্দোলনকারীদের বিএনপি-জামায়াত-সন্ত্রাসী-জঙ্গী ট্যাগ প্রদান করে

উস্কানীমূলক বক্তব্য প্রদান। সেই সাথে সরকার কর্তৃক গৃহীত হত্যাকান্ড সংঘটন সহ নির্যাতন ও নিপীড়নকে কৌশলে সমর্থন ও সহায়তা করা।

ক- কাউকে কোন ট্যাগ দেওয়া হয়নি।

খ- কৌশলে সমর্থন বলতে তদন্ত কর্মকর্তা কি বোঝাতে চেয়েছেন? কৌশল শব্দটা খুবই ফিশি, বিচারের ক্ষেত্রে এসব শব্দের উপর ভিত্তি করে অভিযোগ করা খুবই দুর্বল ও অসৎ তদন্তের লক্ষণ। তদন্ত কর্মকর্তা কৌশল বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন সেই কৌশলের ব্যাখ্যা একেকজন একেক রকম দাঁড় করাতে পারবে।

গ- ট্যাগ দেওয়া কাকে বলে সেটা আগে তদন্ত কর্মকর্তাকে বুঝতে হবে। ট্যাগ কাকে বলে তা উপরের বক্তব্যে খানিকটা বলেছি। আবার রিপিট করছি। যে যা নয় তাঁর বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ দেওয়া হলো ট্যাগ। বিএনপি-জামায়াতকে বিএনপি-জামায়াত বলা অথবা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বলা মানে ট্যাগ দেওয়া না।

জুলাই আন্দোলনে বিএনপি ও জামায়াত যে জড়িত ছিল তা নিয়ে ০১ নং অভিযোগের ব্যখ্যাতেই OHCHR এর রিপোর্টের ০০১০২৯ নং পৃষ্ঠার ৪১ নং অনুচ্ছেদ উদৃত করেছি। এছাড়াও OHCHR এর রিপোর্টের ০০১০৩০ নং পৃষ্ঠার ৪৮ নং অনুচ্ছেদ বলছে—'On 26 July 2024 the BNP publicly caled for unity among all democratic political parties, social and cultural organizations and other forces, and for them to unite in demanding the fall of the government.'

OHCHR এর রিপোর্টের ০০১০৭৪ নং পৃষ্ঠার ২১৭ নং অনুচ্ছেদ বলছে—'From 5 August enraged crowds also attacked Awami League Officials and offices. In some cases supporters of BNP and Jamat-e Islam were involved according to witness testimony provided to OHCHR. The BNP publicly acknowledged that some of its local leaders and activist, including from its student and youth wings, had participated in revenge violence and reported on 10th August that it had expelled 44 local leaders and activist.'

OHCHR এর রিপোর্টের ০০১০৭৪ নং পৃষ্ঠার ২১৮ নং অনুচ্ছেদ বলছে—'One o f Awami League's main offices on Dhanmondi road in Dhaka had scen multiple attacks resulting in injuries throughout early August. which were repelled by police, armed Awami League supporters and also BGB troops that had been called in for support. On 5 August, after all staff had left, a crowd stormed the office and burned it down. The same day, an Awami League supporter in Jatrabari was stabbed to death by a group of attackers whom the victim's family identified as BNP members.'

OHCHR এর রিপোর্টের ০০১০৭৪ নং পৃষ্ঠার ২১৯ নং অনুচ্ছেদ বলছে—'Violent crowds also vandalized, looted, or burned down official residences, homes and businesses belonging to Awami League leaders, government officials, or their close family members. In one incident, BNP supporters attacked a business of a senior Jubo League leader. According to a witness account, they held his parents hostage, and a local BNP leader allegedly extorted a ransom. BNP supporters took

control of the business and assaulted a family member who tried to file a police complaint. In another reported incident, a mob burned down a hotel in Jashore which was owned by a local Awami League leader. Approximately 24 people died in the incident. Crowds that included opposition supporters also stormed and vandalized the Prime Minister's official residence. Another mob looted and attacked with petrol bombs the Bangabandhu Memorial Museum, dedicated to Sheikh Hasina's father as the founder of Bangladesh.'

OHCHR এর রিপোর্টের ০০১০৭৪ নং পৃষ্ঠার ২২১ নং অনুচ্ছেদ, ০০১০৭৭ নং পৃষ্ঠার ২৩৪ নং অনুচ্ছেদ এবং ০০১০৮৯ নং পৃষ্ঠার ৩০২ নং অনুচ্ছেদের পুরো লেখা এখানে উদৃত না করলেও পড়ে দেখার অনুরোধ রইলো।

০০১০৩০ নং পৃষ্ঠার ৪৮ নং অনুচ্ছেদ বাদে বাকি অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ঘটনাগুলো ৫ আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখ কিংবা তাঁর পরবর্তী সময়ে সংগঠিত হলেও এগুলো এখানেওতীব গুরুত্বপূর্ণ কারণ, বিএনপি-জামায়েত আন্দোলনে যে প্রথম সারিতে ছিল তা প্রমাণ করতে এই অনুচ্ছেদগুলো সাহায্য করবে। যদি তাঁরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করে থাকে তবে এসব ঘটনা তাঁরা কেন ঘটাবে?

এছাড়াও সমন্বয়ক রিফাত রশীদও আন্দোলনে বিএনপি ও জামায়েত অংশগ্রহণ সম্পর্কে নিশ্চিত করেছে। রিফাত রশীদের ভাষ্যমতে বিএনপি দাবী করেছে তারেক রহমান তাদেরকে আন্দোলনে নামার নির্দেশ দিয়েছিল এবং জামায়েতের আমির শফিকুর রহমানও তাঁর দলকে নির্দেশ দিয়েছিল।

https://www.facebook.com/reel/886795884001861

জুলাই আন্দোলনে অংশগ্রহকারী প্রধান দুইটা বড় দল বিএনপি ও জামায়েত সেকথা জুলাই আন্দোলনের আরেক বড় স্টেকহোল্ডার অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল কনফার্ম করেছে।

https://www.facebook.com/share/v/176spiWgff/

জুলাই আন্দোলনে বিএনপি ও জামায়েতের আন্দোলন নিয়ে আওয়ামীলীগ সরকারের পতনের পর বিএনপির মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিবিসিকে বলে, 'এই আন্দোলনটা আমরা own করি এবং একই সঙ্গে আমরা শুধু ঢাকায় না, সারাদেশে সম্পৃক্ত হই, আমরা তো মাঠে ছিলামই'

তিনি আরো বলে, 'আন্দোলনে আমাদের ছাত্রদল পার্টিসিপেট করেছে, আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিলো তাদের সঙ্গে আমাদের এবং আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সর্বক্ষণ সংযোগ ছিল'

জামায়েতের নায়েবে আমির মোঃ তাহের বিবিসিকে বলে, 'আমরা মৌলিক ভূমিকা পালন করেছি এবং খুবই সচেতন ছিলাম, এটা যে জামায়েত শিবিরের আন্দোলন এটা যেন প্রকাশিত না হয়। যখন এটা প্রকাশ হতো এটা ছাত্র শিবিরের মাধ্যমে জানায়েতই আন্দোলনের নেতৃত্বে আছে তখন অনেক লোকদেরই রিজার্ভেশন তৈরি হতো। এই আন্দোলনটার পেছনে যে আমরা ছিলাম সেটা সরকার জানতো, গোয়েন্দারা জানতো, সেজন্যই তো জামায়েত ইসলামীকে ব্যানড করে দিয়েছিল, আর কোন দলকে তো করে নাই'

https://www.youtube.com/watch?v=mdVYY8TG0MI

এমন স্পষ্ট স্টেটমেন্টের পর কিভাবে আমি কাউকে ট্যাগ দিলাম এবং সেজন্য আমার নামে অভিযোগ দায়ের করা যায় মাননীয় ট্রাইব্যুনাল?

এখন যেমন দেশে কিছু হলেই আওয়ামীলীগ বা ছাত্রলীগ করেছে বলা হয় তাহলে কি আওয়ামীলীগকে ট্যাগ দেওয়া হচ্ছে? 'আম জনতা পার্ট' এর তারেক রহমান 'চ্যানেল এস' এর টক শো'তে গিয়ে বলেছেন, 'জুলাই আন্দোলনের পর জামায়াত মুক্তিযুদ্ধের সব কিছু ভেঙ্গেছে' এই যে তারেক রহমান জামায়তের নাম উল্লেখ করে যেটা বললেন সেটা কি তিনি জায়ামাতকে ট্যাগ দিলেন এবং জমায়াতকে হত্যার উস্কানী এবং লাইসেন্স দিলেন?

https://www.facebook.com/share/v/17jnqAHSpr/

জুলাই আন্দোলনেরও বহু আগেই শিবির প্যানেলের ডাকসু সদস্য রায়হান উদ্দিন তাঁর ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছিল, 'জামায়াত-শিবিরের আস্তানা জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও, শিবিরের চামড়া, তুলে নেবো আমরা'—এমন স্ট্যাটাস দেওয়ায় কি তিনি তাহলে জামায়াত-শিবিরকে হত্যার উস্কানী ও নির্দেশ দেন নাই? রায়হান উদ্দিন তো সরাসরি অ্যাটাকের কথা বলেছে অথচ আন্দোলন চলাকালে কোথাও আমি বিএনপি, জামায়াত-শিবির বা কোন নির্দিষ্ট দল বা ব্যাক্তিকে আক্রমণ, অত্যাচার, হত্যার কথা বলিনি বরং আমি আলোচনার মাধ্যমে সুন্দর সমাধানের কথা বলেছি। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রচারিত সংবাদ দেখলেই রায়হান উদ্দিনের স্ট্যাটাসের সত্যতা মিলে যাবে।

https://www.facebook.com/share/v/1D9gicEGtW/

ঘ- ২৭ জুলাই ২০২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত দেশের বহু স্থাপনায় অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও তান্ডব চালানো হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য স্থাপনা- মেট্রোরেল, বিটিভি ভবন, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, সড়ক ভবন, থানা, আওয়ামীলীগ অফিস সহ অনেক স্থাপনা। এবং এসব স্থাপনায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও তান্ডব চালানো যদি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড না হয় তাহলে কোনগুলোকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বলে? এগুলোকে যদি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড না বলা হয় তাহলে তো এ দেশের আইন ভুল প্রমাণিত হবে। আন্দোলনকারীরা জিতে গেছে এবং নতুন সরকার এসে ইনডেমনিটি দিয়ে সেসব কর্মকান্ডকে ক্ষমা করে দিয়েছে। কোন সরকার প্রধান তাঁর এক্সিকিউটিভ পাওয়ারে ইনডেমনিটি দিয়ে কোনকিছু ক্ষমা করে দিলেই সেটা আইননত সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সংজ্ঞা বদলে যায় না।

প্রসিকিউশন তো আবার মানতে চাইবেন না যে, দেশের বহু স্থাপনা মেট্রোরেল, বিটিভি ভবন, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, সড়ক ভবন, থানা, আওয়ামীলীগ অফিস সহ অনেক স্থাপনায় অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও তান্ডব চালানো হয়! তাই সমন্বয়ক ও আন্দোলকারীদের নিজের মুখে স্বীকারোক্তি দিচ্ছি।

-সমন্বয়ক হাসিব টিভি টক শো'তে বসে বলেছে, 'মেট্রোরেলে আগুন না দেওয়া হতো, যদি পুলিশদেরকে না মারা হতো, তাহলে এই বিপ্লবটা সহজে অর্জিত হতো না।'

https://www.facebook.com/reel/1538255286795000

-আরেক আন্দোলনকারী বলছে, 'থানা পুলিশ কেন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল পুলিশ হয়তো ভুলে গেছে, যদি ভুলে যায় আমরা মনে করিয়ে দিতে পারি কি ভাবে থানা পুলিশ জ্বালিয়ে দিতে হয়'

https://www.facebook.com/share/r/17oQdPop1Z/

-সমন্বয়ক রিফাত রশিদ বলছে, 'শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে আমি রিফাত রশীদ সর্বপ্রথম তালা ভাঙ্গি এবং ছাত্রলীগের উপস্থিত যারা ছিল তাদের প্রত্যেককে মেরে মেরে শুইয়ে দিই'

https://www.facebook.com/reel/886795884001861

-সমন্বয়ক মাহদী বলছে, 'বানিয়াচং থানা কিন্তু আমরাই জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম, এসআই সন্তোষকে কিন্তু আমরাই জ্বালিয়ে দিয়েছি'

https://www.facebook.com/reel/764272709534196

-আরেক সমন্বয়ক বলেছে, 'আমি নিজে পুলিশের সাথে মারামারি করেছি, পুলিশের গায়ে হাত দিয়েছি' সেই ভিডিও আমার ডিফেন্স লয়্যার ট্রাইব্যুনালে সাবমিট করবে।

-আরেক আন্দোলনকারী বলেছে—'যাত্রাবাড়িতে যে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল পুলিশকে, সেই এরিয়াটা আমাদের। আমরাই সহযোগিতা করেছি।'

https://www.facebook.com/share/v/1Ahw6mtFAb/

-মোঃ শফিকুর রহমান নামে আরেক আন্দোলনকারী তার ফেসবুক ওয়ালে ১৮ জুলাই বিটিভি ভবনে কিভাবে অগ্নিসংযোগ করেছিল তাঁর বর্ণনা দিয়ে লেখে, '১৮ জুলাই ২০২৪ ইং তারিখে সর্বপ্রথম আমি মোঃ শফিকুর রহমান, রামপুরা বিটিভি ভবনের ৩ নাম্বার গেইট ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করি। ভেতরে থাকা মাইক্রোবাসে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেই।' তাঁর সেই ফেসবুক স্ট্যাটাসের স্ক্রিনশট আমার ডিফেন্স লয়্যার ট্রাইব্যুনালে পেশ করবে।

তদন্ত কর্মকর্তা, প্রসিকিউশন ও ট্রাইব্যুনালকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, উপরে যেসব নমুনা দিলাম, তাঁরা কি জুলাই আন্দোলকারী কিনা! কারণ, যদি তাঁরা জুলাই আন্দোলনকারী হয় তবে জুলাই আন্দোলনে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হয়েছে। আর যদি তাঁরা আন্দোলনকারী না হয়ে থাকে তবে জুলাই আন্দোলনে মার ধর, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হয়নি। সেক্ষেত্রে উপরে যাদের নমুনা দিয়েছি তাদের অ্যারেস্ট করে আইনের আওতায় আনতে হবে।

আন্দোলনে এত এত স্বীকারোক্তীর পরেও যদি প্রসিকিউশন দাবী করে জুলাই আন্দোলনে আন্দোলনকারীরা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটায়নি তবে যাদের স্বীকারোক্তীর নমুনা এখানে দিলাম, তাদের প্রত্যেককে কেন অ্যারেস্ট করে এই কাঠগড়ায় আনা হবে না তাঁর ব্যখ্যা ট্রাইব্যুনালের কাছে আমার আগে জানা দরকার এবং এদেরকে এই কাঠগড়ায় নিয়ে আসার আগে আমার মামলা ও বিচার বৈধ নয়।

ঙ- আন্দোলনে যে বিএনপি-জামায়াত অ্যাক্টিভ ছিল তাঁর তো আলাদা করে খুব ব্যাখার দরকার নাই। কারণ, গত ১৬ মাসে শুধু বিএনপি-জামায়াত না, বাকি যেসব দল আন্দোলনে অ্যাক্টিভ ছিল তারাই অসংখ্যবার স্বীকার করেছে। বিবিসি বাংলায় জামায়াত নেতা ডা. তাদের নিজে বলেছেন তাঁরা কিভাবে আন্দোলনের পেছনে নেতৃত্বে ছিলেন। সাদিক কায়েম টিভি টক শোতে আন্দোলনে তাদের দলের কন্ট্রিবিউশান ও অংশীদারীত্বের কথা বলেছেন। বিএনপি অসংখ্য নেতা তাদের কৃতৃত্বের কথা বলেছেন। বহু বিএনপি নেতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে তাঁর ছবি ভিডিও আছে। বিটিভিতে যিনি আগুন দিয়েছে তিনি নিজে গণমাধ্যমে স্বীকারোক্তী দিয়েছে, মেট্রোরেল সহ বাকি স্থপনাতেও ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ যারা করেছে পরবর্তীতে তাঁরা বীরত্বের সাথে গণমাধ্যমে স্বীকারোক্তী দিয়েছে। থানায় আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগ করে পুলিশ হত্যার স্বীকারোক্তী বিএনপি নেতা সহ অনেকেই প্রকাশ্যে দিয়েছেন। এসব কি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড নয়? পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সংজ্ঞায় এসব কর্মকান্ড অবশ্যই অনর্ভূক্ত। কেউ চুরি করলে, তাকে মাফ করে দিলেই চুরির সংজ্ঞা বদলে যায় না। এলাকার মোড়লকে এলাকাবাসীর বড় একটা অংশের পছন্দ হলো না, তাই তাকে এলাকা থেকে বিতাড়িত করতে এলাকায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হলো, মোড়লকে এলাকা থেকে বিতাড়িত করা গেলো বলে ভাঙ্গচুর ও অগ্নিসংযোগের কর্মকান্ডের বিচার করলো না, তা বলে কি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ সিদ্ধ হয়ে যায়? না যায় না।

চ- এত এত ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনার জন্য জঙ্গি-সন্ত্রাস বলাতে তদন্ত কর্মকর্তার ভাষায় আন্দোলনকে দমন ও ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা হয়ে যায়, অথচ আন্দোলন চলাকালে আন্দোলনকারীরাই এসব টিভি ইন্টারভিউতে আন্দোলনকারীদের পক্ষের কথা ও সরকারকে সমালোচনা করা অংশের একাধিক ক্লিপ কেটে তাঁরা বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার করে বাহবা দিয়েছিল।

ছ- একই ইন্টারভিউতে আন্দোলনকারীদের যৌক্তিক দাবীর পক্ষে কথা, সরকারের সমালোচনা এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কথা থাকলে শুধু সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কথার অংশটুকুর জন্য আন্দোলন দমন ও ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা যায় অথচ আন্দোলনকারীদের পক্ষের কথা ও সরকারের সমালোচনা অংশের জন্য আন্দোলনকারীদের পক্ষে আন্দোলন জোরালো করতে প্রবাহিত হয় না? অবশ্যই হয়। আন্দোলনকারীদের পক্ষে আন্দোলন প্রবাহিত বেশী হয় কারণ, যখন কোন ব্যাক্তি সরকারের সাথে রাজনৈতিক জোটে থেকে আন্দোলনকারীদের পক্ষে ও সরকারের সমালোচনা করে তখন ওই কথার প্রভাব অনেক বেশী হয়।

জ- এনসিপি থেকে সদ্য অব্যাহতি পাওয়া কেন্দ্রীয় সংগঠক মুন্তাসীর মাহমুদ ১৬ ই নভেম্বর ২০২৫ ইং তারিখে বলেন, 'জুন মাসেই ফার্মগেটে শিবিরের সভাপতি মঞ্জুরুল ইসলাম, সাদ্দাম, সিবগাতুল্লাহদের সাথে বসে আন্দোলনের প্ল্যান করেছি কারণ, আমাদের আশাই ছিল কিভাবে শেখ হাসিনা সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামানো যায়।' একটা গণতান্ত্রিক দেশে সিটিং সরকার থাকা অবস্থায় সেই সরকারের পতন নিয়ে প্ল্যানিং হচ্ছে, এবং সেই প্ল্যানিং মাফিক মাসব্যাপী আন্দোলন হয়। সেই আন্দোলনে স্পেসিফিক দলের সদস্যরা ছিল শুধু সেটুকু বলা ট্যাগ দেওয়া হয়ে যায় কিভাবে?

ঝ-১৭ নভেম্বর ২০২৫ ইং তারিখে ধানমন্ডী ৩২ নাম্বারে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি পুনরায় ভাঙতে গেলে সেখানে প্রশাসন বাঁধা দেয়। সেখানেই ডিসি মাসুদ সাহেবকে তাঁর অথোরিটির সাথে ফোনে কথা বলতে দেখা

যায়। তিনি বলছেন, 'এরা তো শিবির স্যার, নতুন ফোর্স লাগবে।' এই যে ডিসি মাসুদ সাহেব সেদিন ধানমন্ডি ৩২ এ বিক্ষোভকারীদেরর শিবির বললেন, তাহলে তিনি কি বিক্ষোভকারীদের ট্যাগ দিলেন? এই ফোনালাপের পর আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ, টিয়ারশেল, সাউন্ড গ্রেনেডও নিক্ষেপ করে। এতে বেশ কয়েকজন আহতও হয়। তাহলে এখানে কি ডিসিস মাসুদ সাহেব শিবির ট্যাগ দিয়ে বিক্ষোভকারীদের নির্যাতন বা হত্যার লাইসেন্স দিলেন?

মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, ২৬ জুলাই যেখানে বিএনপি সরাসরি সরকারের পতনের ডাক দিলো তারপর সেই কথাটাই যদি কেউ মেনশন করে তবে কিভাবে তা ট্যাগ দেওয়া হয়? আমি কাউকে ট্যাগ দিইনি। যেহেতু কাউকে ট্যাগ দিইনি সেহেতু কাউকে হত্যার উস্কানীর প্রশ্নই আসে না। অতএব এটা প্রমাণিত, আমাকে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় বিচারিক হত্যার চেষ্টা করতে এখানে এনে দাঁড় করানো হয়েছে।

অভিযোগ-০৬- ২৯ জুলাই ২০২৪ ইং তারিখে গণভবনে ১৪ দলীয় রাজনৈতিক সভায় উপস্থিত থেকে আন্দোলন দমনে ও আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে আন্দোলনকারীদের জামায়াত-সন্ত্রাসী-সাম্প্রদায়িক ট্যাগ প্রদান করে একটা প্রবীন রাজনৈতিক দল 'বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী'কে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মাধ্যমে বাস্তবায়ন নির্দেশ দিয়ে আন্দোলনকারীদের উপর পরিচালিত হত্যাকান্ড ও নির্যাতন সংঘটনে উস্কানী, সহায়তা এবং সম্পৃক্ত থাকা।

ক- ট্যাগ প্রদান কি তা উপরে একাধিকবার ব্যাখ্যা দিয়েছি তাই এখানে আর আলাদা করে ব্যাখ্যা না করে শুধু এটুকু বলতে চাই কাউকে কোন ট্যাগ দেওয়া হয়নি।

খ- এই অভিযোগ দেখে আমি একটু দ্বিধান্বিত, অভিযোগটা আসলে কিসের জন্য? ট্যাগ দেবার জন্য নাকি প্রবীন রাজনৈতিক দল 'জামায়াত ইসলামীক'কে নিষিদ্ধ করার জন্য? কিন্তু, তদন্ত কর্মকর্তার বোঝার ভুল রয়েছে, কোন দলকে নিষিদ্ধ করার কোন এক্সিকিউশন পাওয়ার বা এখতিয়ার ১৪ দলের কারোরই নেই।

গ- তদন্ত কর্মকর্তা আবার বলেছে, 'বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মাধ্যমে বাস্তবায়ন নির্দেশ দিয়ে আন্দোলনকারীদের উপর পরিচালিত হত্যাকান্ড...' এই নির্দেশ দেবার অবস্থান ও চেইন অব কমান্ড সম্পর্কে তদন্ত কর্মকর্তার বোঝাপড়া যথেষ্ট কম মনে হচ্ছে। নির্দেশ কে কাকে কিভাবে দেবার এখতিয়ার রাখে বিশেষ করে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে, তা তদন্ত কর্মকর্তা আরো ভালোভাবে জেনে বুঝে এই অভিযোগ লিখলে হয়তো এমন ভুল অভিযোগ লিখতো না। আমার অবশ্য জানা নাই, তদন্ত কর্মকর্তা কি তাঁর আইজিপিকে কোন নির্দেশ দেন কিনা!

ঘ- কোন রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা আমি বা ১৪ দলের কেউ রাখে না। স্পষ্টভাবেই রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের ঘোষণায় বলা ছিল, সেটা এক্সিকিউটিভ অর্ডারে করা হয়েছে। আর এক্সিকিউটিভ অর্ডার এক্সিকিউট বা সিদ্ধান্ত নেবার জন্য ১৪ দলের সভা অনুষ্ঠিত হয় না। আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির এক সদস্যের প্রস্তাবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী 'জামায়েত'কে নিষিদ্ধের এক্সিকিউটিভ সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের জানান। তাছাড়া সবার আগে বুঝতে হবে এক্সিকিউটিভ পাওয়ার কি এবং কিভাবে তা এক্সিকিউশন হয়।

যেহেতু জামায়েতকে নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত এক্সিকিউটিভ অর্ডারে হয়েছে তাই সেখানে কারো আপত্তি বা অনাপত্তি জানাবার সুযোগ থাকে না। জানালেও তাতে কিছু যায় আসে না। যেমন করে ড. ইউনুস আওয়ামীলীগকে এক্সিকিউটিভ অর্ডারে নিষিদ্ধ করেছে কিন্তু তারপর খোদ বিএনপি সহ অনেকেই আপত্তি জানালেও তাতে কোন কাজ হয়নি।

আর যদি কোন ব্যাক্তি বা দল কোন দলকে নিষিদ্ধের বিষয়ে সমর্থন করেও থাকে, সেই সমর্থের মানে হত্যাযজ্ঞ অপরাধ নয় বা কাউকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া বা নির্দেশকে সমর্থন বা হত্যাকে লাইসেন্স দেওয়া হয় না। যেমন ড. ইউনুস এর আওয়ামীলীগকে নিষিদ্ধের সিদ্ধান্তে যারা সমর্থন জানিয়েছে তাঁরা কি তাহলে আওয়ামীলীগ কর্মীদের হত্যার সমর্থন বা লাইসেন্স দিলো?

২০০৮ সালের ৪ই নভেম্বর গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী জামায়তে ইসলামীকে সাময়িক নিবন্ধন দেওয়ার পর জামায়াতের নিবন্ধনের বৈধতা নিয়ে আদালতে ২৫ জন রিট করে। ২০০৯ সালের ২৭ জানুয়ারী রুল জারি হয়। ওই বছরের ডিসেম্বরে একবার এবং ২০১০ সালের জুলাই এবং নভেম্বরে দুইবার এবং ২০১২ সালের অক্টোবর ও নভেম্বরে দুইবার গঠণতন্ত্র সংশোধন করে নির্বাচন কমিশনে

দলটি জমা দেয়। দলের নাম জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ পরিবর্তন করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী করা সহ বেশ কয়েকটি সংশোধন আনা হয়। ২০১৩ সালে ১৮ ফেব্রুয়ারী আবেদনকারীরা রুল শুনানীর জন্য বেঞ্চ গঠনে প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন করেন। একই বছরের ১২ই জুন ওই রুলের শুনানী শেষ হলে যেকোন দিন রায় দেবে বলে জানানো হয়। ২০১৩ সালের সঙ্খ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে নিবন্ধন অবৈধ বলে রায় দেয়। এই রায়ের স্থগিতাদেশ চেয়ে জামায়েতের করা আবেদন একই বছরের ৫ই আগস্ট খারিজ করে দেয় আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি। এরপর পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হলে জামায়েত আপিল করে। ২০১৫ সালে কাজি রকিবউদ্দিন আহমেদের কমিশন জামায়েতের প্রতীকও বাদ দেন। এরপর ২০১৭ সালে বাদ দেওয়া হয় সংসদ নির্বাচনের প্রতীকের তালিকা থেকে। এবারই প্রথম না, ১৯৮৬ সালেও জামায়েত ইসলামী প্রতীক নিয়ে ঝামেলায় পড়েছিল। তাছাড়া এখন পর্যন্ত জামায়েত ইসলামী তিনবার নিষিদ্ধ হয়েছিল। ১৯৬৪ সালের ৪ জানুয়ারী প্রথমবার, ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি দ্বিতীয়বার এবং ২০২৪ সালে ১ আগস্ট তৃতীয়বার।

আদালতের রায়ে নিবন্ধ হারানো একটা দলকে ২০২৪ সালে রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর এক্সিকিউটিভ অর্ডারে নিষিদ্ধ করে সেই ঘটনাকে হত্যা মামলার অভিযোগ হিসেবে দায়ের করা হয়েছে। এমনকি আমাকে যখন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার অফিস ধানমন্ডিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হয়, তখনও সেখানে তদন্ত অফিসার জামায়েত নিষিদ্ধ করার অভিযোগে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এরপরেও কি মাননীয় ট্রাইব্যুনালের বুঝতে বাকি থাকে যে, এই মামলা হত্যার সাথে যোগসূত্র না, আর হত্যাকান্ডের সাথে আমারও কোন যোগাযোগ নেই। এই মামলা পলিটিক্যালী মোটিভেটেড। এই মামলা প্রতিশোধ পরায়ণ এবং অসৎ উদেশ্য প্রণোদিত।

১০ই মে ২০২৫ ইং তারিখে বর্তমান সরকারের প্রধান উপদেষ্টা তাঁর এক্সিকিউটিভ অর্ডারে আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগকে ব্যান করেছে। এবং ব্যান করার পরে আওয়ামীলীগের অনেক কর্মী ও সমর্থক বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে খুনও হয়েছে। সুতরাং সেসবের আইনগত দায় কিন্তু যমুনায় মিটিং করতে যেয়ে সরাসরি বা মৌন সম্মতি দেওয়া বাকি রাজনৈতিক দলের উপর বর্তায় না।

ঙ- ২৯ জুলাই ২০২৫ ইং তারিখে গণভবনে ১৪ দলের রাজনৈতিক সভা ডাকেন শেখ হাসিনা। আগেও বলেছি আবার বলছি, গণভবনে ১৪ দলের রাজনৈতিক সভা কেবলমাত্র একটা রুটিন সভা, এখানে কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বা সিদ্ধান্তের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই তা অতীতে যারা সরকারে ছিলেন তারাও জানেন। দেশে যেকোন বিশৃঙ্খলা বা ক্রাইসিস দেখা দিলে যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক তাঁরা রুটিন কাজ হিসেবে সরকারের সাথে থাকা জোটে থাকা দলদের নিয়ে রাজনৈতিক সভায় বসাটা হলো রাজনৈতিক শিষ্টাচার। তাছাড়া সরকার প্রধান তাঁর এক্সিকিউটিভ ক্ষমতায় কোন অর্ডার ইস্যু করলে সেখানে অন্য কারো মতামতের এখতিয়ার নেই। অন্য কারো পরামর্শ বা সিদ্ধান্ত শোনা ব্যাতীত সরকার প্রধান নিজে একা সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন অর্ডার ইস্যু করার নামই হলো স্কিকিউটিভ পাওয়ার। সুতরাং এমন ক্ষমতাবলে অর্ডারকৃত সিদ্ধান্তের জন্য কাউকে হত্যাযজ্ঞহের অভিযোগ অভিযুক্ত করে কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করানো স্পষ্টত, অসৎ উদ্দেশ্য।

চ- শুধুমাত্র গণভবনে রাজনৈতিক সভাতে উপস্থিত থাকা এবং শেখ হাসিনার সাথে যোগাযোগের অপরাধে হত্যাকান্ডের মত অপরাধে অভিযুক্ত করে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো তো অন্যায়। কেননা, ১৬ জুলাই ২০২৪ ইং তারিখে ফেসবুকে ভিডিও স্টেটমেন্টে স্পষ্ট করে বলা হলো কোন ধরনের বল প্রয়োগ বা লাঠিচার্জ কিংবা রক্তক্ষরণ নয় বরং সরকারের পক্ষ থেকে সমাধানের ভাষা সুন্দর হোক, যেসব টিভি ইন্টারভিউকে মেনশন করে অভিযোগ করা হচ্ছে ট্যাগ দেওয়া হয়েছে তাঁর প্রতিটা ইন্টারভিউতে বেশীরভাগ জায়গায় আলোচনার টেবিলে বসে সমাধানের কথা বলা হলো এবং ০৪ আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখে ফোনালাপে শোনা যাচ্ছে একাধিকবার বলা হচ্ছে ‘গুলি করা যাবে না এবং আটক করলেও চালান না করে কয়েক ঘন্টা থানায় বসিয়ে রেখে ছেড়ে দিতে হবে’ সেই ব্যাক্তি কিভাবে হত্যার অনুমোদন ও নির্দেশ দিলো? অভিযোগের কথাবার্তা কেমন বেতাল হয়ে গেলো না?

১৪ দলীয় জোটের মিটিং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে গণভবনে আমি কি একাই উপস্থিত ছিলাম? তাহলে আজ আমি কেন এই নির্দিষ্ট অভিযোগে একা কাঠগড়ায়? এই জোটের বাকি সদস্যদের কি এই অভিযোগে ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে? না হয়নি। এরপরও কি মাননীয়

ট্রাইব্যুনাল আপনাদের বুঝতে খুব অসুবিধা হচ্ছে যে, আমাকে টার্গেট করা হয়েছে বিচারিক হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে!

অভিযোগ-০৭- ০৪ আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখে শেখ হাসিনার সাথে ফোনালাপে আন্দোলন দমনে কারফিউ জারি করে দেখা মাত্র গুলি করে হত্যা, লিথ্যাল উইপেন ব্যবহার করে আন্দোলন দমনে নিরীহ-নিরস্ত্র ছাত্র-জনতাকে জঙ্গি তকমা দিয়ে গুলি করে হত্যা, আটক ও নির্যাতনের ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা, উস্কানী ও নির্দেশ প্রদান।

ক- আমি খুবই অবাক যে, এই ফোনালাপ থেকেও অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে! এই ফোনালাপ একজন নাদান বাচ্চাকে শোনালে সেও বলে দেবে এই ফোনালাপ অভিযোগের বদলে অভিযুক্তের পক্ষে ডিফেন্স হিসেবে বেশী কাজ করবে। আসলে ষড়যন্ত্রমূলক একটা মামলা দাঁড় করিয়ে অসৎ উদ্দেশ্য সফল করার অপচেষ্টা করার জন্য তো কিছু আইটেম লাগবে কিন্তু, তদন্ত কর্মকর্তা ও প্রসিকিউশনের হাতে তেমন আইটেমের সংখ্যা বেশী না থাকায় কেবল মাত্র আইটেম সংখ্যা বাড়াতে ফোনালাপের কনটেক্সট বিবেচনা না করে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ফোনালাপ তাই এটাকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। যেই ফোনালাপের ভিত্তিতে অভিযোগ করা হচ্ছে, দেখা মাত্র গুলি করে হত্যা, লিথ্যাল উইপেন ব্যবহার, নির্যাতন এমন কোন রকম কথাই এই ফোনালাপে শোনা যায়না। সুতরাং আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে তদন্ত কর্মকর্তা এই ফোনালাপ পুরোটা শুনে এই অভিযোগ লিখেছে নাকি বাকি অভিযোগগুলো থেকে কপি পেস্ট করেছে!

খ- দেখা মাত্র গুলি করে হত্যা, লিথ্যাল উইপেন ব্যবহার, নির্যাতন এমন শব্দ সেই ফোনালাপে কোথাও উচ্চারিত হয়নি। তদন্ত কর্মকর্তা কি দেখাতে পারবে এই ফোনালাপে এসব কোন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে? বরং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ফোনালাপে থাকা এক্স ওয়াই বা জেট ব্যাক্তি একাধিকবার বলেছে গুলি করা যাবে না। যেসব শব্দের ব্যবহারই নাই যেই ফোনালাপে সেসব অভিযোগ দায়ের করেছে তদন্ত কর্মকর্তা, এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তদন্ত কর্মকর্তা কোন এক বিশেষ মহলের অসৎ উদ্দেশ্য সফলের জন্য কাজ করেছে।

গ- আটক মানে কি তা স্পষ্টভাবে ব্যাখা করা আছে সেই ফোনালাপেই। আটক মানে বিশৃঙ্খলা বাড়তে না দিতে আটক করে থানায় নিয়ে কয়েক ঘন্টা বসিয়ে রেখে ছেঁড়ে দেবার কথা বলা হয়। যদিও ৪ই আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখে সারাদেশে ডিসি অফিস, এসপি অফিস, ইউএনও অফিস, আওয়ামীলীগ অফিস, আওয়ামীলীগের বাড়িঘর ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে, বিটিভি, সেতু ভবন সহ বহু স্থাপনা ধ্বংস করা হয়েছে। তাতে কিছু আন্দোলনকারীদের আটক করে থানায় এনে কয়েক ঘন্টা পর ছেড়ে না দিয়ে চালান কিংবা আরো কোন আইনী পদক্ষেপ নেবার আইনগত এখতিয়ার সরকারের থাকে তবুও কঠোর না হয়ে আটক করে থানায় এনে চালান না করে কয়েক ঘন্টা পর ছেঁড়ে দেবার কথা বলা হয়। এটা কিভাবে আইনগত অপরাধ হলো? তাও আবার হত্যাযজ্ঞ অপরাধ?

ঘ- রাজনৈতিক দল হিসেবে রাজনৈতিক মোকাবেলায় জেলা, থানা, ওয়ার্ড পর্যায়ে মিছিল বের করে শান্তি চাই শান্তি চাই স্লোগানের কথাও বলা হয়েছে। শান্তি চাই, শান্তি চাই মিছিলের কথা বলার পরেও সেই ব্যাক্তির মনোভাব বুঝতে তদন্ত কর্মকর্তা এবং ট্রাইব্যুনালের খুব অসুবিধা হচ্ছে?

ঙ- জঙ্গি তকমা দেওয়া হয়েছে বলে তদন্ত কর্মকর্তা অভিযোগ করছে অথচ তদন্ত কর্মকর্তা সেই ফোনালাপে শুনতে ভুলে গেছে যে, সেখানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পষ্টভাবে বলছে, তাকে আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে বলেছে দেশে জঙ্গি হামলা হয়েছে। তাছাড়া-

প্রথমতঃ আন্দোলনকারী বা কাউকে শুধু এই ফোনালাপ না, পুরো আন্দোলন জুড়ে কখনই কোথাও অভিযুক্তের পক্ষ থেকে জঙ্গি তকমা দেওয়া হয়নি। যেভাবে সারাদেশে ডিসি অফিস, এসপি অফিস, ইউএনও অফিস, আওয়ামীলীগ অফিস, আওয়ামীলীগের বাড়িঘর ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে, বিটিভি, সেতু ভবন সহ বহু স্থাপনা যে কায়দায় ধ্বংস করা হয়েছে সেগুলোকে জঙ্গি হামলা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ জঙ্গি হলো এক ধরনের বিশেষ প্র্যাক্টিস বা কায়দা, যেমনঃ গেরিলা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের বেশকিছু অপারেশনকেও জঙ্গি অ্যাটাক বলা হতো। এমনকি বঙ্গবন্ধুর

শাসনামলেও জাসদের বহু অ্যাক্টিভিটিকে জঙ্গী অ্যাক্টিভিটি বলা হতো। জাসদ কর্মীরাই বলতো। জঙ্গী অ্যাক্টিভিটি মানে বিশেষ কোন শক্তির বিরুদ্ধে বিশেষ স্পর্শকাতর এক এধরনের অভিযান। জঙ্গী তকমা কেউ কাউকে দেওয়া মানে হত্যার নির্দেশ দেওয়া বা নির্দেশকে সমর্থন বা হত্যাকে লাইসেন্স দেওয়া না। লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার।

বিগত ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ইং তারিখে সাবেক আইজিপি বাহারুল আলম সাহেব বলেছেন—'নির্বাচনে জঙ্গী হামলা হবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না' https://www.facebook.com/share/p/1CVkUNCvXn/

আ আইজিপি সাহেব যে জঙ্গী বললেন তাহলে কি তিনি হত্যার লাইসেন্স দিলেন? আমার এই অভিযোগের বিচার করার আগে আইজিপি সাহেবকে এখানে আনতে হবে। তাঁর কাছে ব্যাখ্যা জানা দরকার উনি জঙ্গী বলেছেন মানে কি হত্যার নির্দেশ বা লাইসেন্স দিয়েছেন কিনা?

তৃতীয়তঃ প্রসিকিউশনকে আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এসব স্থাপনা ধ্বংস কারা করেছে? আন্দোলনকারীরা নাকি থার্ড পার্টি কেউ। যদি আন্দোলনকারীরা মেট্রোরেল, সেতুভবন, বিটিভি, থানা সহ বিভিন্ন স্থাপনায় যারা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে থাকে তবে তো তাহলে যেটা ঘটেছে সেটা বলা হলে কোনো ট্যাগ দেওয়া হলো না। সুতরাং এই অভিযোগ জায়েজ না। আর যদি আন্দোলনকারীরা এসব ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ না করে থাকে তবে তো জঙ্গি তকমা আন্দোলনকারীদের গায়ে লাগে না, যারা এসব করেছে তাদের গায়ে লাগে। সুতরাং এই অভিযোগ করার আইনগত কোন ভিত্তিই থাকে না। কিন্তু, আমার প্রশ্ন হলো, মেট্রোরেল, সেতুভবন, বিটিভি, থানা সহ বিভিন্ন স্থাপনায় যারা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে বলে নিজে গণমাধ্যমের সামনে স্বীকারোক্তী দিয়েছে তাদের কেন এই সরকার গ্রেফতার করছে না? যারা এই ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ সহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করেছে তাঁরা যদি আন্দোলনকারী না হয়ে থাকে তবে তাদের অ্যারেস্ট না করা হলে তবে বুঝতে হবে ডাল মে কুচ কালা হ্যায়।

চতুর্থতঃ খেয়াল করতে হবে, কেবল মাত্র রাষ্ট্রীয় স্থাপনা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়নি, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের মূরালও ভাঙচুর করা হয়েছে তখন। যে কায়দায় সেসব করা হয়েছিল সেটাকে যদি কেউ জঙ্গি হামলা বলে থাকে সেই বলাটা কি পাপ?

মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, এখানে খেয়াল করা জরুরী, ১৯ জুলাই ২০২৪ ইং তারিখে নরসিংদী কারাগারে নজিরবিহীন হামলার ঘটনা ঘটে। সেই হামলা করে ৯ জন দাগী জঙ্গীসহ মোট ৮২৬ জন বন্দি পালিয়ে যায় এবং ৮৫টি আগ্নেয়াস্ত্র সহ বিপুল পরিমাণে গোলা বারুদ লুট হয়। চলছিল কোটা সংস্কার আন্দোলন, তাহলে সারাদেশে এতগুলো কারাগার থাকতে আন্দোলনের আর্লি স্টেজেই কেন নরসিংদী কারাগারে হামলা করা হলো? সেই কারাগারে যে দাগী জঙ্গীরা ছিল তা কারা জানতো? আমি নিজেও তো জানতাম না। কিন্তু, যারা হামলা করেছিল তাঁরা ঠিকই জানতো। সেজন্য ৯ জন দাগী জঙ্গী পালাতে পারে এবং আগ্নেয়াস্ত্রসহ গোলা বারুদ লুট হয়। আন্দোলনের এত আর্লি স্টেজে যে কারাগারে জঙ্গী আছে, সেখানে হামলা চালিয়ে জঙ্গী বের করে আনা, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলা বারুদ লুট করার পর যদি কেউ জঙ্গী হামলা বা জঙ্গী তকমা দেয় তবে কিভাবে তা ভুল হয় এবং জঙ্গী তকমা দিলেই কিভাবে তা হত্যাযজ্ঞ অপরাধ বা হত্যার নির্দেশ বা সমর্থন দেওয়া হয়?

পঞ্চমতঃ 'এই কার্ড খেলতে হবে' এটা রাজনৈতিক টার্ম বা Phrase হিসেবে ব্যবহার হয়। এমন ক্যাজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজে প্রায় সব রাজনীতিবিদই কথা বলেন। প্রত্যেকটা প্রফেশনের আলাদা টার্ম বা ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে। যেহেতু সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তর্জাতিক সংস্থা জানিয়েছিল 'দেশে জঙ্গি হামলা হয়েছে' সেহেতু যেকোন ব্যক্তি সেই বক্তব্যটাকে মানুষের কাছে পৌঁছাতে চাইবে। এই পৌঁছাতে চাওয়াকেই রাজনৈতিক টার্মোলজিতে কার্ডটা প্লে করার কথা বলা হয়েছে। এটা কবে থেকে কিভাবে হত্যাযজ্ঞ অপরাধ হয়ে গেলো?

চ- অভিযোগ নাম্বার ০২ এ তদন্ত কর্মকর্তা অভিযোগ করেছে কারফিউ দিয়ে হত্যার উস্কানী, অনুমোদন ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, এই ০৭ নাম্বার অভিযোগ যে ফোনালাপের উপর ভিত্তি করে দাঁড় করানো হয়েছে সেই ফোনালাপে স্পষ্টভাবে বর্ণণা শোনা যায়, কারফিউ মানে আসলে সরকারের পদক্ষেপ কেমন হবে। 'গায়ে গতরে কঠোর ভাব থাকলেও গুলি কয়া যাবে না, প্রয়োজনে কাউকে

আটক করলেও চালান না করে থানায় কয়েক ঘন্টা বসিয়ে রেখে ছেড়ে দিতে হবে' সুতরাং এই ফোনালাপের ভিত্তিতে ০২ নাম্বার অভিযোগনামায় কারফিউ দিয়ে হত্যার ষড়যন্ত্র, উস্কানী, অনুমোদন ও নির্দেশের অভিযোগও সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভুল তা প্রমাণিত হয়।

ছ- যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেছে আন্দোলনকারীরা ছিল নিরীহ-নিরস্ত্র। আমিও তা বিশ্বাস করতে চাই। কোনোদিন আমার সেই বিশ্বাস না ভাঙ্গুক সেটাও খুব করে চাই। তবে বর্তমান সরকারের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ২১ মার্চ ২০২৪ ইং তারিখে নিজের ভ্যারিফাইড ফেসবুকে এক ভিডিও বার্তায় বলেন, '৫ আগস্ট ব্যর্থ হলে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিও ছিল' তিনি আরো বলেন, 'নাহিদ ভাই ভিডিওবার্তা রেডি করে রেখেছিল। এমনকি আমি কি ঘোষণা দেবো সেটাও রেডি ছিল।' https://www.facebook.com/reel/1061222369166762

সো মাই কিউরিয়াস মাইন্ড ওয়ান্টস টু নো, যারা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত ছিল তাদের কি নিরীহ এবং নিরস্ত্র বলা যায় কিনা? এবং নিরীহ ও নিরস্ত্র আন্দোলনকারীরা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ঘোষণা যেহেতু দেবে সেহেতু তাঁরা সেসব অস্ত্র কোথায় পেলো? সেসব অস্ত্র এখন কোথায়? যেহেতু তাঁরা সশস্ত্র আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত ছিল সেহেতু এই আন্দোলনে যে সহিংসতা হয়েছে তাতে যে কেউ সেসবকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলতে পারে।

সুতরাং আমাদের ভালোভাবে খেয়াল করে দেখতে হবে, জুন মাসেই যেহেতু জুলাই আন্দোলনের সাথে সরকার উৎখাতের প্ল্যানিং করেছে, জাতিসংঘের অধিবেশনে গিয়ে বর্তমান সরকারের প্রধান উপদেষ্টা দাবী করেন, জুলাই আন্দোলন মেটিকিউলাস ডিজাইন এবং তাঁর মাস্টার মাইন্ড মাহফুজ আলম, উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বলছেন, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য তাঁরা প্রস্তুত ছিল। সাবেক স্বরাষ্ট ও বর্তমান পাট ও বস্ত্র উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত সাহেব বলেছিলেন, '৭.৬২ রাইফেল দিয়ে অনেককে হত্যা করা হয়েছে। যা পুলিশের কাছে থাকে না। এমনকি সেই রাইফেল তিনি নাকি সিভিলিয়ানদের হাতেও দেখেছে।' সুতরাং সেই ধোয়াশার সুরাহা না হওয়া এবং ৫ই আগস্ট ২০২৫ ইং তারিখে তিনি আরো বলেন, '5th of August maximum snipers killed the leaders, of the student leader. All shot here (He indicates to the middle of his forehead with his left hand) what it seemed they were totally professional sniper, would not have in Bangladeshi Police.' সুতরাং ৫ই আগস্ট সরকার পতনের পর ট্রেইনড স্নাইপার কোথা থেকে এলো, কারা মাথায় এই সিঙ্গেল শট করলো এসবও ধোঁয়াশা। অতএব, প্রশ্ন তখন সামনে চলে আসে, কতজনকে হত্যা সরকার করেছে আর কতজনকে বাইরে থেকে অন্য কেউ হত্যা করে সরকারের পতন ঘটিয়েছে?

অভিযোগ-০৮- ০৫ই আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখে বেলা অনুমান ০১.৩০ হইতে ০৪.০০ ঘটিকায় কুষ্টিয়া জেলার সদর মডেল থানা এলাকায় নিরীহ-নিরস্ত্র আন্দোলনরত ৬ জনকে হত্যা।

ক- এই দিনে ৬ হত্যাকাণ্ডের জন্য পৃথক পৃথক ৬টি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছিল কুষ্টিয়াতে। সেসব মামলাগুলো নিহতের পরিবার কিংবা বন্ধু বা আত্মীয়রাই দায়ের করেছিল। অথচ ৬টি হত্যা মামলার একটি মামলার এজাহারে আমার নাম ছিল না। মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, এ থেকে এটুকু প্রমাণিত হয়, এই ৬ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমার মিনিমাম যোগাযোগ থাকতো তাহলে নিহতের পরিবার কিংবা বন্ধু বা আত্মীয়রাই তাদের দায়ের করা মামলায় আমার নাম এজাহারভুক্ত করতো।

খ- লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, ক্রাইম সীন আমার নির্বাচনী এলাকা নয়। আমি তখন সিটিং নির্বাচিত সংসদ সদস্যও নই। আমার কোন এক্সিকিউটিভ পদ পদবী নেই। সুতরাং পুলিশ প্রশাসন আমার অর্ডার ফলো করার কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া নিজের নির্বাচনী এলাকার বাইরে অন্যের নির্বাচনী এলাকায় কোন সংসদ সদস্য বা রাজনীবিদের একটা ইঁদুর মারারও সক্ষমতা থাকে না সেটা এই দেশে যেকোন রাজনীতিবিদকে জিজ্ঞাসা করলেই জেনে যাবে।

প্রথম আলো'তে ডেভিড বার্গম্যান লিখেছে—'জুলাই হত্যাকাণ্ড ও আওয়ামী এমপিঃ কাঠগড়ায় কি ভুল মানুষ?' সেই প্রতিবেদনে আরো বলছে, ১৬ জুলাই রংপুরে যেদিন আবু সাঈদ মারা যায় সেদিন চট্রগ্রামেও ৩ জন নিহত হয়। ঘটনাস্থল সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নওফেল সাহেবের নির্বাচনী এলাকা। এই ঘটনা নিয়ে 'নেত্র নিউজ' একটা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনও করে। সেই প্রতিবেদন থেকে জানা যায় কারা

গুলি চালিয়েছে বলে অভিযোগ, অস্ত্রের উৎস কোথা থেকে এসেছে এবং শ্যুটারদের সাথে কাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। এসব তথ্য থাকার পরেও আইসিটি এর কৌঁসুলিরা নেত্র নিউজ যাদের চিহ্নিত করেছিল তাদের কাউকে নিয়েই তদন্ত করেনি। বরং তাঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সাবেক আওয়ামীলীগ সংসদ সদস্য এবি এম ফজলে করিম চৌধুরীকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করে গ্রেফতার দেখায়। এমনকি সেই সময় স্পষ্ট ছিল না, ঠিক কোন অপরাধের জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। অথচ জনাব ফজলে করিম চৌধুরী যে সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্য সেই আসনে কোন গুলির ঘটনা ঘটেনি, কেউ গুরুতর আহত এমনকি কেউ নিহতও হয়নি। এই মামলার প্রসিকিউটর আব্দুল্লাহ আল নোমান স্বীকার করেছে, জনাব ফজলে করিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার জন্য ট্রাইব্যুনালের ওপর বাইরের কিছু গোষ্ঠী চাপ সৃষ্টি করেছে। জনাব নোমান আরো স্বীকার করে, জনাব ফজলে করিম এর বিরুদ্ধে মামলা করার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাঁর ভাষায়, 'যে আসন থেকে জনাব ফজলে করিম চৌধুরী সংসদ সদস্য, সেই আসনে কোন নৃশংস ঘটনা ঘটেনি। হত্যাকাণ্ডগুলো যে আসনে ঘটেছে সেখানে জনাব ফজলে করিম কোন সাংগঠনিক দায়িত্বে ছিল না; আওয়ামীলীগ বা যুবলীগ বা ছাত্রলীগের কোন পদেও ছিলেন না।'

https://www.facebook.com/share/p/1Kv3BT7Pwa/

এখানে দুইটা বিষয় লক্ষ্যনীয়—

১। এই ঘটনা স্পষ্ট প্রমাণ করে কিভাবে মিথ্যা মামলায় আইসিটি এর মত স্পর্ষকাতর আদালতে কাউকে কাউকে আসামী করা হয়েছে।

২। প্রসিকিউটর জনাব নোমান এর ভাষ্যমতে, যে আসন থেকে জনাব ফজলে করিম সংসদ সদস্য, সেই আসনে কোন নৃশংস ঘটনা ঘটেনি। হত্যাকাণ্ডগুলো যে আসনে ঘটেছে সেখানে জনাব ফজলে করিম কোন সাংগঠনিক দায়িত্বে ছিল না; আওয়ামীলীগ বা যুবলীগ বা ছাত্রলীগের কোন পদেও ছিলেন না বলে যদি জনাব ফজলে করিম এর বিরুদ্ধে মামলা করার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তবে আওয়ামীলীগ এর পদ তো দূরের কথা আমি আওয়ামীলীগ এর সদস্যই নই, কুষ্টিয়া যে আসনে ৬ হত্যাকাণ্ড হয়েছে সেই আসনও আমার নির্বাচনী আসন না, এমনকি আমি সেই সময়ে বাংলাদেশে নির্বাচিত সংসদ সদস্য না, কুষ্টিয়া আওয়ামীলীগের কোন নেতাকর্মীর সাথেও আমার কোন যোগাযোগ ছিল না, তাহলে কুষ্টিয়া সদর আসনের এই ৬ হত্যাকাণ্ডের জন্য আমাকে কিভাবে কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করানো যায়?

অতএব মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, এটা স্পষ্ট প্রমাণিত, আমাকে মিথ্যা, বানোয়াট ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় ফাঁসানো হয়েছে বিচারিক হত্যার অসৎ ও নিকৃষ্ট উদ্দেশ্যে।

গ- কাউকে হত্যা করা তো দূরে থাক, কাউকে লাঠিচার্জের পক্ষেও আমার কোন ধরনের মৌন সমর্থন কখনও ছিল না। কারণ, কাউকে জীবন দেবার ক্ষমতা যেহেতু আমাদের নাই তাই কোন জীবন নেবার পক্ষে আমি না। তাছাড়া ০৩ নাম্বার অভিযোগের যে উত্তর আমি উপরে দিয়েছি তা পুরোটা আবার এই অভিযোগের উত্তর হিসেবেও পঠিত হবে।

তাছাড়া যখনও আন্দোলনে কেউ মারা যাওয়া তো দূরের কথা কাউকে একটা আঘাতও করা হয়নি তখনই কোটা সংস্কারের পক্ষে আমার দল জাসদ একাধিক অফিসিয়াল বিবৃতি দেয়। এরপর ১৬ জুলাই আমি আমার ব্যাক্তিগত ফেসবুক প্রোফাইলে একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করি—যার ভাষা ও লিংক উপরে ০১ নং অভিযোগের ব্যাখ্যায় সংযুক্ত করেছি। হত্যা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং কোটা সংস্কারের পক্ষে ছিলাম বলেই পুরো আন্দোলন জুড়ে আমার দল জাসদ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোন মিটিং-মিছিল বা কর্মসূচী দেয়নি। এমনকি একজন কর্মীও সারাদেশে কোথাও আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামেনি। এমনকি কুষ্টিয়াতেও না। সাক্ষি, তদন্ত কর্মকর্তা কেউই সেরকম কোন প্রমাণ ট্রাইব্যুনালের সামনে উপস্থাপন করতে পারবে না। এছাড়া প্রসিকিউশন নিজে এই ট্রাইব্যুনালে বলেছে, তাদের তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী কুষ্টিয়াতে আওয়ামীলীগের সঙ্গে আমার বা আমার দল জাসদের সম্পর্ক ভালো নয়। তাই বিগত ১০ বছরেও কুষ্টিয়াতে ১৪ দলেরও কোন কর্মসূচী হয়নি। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে কুষ্টিয়া সম্পর্কিত কোন আলাপ আমার হয়নি, কুষ্টিয়ার কোন এমপির সাথে আমার কোন যোগাযোগ হয়নি এমনকি কুষ্টিয়া আওয়ামী কোন নেতাকর্মীর সাথেও আমার কোন যোগাযোগ

হয়নি আন্দোলন চলাকালে এবং আমি কুষ্টিয়াতে উপস্থিতও ছিলাম না। এরচেয়েও বড় কথা হলো, ৬টি হত্যাকাণ্ডের জন্য নিহতের পরিবাররা পৃথক পৃথক ৬টি মামলা দায়ের করে। যার একটি মামলাতেও আমি এজাহারভুক্ত আসামী না। এতকিছুর পর এটা স্পষ্ট প্রমাণ করে এই ৬ হত্যাকাণ্ডের সাথে আমার বিন্দুমাত্র যোগাযোগ থাকার সুযোগ নাই। তারপরেও এতবড় অসত্য অভিযোগে আমাকে অভিযুক্ত করার মানে স্পষ্টত আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্বেষ।

ঘ- ০৫ আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখে বেলা অনুমান ০১.৩০ হইতে ০৪.০০ ঘটিকায় কুষ্টিয়া জেলার সদর মডেল থানা এলাকায় নিরীহ-নিরস্ত্র আন্দোলনরত ৬ জনকে হত্যার নির্দেশদাতা হিসেবে আমাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু নির্দেশটা আমি কাকে দিয়েছি সেটা আগে ক্ল্যারিফাই করতে হবে। এই ৬ জন কার গুলিতে মারা গেছে? পুলিশ নাকি আততায়ী? আমার দল জাসদের কোন নেতাকর্মী তো আন্দোলনে নেমে আন্দোলনকারীদের ওপর আক্রমণ করেনি, কুষ্টীয়ার আওয়ামীলীগের কোন নেতার সাথেও তো আমার কোন যোগাযোগই হয়নি আন্দোলন চলাকালে, পুলিশ প্রশাসনের কাউকেও কোন নির্দেশ দিইনি, এসপির সাথে যে ফোনালাপের কথা প্রসিকিউশন বলছে, সেখানেও কোথাও হত্যা, গুলি এমন কোন শব্দ উচ্চারিত হয়নি। তাছাড়া ৬ জন ব্যাক্তি পুলিশ নাকি আততায়ীর গুলিতে মারা গেলো সেটাই যেহেতু নিশ্চিত নয়, সেহেতু এই অভিযোগের সাথে আমার কোন যোগাযোগের মানেই হয় না। তাছাড়া এই ৬ জনের ময়না তদন্ত রিপোর্ট কোথায়? মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, এটুকু এতক্ষণে প্রমাণিত হয়ে গেছে, আমাকে সম্পূর্ণ বানোয়াট ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় এখানে এনে দাঁড় করানো হয়েছে।

এছাড়া ০৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ইং তারিখে এই ট্রাইব্যুনালে আমার ডিফেন্স লয়্যার মামলার আই.ও. এর জেরাকালে ০৫ই আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখে যশোরের জাবের হোটেল পুড়িয়ে ২৪ জনকে হত্যার ঘটনায় জেরা করতে গেলে স্বয়ং বিচারক সেই জেরা গ্রহণ করেনি এই যুক্তি দেখিয়ে যে, '০৫ আগস্টের ঘটনা তিনি জেরা গ্রহণ করবেন না'

তাহলে মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, ০৫ই আগস্টের ঘটনার ডিফেন্স জেরা যদি আপনি গ্রহণ না করেন তবে ০৫ আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখে সরকার পতনের পরের হত্যাকান্ডে কিভাবে আমার নামে অভিযোগ গ্রহণ করলেন এবং আমার বিচার করছেন? সুতরাং এই অভিযোগে আমার বিচার করা অন্যায়।

ঙ- অভিযোগ তোলা হয়েছে, '০১ জুলাই থেকে ০৫ আগস্ট পর্যন্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্দোলন দমনে ওবায়দুল কাদের, আসাদুজ্জামান খান কামাল, মাহবুবুল আলম হানিফ, দলীয় অঙ্গ সংগঠন, ১৪ দলীয় জোটের অন্যতম নেতা হাসানুল হক ইনু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ পুলিশের প্রধান চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন সহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তা ও আওয়ামীলীগ সমর্থিত গণমাধ্যমের নেতৃবৃন্দের সাথে দফায় দফায় মিটিং করে লিথ্যাল উইপেন ব্যবহার, সরাসরি গুলি, আন্দোলন দমনে হেলিকপ্টার ব্যবহার করে গুলি বর্ষণ, দেখা মাত্রই গুলি (শ্যুট অ্যান্ড সাইট) নির্দেশ, গ্রেফতার করে ছাত্র-জনতাকে হত্যা, নির্যাতনের মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের নির্মুল করার পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক তা কার্যকর করার নির্দেশ প্রদান করে।' এই অভিযোগ সম্পুর্ণ বানোয়াট ও মিথ্যা। আমার খুব অবাক লাগছে, তাঁর সাথে আমার কিসের শত্রুতা যে একজন তদন্ত কর্মকর্তা কিভাবে এতবড় মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ দায়ের করতে পারে? সাবেক পুলিশ প্রধান চোধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তা, আওয়ামীলীগ সমর্থিত গণমাধ্যমের নেতৃবৃন্দ কারো সাথে সিঙ্গেল টাইমের জন্য মিটিং বা যোগাযোগ হয়নি। যেহেতু মিটিং হয়নি সেহেতু বাকি অপরাধের অভিযোগের তো কোন ভিত্তিই নাই। সাবেক পুলিশ প্রধান চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন তো সরকারের জিম্মায় এবং এখনও সরকারের লোক কারণ, সে এপ্রুভার – সুতরাং প্রসিকিউশন থেকে তাকে জিজ্ঞাসা করলেই জেনে যাবে।

চ- তদন্ত কর্মকর্তা আরেকটা অভিযোগ করেছে, 'সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে আন্দোলনকারীদের নির্মুল করার লক্ষ্যে লিথ্যাল উইপেন ব্যবহারে নিজ জেলা কুষ্টিয়ার দলীয় নেতাকর্মী ও পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করা।' এই অভিযোগও সম্পূর্ন মিথ্যা। এই অভিযোগের ব্যখ্যা উপরে বিশদ দিয়েছি। তাছাড়া-

প্রথমতঃ দলীয় নেতাকর্মী মানে আমার দল জাসদ; পুরো আন্দোলন চলাকালে কোথাও জাসদের একজন নেতাকর্মী আন্দোলনে নেমেছে এবং আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণ করেছে এমন কোন প্রমাণ তদন্ত কর্মকর্তা কি ট্রাইব্যুনালের সামনে পেশ করতে পেরেছে? পারবে না কারণ, আমার দল জাসদের একজন ব্যাক্তিও এমন কর্ম করে নাই। এছাড়া কুষ্টিয়া জেলার আওয়ামীলীগের কোন নেতাকর্মীর সাথে আমার এমন কোন যোগাযোগও হয়নি। সুতরাং লিথ্যাল উইপেন ব্যবহারের নির্দেশ আমি কোন দলীয় নেতাকর্মীদের দিলাম? আর পুলিশ প্রশাসনকে তো আমি কোন নির্দেশ দিইনি এবং দেবার এখতিয়ারও আমার ছিল না। তাছাড়া ঢালাওভাবে 'দলীয় নেতাকর্মী' বলে দিলেই তো তদন্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব সহী হয় না, দলীয় নেতাকর্মী মানে স্পেসিফিক কাকে কবে কখন কিভাবে কি ল্যাঙ্গুয়েজে নির্দেশ দিয়েছি তাঁর তো প্রমান ও ব্যাখ্যা দরকার। বরং একজন তদন্ত কর্মকর্তার এমন ঢালাও মন্তব্য শত্রুতা মনোভাবের তদন্ত রিপোর্টের প্রমাণ দেয়।

যদি আওয়ামীলীগ কর্মী আন্দোলনে রাস্তায় নেমে থাকে তবে তাঁর দায়ভার আমার না। কারণ, আমি আওয়ামীলীগ করিনা। তাই আওয়ামীলীগের কোন সদস্য আমার দলীয় নেতাকর্মী না। সুতরাং দলীয় নেতাকর্মী মানে জাসদের নেতাকর্মীই বোঝায়। অতএব এখন আওয়ামীলীগের নেতাকর্মী মিন করতে চাইলে তা হবে খোড়া যুক্তি। তাছাড়া আওয়ামীলীগের কোন কর্মীকেও আমি কোন নির্দেশ দিতেই পারি না।

দ্বিতীয়তঃ পুলিশ প্রসাশন বলতে এসপির সাথে একটাই ফোনালাপের নমুনা প্রসিকিউশন সাবমিট করেছে। সেখানে সব স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে। অতএব লিথ্যাল উইপেন ব্যবহার, হত্যা, নির্যাতন এসব কোন রকম শব্দ সেই ফোনালাপে নাই। তাহলে তদন্ত কর্মকর্তা এসব অভিযোগ কোথায় থেকে এনে হাজির করলেন?

তৃতীয়তঃ অভিযোগ নং ০৩ এর জবাব ও ব্যাখ্যা এখানে প্রযোজ্য তাই অভিযোগ নং ০৩ এর পুরো জবাব এখানে এখানে রিপিট না করে অভিযোগ নং ০৩ এ গিয়ে দেখে নেবার অনুরোধ রইলো।

চ- আমি যদি ভুল না করে থাকি তবে ২৩শে অক্টোবর ২০২৫ ইং তারিখে এই এজলাসেই শুনানী চলাকালে প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, 'তদন্তের স্বার্থে কুষ্টিয়ায় গোয়েন্দারা খোঁজ নিয়ে জেনেছে আওয়ামীলীগ ও মাহবুবুল আলম হানিফের সাথে আমার দুরুত্ব ছিল।'

প্রথমতঃ যেহেতু ঘটনাস্থল অন্যের নির্বাচনী এলাকা এবং প্রসিকিউশনের তদন্ত রিপোর্ট বলছে হানিফ সাহেবের সাথে আমার সম্পর্ক ভালো ছিল না সেহেতু আন্দোলন ঘিরে হানিফকে আমি কোন নির্দেশ প্রদান বা কোন ধরনের আলোচনার সুযোগ যে ছিল না তা প্রসিকিউশনের বক্তব্যে স্পষ্ট প্রমাণিত।

দ্বিতীয়তঃ একেতো অন্যের নির্বাচনী এলাকায় একটা ইঁদুর মারারও ক্ষমতা কোন এমপি বা রাজনীতিবিদের থাকে না তাঁর উপরে প্রসিকিউশন দাবী করছে মাহবুবুল আলম হানিফের সাথে আমার সম্পর্ক ভালো ছিল না সেহেতু তাঁর দলের নেতাকর্মীকে কোন নির্দেশ বা পরামর্শ দেবারও সুযোগ যে আমার নেই তা প্রসিকিউশনে বক্তব্যে প্রমাণিত হয়। এমনকি তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী স্থানীয় আওয়ামীলীগের সাথেও আমার সম্পর্ক ভালো ছিল না, তাই ২০২৪ ইং এর জাতীয় নির্বাচনে আমার পরাজয় হয়। সুতরাং যে এলাকার এমপির সাথে আমার সম্পর্ক ভালো না, স্থানীয় আওয়ামীলীগের সাথে সম্পর্ক ভালো না সেখানে আমি কিভাবে কাকে কি নির্দেশ দেবো? তার উপরে আমার দল জাসদের কোন নেতাকর্মী যেহেতু আন্দোলনে রাস্তায় নেমে আন্দোলনকারীদের ওপর আক্রমণ করে নাই এবং পুলিশ প্রশাসনকেও আমি নির্দেশ দিই নাই এবং দেবার সুযোগও ছিল না, সেহেতু আমার বিরুদ্ধে আনিত এই অভিযোগ সম্পূর্ণ বানোয়াট ও ষড়যন্ত্রমূলক।

সারাদেশের মানুষ দেখেছে চট্রগ্রামের পুলিশ কমিশনার বেতারের মাধ্যমে অর্ডার করেছে, 'চেকপোস্টগুলোকে ভালোমত ডিউটি করতে বলো। আর যেভাবে অস্ত্রের প্রাধিকার আমি বলে দিয়েছি ওইভাবে অস্ত্র নিয়া যাইতে হবে। একটা চেকপোস্টের ভেতরে মেজোরিটি আর্মস থাকবে এসএমজি, চায়না এসএমজি। এটার যেন কোনোরকম ব্যত্যয় বা ব্যাতিক্রম না ঘটে। আমি এর সর্বোচ্চ ব্যবহার চাই। পুলিশের অস্ত্রের এই অটোমেটিক হাতিয়ারের আমি সর্বোচ্চ প্রয়োগ ও ব্যবহার চাই। এটা সবাইকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও। দেখা মাত্র গুলি হবে। এই বিষয়ে কোন ছাড় নাই। এবং যে এই কাজ করতে পারবে তাকে অর্থ পুরষ্কার ঘোষণা করা হবে। অর্থ পুরষ্কার দিব।' আবার রাজনৈতিক

সহিংসতা ও আগুন-সন্ত্রাসের পেক্ষাপটে ডিএমপি কমিশনারও বেতার বার্তার মাধ্যমে 'গুলির নির্দেশনা' দিয়েছে। বাংলাদেশ দন্ডবিধি ৯৬ থেকে ১০৬ ধারায় 'ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা বা Right of private Defense' এর বিধান রয়েছে। দন্ডবিধি ৯৬ বলছে- 'ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার প্রয়োগকালে সংঘটিত কোনো কাজ অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না।' ৯৭ থেকে ১০৬ ধারায় বলা আছে- 'নিজের বা অন্যের জীবন, দেহ বা সম্পদ রক্ষার্থে ব্যক্তি বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করতে পারে, তবে তা হতে হবে যৌক্তিক এবং পরিস্থিতি সাপেক্ষ।' প্রাণঘাতি শক্তি বা লিথ্যাল ফোর্স কেবল তখনই বৈধ যখন আক্রমণটি জীবনহানির ঝুকি তৈরি করে এবং তা ঠেকাতে অন্য কোন উপায় থাকে না। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩১ ও ৩২ অনুচ্ছেদেও প্রতিটি নাগরিকের জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার ও আইনের আশ্রয়প্রাপ্তির নিশ্চয়তা রয়েছে।

PRB (Police Regulations Bengal) তে ৩ টা ক্ষেত্রে ফায়ার ওপেন করার নিয়ম আছে।

(১) To established right of private defense. Right of private defense এর মধ্যে রয়েছে, মানুষের জীবন এবং যান মাল। সেটা নিজের এবং অপরের।

(২) CRPC (Criminal Procedure Code-দন্ডবিধি কার্যবিধি বা ফৌজদারি কার্যবিধি) ১২৭ এবং ১২৮ এ আনলফুল অ্যাসেম্বলীকে ডিসপাস করার জন্য।

(৩) কোন যাবৎজ্জীবনপ্রাপ্ত এবং মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত কোন আসামীর অ্যারেস্ট এক্সিকিউট করার জন্য। সে যদি অ্যারেস্টকে এভয়েড করার জন্য পালিয়ে যেতে চায় তবে তাকে অ্যারেস্ট করার জন্য ফায়ার ওপেন করা যাবে।

সিএমপি এবং ডিএমপি কমিশনারের ওপেন ফায়ারের অর্ডারের বৈধতার ব্যাখ্যা করতে যেয়ে ডিএমপি প্রেস ব্রিফিং এ PRB (Police Regulations Bengal) আইনের ব্যাখা দিয়েছে।

PRB (Police Regulations Bengal) ১৫৩, ১৫৪ এবং ১৫৫ ধারায় স্পেসিফিক্যালী স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া আছে পুলিশ কখন কিভাবে ফায়ার ওপেন করতে পারবে।

উপরে যে পুলিশ আইনের কথা বললাম সেই ব্যাখ্যা পুলিশ নিজের মুখেও দিয়েছেন মিডিয়ার সামনে।

https://www.facebook.com/share/v/1DXBYRsBWZ/

সুতরাং বর্তমান সিএমপি কমিশনার ও ডিএমপি কমিশনারের অর্ডার যদি বৈধ ও আইনসম্মত হয় তাহলে ০১ জুলাই থেকে ০৫ ই আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ পুলিশ ও প্রশাসনের ফায়ারিং কিভাবে অবৈধ?

সাক্ষীদের জবানবন্দি

'তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, আর যে সাক্ষ্য গোপন করে বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাঁর হৃদয় অপরাধী। তোমরা যা কিছু জানো, আল্লাহ তাঁর খবর রাখেন।'—সূরা আল বাকারাহ, আয়াতঃ ২৮৩।

'স্থুল প্রমাণ প্রয়োগ যেখানে একমাত্র অবলম্বন, মানুষ যতক্ষণ স্বার্থান্ধতায় মিথ্যা বলতে দ্বিধা করেন না, ততক্ষণ ডিভাইন জাস্টিস বোধ হয় অসম্ভব। সরল সহজ সভ্যতাবঞ্চিত মানুষ মিথ্যা বললে সে মিথ্যাকে চেয়া যায়, কিন্ত্য সভ্য-শিক্ষিত মানুষ যখন মিথ্যা বলে তখন সে – মিথ্যা সত্যের চেয়ে প্রখর হয়ে ওঠে। পারার প্রলেপ লাগানো কাঁচ যখন দর্পন হয়ে ওঠে তখন তাতে প্রতিবিম্ব সূর্যচ্ছটা চোখের দৃষ্টিকে সূর্য্যের মতই বর্ণান্ধ করে দেয়। জজ, জুরী, সকলেই প্রতারিত হতে হয়। অসহায়ের মত।

স্থুল প্রমাণ-প্রয়োগের আবরণ ছিঁড়ে মর্ম-সত্যকে আবিষ্কার করতে হবে যা অভ্রান্ত, যাকে বলতে পারি ডিভাইন জাস্টিস।' বিচারক—তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়।

'কোথাও কেউ নেই' হুমায়ুন আহমেদের কালজয়ী নাটকে রপ্রধান চরিত্র বাকের ভাইয়ের ফাঁসির রায় হয়েছিল তারই বন্ধু বদি'র মিথ্যা সাক্ষিতে। বদি ছিল শিক্ষিত। একটা নাটকের দৃশ্যে একটা চরিত্রের ফাঁসির আদেশের বিরুদ্ধে রাস্তায় মিছিল নামে। তবুও শেষ পর্যন্ত সেই নাটকে বাকের ভাইকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়।

তারও বহুদিন আগে ১৯৭৬ সালে আরেক নাটক মঞ্চস্থ হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে মিথ্যা রাজসাক্ষি দিয়ে বীর উত্তম কর্ণেল তাহেরকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। রায়ের মাত্র আড়াই

দিনের মাথায় কর্ণেল তাহেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। কর্ণেল তাহেরের ফাঁসির সেই ভোর রাতে ফাঁসির মঞ্চের ৫০ গজ দূরে ছিলাম আমি। ওই সাজানো নাটকে আমার গলাতেও ফাঁসির দড়ি পড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু, কোন এক জাদুবলে আমার ১২ বছর সাঁজা হয়।

মাওলানা ভাসানী এবং Amnesty International এর মত মানবাধিকার সংস্থা—Chief Martial Law Administrator (CMLA) & Deputy Chief Martial Law Administrator (DCMLA) কে টেলিগ্রাম করলেও তাদের মন নরম হয়নি।

অন্যদের সাথে রাজসাক্ষি ছিল হাবিলদার বারি এবং সুবেদার মাহবুব। রাজসাক্ষি হবার বিনিময়ে তাঁরা পেয়েছিলেন মামলা থেকে মুক্তি এবং বিদেশে যাবার সুযোগ। বহু বছর পর জার্মান প্রবাসে থেকে মাহবুব সাহেব একটা বই লেখেন, যে ভয়াবহ নির্যাতনের মুখে রাজসাক্ষি হতে তাঁরা বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর লোমহর্ষক বর্ণনা দেন।

বহু বছর পর হাইকোর্টের উচ্চ আদালতে এই মামলার পূনর্বিচার এবং রিভিউ আবেদন করলে হাইকোর্ট রায় দেয়—'The sentence passed by the fake Tribunal is heard by set assigned'

কোনকিছুর বিনিময়েই কর্ণেল তাহেরের জান বাঁচে নাই। রাজপথে মিছিল করেও বাকের ভাইয়ের ফাঁসি আটকানো যায়নি। এমন অনেক ইতিহাস এই দেশেই আছে।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তো সকল সাক্ষিকেই শপথ বাক্য পাঠ করতে হয়—'যাহা বলিব সত্য বলিব' কখনও ধর্মগ্রন্থ তো কখনও বোর্ডে শপথ বাক্য নিয়ে। এসব দেখে বহুকাল আগের বরিশালের কাশিপুরের পেশাদার এক মিথ্যা সাক্ষির ঘটনা মনে পড়ে গেলো। তিনি পেশায় ছিলেন মাছ বিক্রেতা, কিন্তু চুক্তিতে আদালতে সাক্ষি দিয়েও বেড়াতেন। যেদিন তাঁর সাক্ষি থাকতো, সেদিন সে মাথায় করে কোরআন নিয়ে এজলাসে আসতেন—যেমন করে তিনি মাছের ডালা মাথায় নিয়ে ঘুরে ঘুরে মাছ বিক্রি করতো। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শপথ বাক্য পাঠ শেষে সাক্ষ্য প্রদানের শুরুতে সে বলতো, 'আমি আসলে সেদিন আমার মাছের ডালা এভাবে মাথায় নিয়ে ঘুরছিলাম, এক খদ্দেরকে মাছ দেখার জন্য মাথা থেকে মাছের ডালা নামিয়ে' এই বলে সে মাথা থেকে মাছের ডালা নামানোর মত করে কোরআন শরীফ নামিয়ে পাশে টেবিলে রাখতেন। তখন তাঁর মন হালকা হয়ে যেত এই ভেবে যে, ধর্মগ্রন্থ ছুঁয়ে শপথও হলো এবং এখন ধর্মগ্রন্থ দূরে তাই মিথ্যা বলতে মর্মপীড়া থেকে মুক্তি। তখন গড় গড় করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে যেত।

এই একবিংশ শতাব্দীতে ট্রাইব্যুনাল-২ এ চর্মচক্ষুতে দেখলাম, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জীব আশরাফুল মাখলুকাত তারই আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে কিভাবে মিথ্যা সাক্ষি দেয়। দেখে মনে হলো তদন্ত কর্মকর্তা যেন কাশিপুরের সেই পেশাদার মিথ্যা সাক্ষিকে এনে দাঁড় করিয়েছে। শুধু অন্যদের এনে দাঁড় করায়নি, নিজেও সেই কাশিপুরের পেশাদার মিথ্যা সাক্ষির মত শপথ বাক্য শেষে গড় গড় করে মিথ্যা বলে গেলো কি অবলিলায়!

তদন্ত কর্মকর্তার মিথ্যার ফুলঝুরিতে সাজানো অভিযোগনামা—যেখানে আবার আমার নামে সর্বোচ্চ শাস্তি দাবী করা হয়েছে। হ্যা অবশ্যই মিথ্যা সাক্ষি, মিথ্যার ফুলঝুরিতে সাজানো অভিযোগ। একটাও প্রত্যক্ষ বা সরাসরি সাক্ষি নেই। আদালত কি রায় দেবে তা আদালতের সিদ্ধান্ত তবে, মিথ্যার ফুলঝুরিতে সাজানো অভিযোগনামা ও মিথ্যা সাক্ষি দেখে এটুকু বুঝেছি, আমাকেও বিচারিক হত্যার অসৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আজ এখানে দাঁড় করানো হয়েছে।

মিথ্যা বার বার উচ্চারণ করলে সত্যের মত শোনায় বলে মিথ্যা মামলা দিয়ে, মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে, মিথ্যা সাক্ষি এনে বার বার মিথ্যা উচ্চারণ করানো হচ্ছে। কিন্তু মাননীয় ট্রাইব্যুনাল মনে রাখবেন, মিথ্যা বার বার উচ্চারণ করলে সত্যের মত শোনায় তবে সত্য হয়ে যায় না।

মিথ্যা মামলা, মিথ্যা অভিযোগের ফুলঝুড়িতে সাজানো অভিযোগের ডালা, মিথ্যা সাক্ষীর বয়ানে আমাকে এই বিচারিক হত্যার চেষ্টা যদি আজ থামানো না হয় তাহলে, মাননীয় ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বলতে চাই, 'হে রাষ্ট্র মনে রাইখো, জুলাই আন্দোলনে মেটিকুলাস ডিজাইনে হত্যা, ৫ আগস্ট পরবর্তী সকল হত্যার জন্য অন্তর্বর্তী সরকার ও জুলাই আন্দোলনের অনেককে আমার এই কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে হতে পারে।' আন্দোলনকে ৩ ধাপে ভাগ করা যায়।

১ম ধাপ—১লা জুলাই থেকে ৫ আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখ।

২য় ধাপ—৬ আগস্ট থেকে ৮ আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখ।

৩য় ধাপ—৮ আগস্ট থেকে ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ইং তারিখ।

১লা জুলাই থেকে ৫ আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত একটা অভ্যুত্থান বলে পার পেয়ে গেলেও মনে রাখা জরুরী ক্ষমতার চেয়ারের গণেশ উল্টে গেলে ৬ আগস্ট থেকে ৮ আগস্ট ২০২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত দেশে যে হত্যা, ভাঙ্গচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট হয়েছে তাঁর দায় এসে কিন্তু আন্দোলনকারীদের উপর পড়তে পারে। এরপর ৩য় ধাপ—৮ আগস্ট থেকে ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ইং তারিখ পর্যন্ত দেশে যত খুন, বিরোধী মত দমন, অত্যাচার, ভাঙ্গচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ধর্ষণসহ সকল কৃতকর্মের ফল অন্তর্বর্তী সরকার, তাদের সাগরেদ ও আন্দোলনের নেতাদের উপর এসে পড়তে পারে।

এখানে জাস্ট মনে করিয়ে দিতে চাই, 'শ্রীলঙ্কায় গণ-অভ্যুত্থানের সময় এমপি কে পিটিয়ে হত্যার দায়ে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড'

https://www.facebook.com/share/p/1GCizChqSa/

তাই মনে রাখা জরুরী—প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের খেলায় কখনও শান্তি আসে না। আঘাতের প্রতিঘাতের ধারাতেই চলে ধর্মের বিচার। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার মত অমোঘ অনিবার্য।

সাক্ষীদের জবানবন্দি নিয়ে কোন বক্তব্য দেওয়াটাই বৃথা। কারণ, চার্জশীটে ২০ জন সাক্ষীর তালিকা দেওয়া হয়। সেই ২০ জনের মধ্যে ১২ জনের লিখিত জবানবন্দি ছিল। সেই প্রত্যেককে শিখিয়ে পড়িয়ে একই কথা বলানো হয়েছে। প্রত্যেকের জবানবন্দির ভাষা, অভিযোগ, ফরমেট এবং সাক্ষ্য একই রকম হুবুহু কপি।

কিভাবে তা সম্ভব হতে পারে? আলাদা বয়সের, আলাদা পেশার, আলাদা জেলার মানুষ হয়েও কিভাবে সবার একই রকম কথা হতে পারে? এই মামলার সাথে এই সাক্ষীদের একজনেরও কোন রকমের রেলিভেন্সী নেই। জবানবন্দি দেখে মনে হয় সাক্ষি লাগবে তাই আন্দোলনে ইনভলব ছিল এমন কয়েকজনকে এনে সাক্ষি করা হয়েছে।

চার্জশীটে যে ১২ জন সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিত ছিল তাদের মধ্যে মাত্র ৪ জনকে প্রসিকিউশন আদালতে হাজির করতে পেরেছে। রেশিওটা লক্ষ্য করা জরুরী। ৩ ভাগের ১। এই যে বাকি ২ ভাগ হাজির করতে না পারাটা প্রসিকিউশনের ব্যর্থতা ও মামলার ম্যারিটের প্রশ্ন। সুতরাং এখানেও স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বানোয়াট মামলায় মিথ্যা সাক্ষির নাম দিয়েছিল, তাই তাদের হাজির করতে পারেনি। মাননীয় ট্রাইব্যুনাল গত দেড় বছরে আওয়ামীলীগের নামে রোজদিন অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, তাঁরা সরকারী সকল সেক্টরে দলীয়করণ করে নিজ দলের কর্মীদের নিয়োগ দিয়েছে। এই মামলার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করতে হবে, তদন্ত কর্মকর্তা ২০০৪ সালে বাংলাদেশ পুলিশে নিয়োগ পেয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানও সন্দেহের চোখে দেখার সুযোগ তখন তৈরি হয়। উনি যে তৎকালীন সরকার ও সরকারের সাথে থাকা কোন দলের আশীর্বাদপুষ্ট নন তার কি গ্যারান্টি আছে?

তাছাড়া ৮টি অভিযোগের যা জবাব আমি দিয়েছি তারপর আলাদা করে আর সাক্ষিদের জবানবন্দির কোন উত্তর দেবার গুরুত্ব থাকে না। কারণ, তদন্ত কর্মকর্তার আনিত অভিযোগই যেহেতু সত্য না সেহেতু সাক্ষিদের জবানবন্দির কোন মূল্য আর থাকে না। তাছাড়া একজনও সরাসরি সাক্ষি না। তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছে, আমার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের কথা আন্দোলনের পরে সোশ্যাল মিডিয়া মারফত শুনেছে। হাওয়ায় উড়ে বেড়ানো কথা শুনে যারা সাক্ষি হতে এসেছে তাদের কথার কোন জবাব হয় নাকি! আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল সাহেবকে এক সাংবাদিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বরাত দিয়ে প্রশ্ন করেছিল, আইন উপদেষ্টা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভেসে বেড়াচ্ছে বলে সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে উল্টো তাকে চার্জ করেছিল, ইনভেস্টিগেট করে সত্যতা পেলে তারপর তাকে প্রশ্ন করতে।

https://www.facebook.com/share/v/16eSUMYMqF/

কিন্তু, আমার প্রশ্ন হলো, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভেসে বেড়াচ্ছে এমন বিষয়ে সাংবাদিক ইনভেস্টিগেশন ছাড়া উপদেষ্টাকে প্রশ্ন করতে না পারলে, যেইসব সাক্ষি তাদের জবানবন্দীতে বলেছে, 'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুনেছে' তাঁরা কিসের ভিত্তিতে হত্যা মামলার মত গুরুতর অভিযোগের

মামলায় কিভাবে সাক্ষী হতে পারে? তাঁরা কবে, কখন, কোন কথার উপর এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হলো? সুতরাং এইসব সাক্ষি উদ্দেশ্য ও সাক্ষ্য যে অসৎ তা এখানেই স্পষ্ট হয়ে যায়।

হত্যাকান্ড এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের মত এত বড় গুরুতর অভিযোগ অথচ একজন ব্যাক্তিও সরাসরি সাক্ষি না। সবাই শোনা কথায় সাক্ষি হতে চলে এসছে। ঘটনাস্থলে কেউ আমাকে দেখেনি, ঘটনাস্থলে উপস্থিত কারো সাথে আমাকে যোগাযোগ করতে কেউ দেখেনি, আমি কাউকে কোন নির্দেশ দিচ্ছি এমনটাও কেউ দেখেনি। তবুও হত্যাকান্ডের মত গুরুত্বর অভিযোগের মামলায় আমাকে অভিযুক্ত করে সাক্ষ্য দিতে চলে আসাটা যে উদেশ্য প্রণোদিত তা বুঝতে বাকি থাকে?

মাননীয় ট্রাইব্যুনাল যদি চক্ষু মেলিয়া লক্ষ্য করেন তবে, দেখতে পাবেন, ৪ জন পাবলিক উইটনেসের মধ্যে প্রথমজন বলেছে, ২০২৪ সালে জাতীয় নির্বাচনে আমি কুষ্টিয়া আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হই। যার বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের গুরুতর অভিযোগে সাক্ষ্য দিতে এসেছে, তাঁর সম্পর্কে এই বেসিক তথ্য যে ভুল দেয় তাঁর বাকি কথা যে সম্পূর্ন মিথ্যা এবং শেখানো পড়ানো তা বুঝতে কি খুব অসুবিধা হবার কথা?

দ্বিতীয় সাক্ষী বলেছে, আমার টিভি ইন্টারভিউ সহ যাবতীয় অডিও-ভিডিও প্রমাণাদি সে নিজ চোখে দেখেছে এবং নিজ কানে শুনেছে। অথচ তিনি এই ট্রাইব্যুনালে দাঁড়িয়ে বলে গেছে, Mirror Now নামক গণমাধ্যম বাংলা গণমাধ্যম। কিন্তু, Mirror Now নামক গণমাধ্যম কি বাংলা ভাষার? না। সেখানে আমার পুরো ইন্টারভিউ ছিল ইংরেজিতে। কিন্তু, এখানে দাঁড়িয়ে যখন সাক্ষী বলেছে Mirror Now নামক গণমাধ্যম বাংলা ভাষার, সে উত্তর শুনে প্রসিকিউশন হেসে দিয়েছে এবং মাননীয় ট্রাইব্যুনালও হেসে দিয়েছিল তাঁর প্রমাণ আপনারা এই ট্রাইব্যুনালে রেকর্ডকৃত ভিডিও চেক করলেই পেয়ে যাবেন। মাননীয় ট্রাইব্যুনাল এই সাক্ষ্যর পর কি আর প্রমাণের দরকার থাকে যে, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন? তাছাড়া সেই সাক্ষী নিজের বয়সের হিসাবও ভুলভাল বলেছে। যে ব্যক্তি নিজের বয়সের হিসাব সঠিক বলতে পারে না, তাকে মানসিকভাবে সুস্থ গণ্য করাই কঠিন।

তৃতীয় সাক্ষী তো তাঁর সাক্ষ্যতে কোথাও আমার এবং আমার দল জাসদের নামই উচ্চারণই করেনি। সুতরাং সেই সাক্ষ্য তো এটা প্রমাণ করে এই বানোয়াট মামলার সাথে আমার কোন যোগাযোগই নাই। চতুর্থ সাক্ষী তাঁর সাক্ষ্যতে যা যা বলেছে তা আমার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ থেকে এত দূরে যে মাননীয় ট্রাইব্যুনালকে বার বার সাক্ষীর কথা কারেক্ট করে দিতে হয়েছে। তাঁর সাক্ষ্যর সাথে এই মামলার কোন মিলই নাই।

আমাকে কাঠগড়ার দাঁড় করানো হয়েছে কুষ্টিয়ায় ৫ই আগস্ট সরকার পতনের পর নির্দিষ্ট ৬টি হত্যাকান্ডের দায় সহ সারাদেশে হত্যাকাণ্ডের দায়ে মানবতা বিরোধী অপরাধে। ৮টি অভিযোগের মাত্র ১টি অভিযোগ হলো কুষ্টিয়ার ঘটনায় আর বাকি ৭টি ঘটনা সারাদেশের। অথচ, তদন্ত কর্মকর্তা কুষ্টিয়া ব্যাতিত অন্য কোন স্থানে তদন্তের জন্য যায়নি। এবার বোঝেন মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, তদন্ত কর্মকর্তার এই তদন্ত রিপোর্ট কতখানি মনগড়া ও ত্রুটিপূর্ণ!

তদন্ত কর্মকর্তা তাঁর জবানবন্দীতে এক জায়গায় বলেছে 'ড্রোন দিয়ে চিহ্নিত করে হেলিকপ্টার দিয়ে আন্দোলনকারীদের উঠিয়ে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে।' একটু পরে আরেক জায়গায় বলেছে, 'হেলিকপ্টার দিয়ে বোম্বিং করা হয়েছে।'

মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, আন্দোলন চলাকালে ঢাকা কিংবা সারাদেশে কোথায় হেলিকপ্টার থেকে বোম্বিং করা হয়েছে তার একটা প্রমাণ তদন্ত কর্মকর্তা কি ট্রাইব্যুনালকে দেখাতে পেরেছে? কিংবা কোন আন্দোলনকারীকে হেলিকপ্টার দিয়ে তুলে নেওয়া হয়েছে? তারচেয়েও বড় কথা মাননীয় ট্রাইব্যুনাল, স্বয়ং তদন্ত কর্মকর্তার ভাষ্য দুই স্থানে দুই রকম। একবার বলছে, হেলিকপ্টার দিয়ে আন্দোলনকারীদের তুলে নেওয়া হয়েছে, আরেকবার বলছে হেলিকপ্টার দিয়ে বোম্বিং করা হয়েছে। দুটোর একটা কথারও বাস্তব ভিত্তি নেই। সম্পূর্ণ মিথ্যা।

তদন্ত কর্মকর্তা আরো বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেহ হাসিনার সাথে ফোনালাপে 'ঘর থেকে বেরুলেই গুলি করে হত্যা'র নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ সেই ফোনালাপে স্পষ্ট শোনা যায় একাধিকবার বলা হচ্ছে, কারফিউ মনোভাব কঠোর থাকবে তবে গুলি করা যাবে না, কাউকে আটক করলেও থানায় কয়েক ঘন্টা বসিয়ে রেখে ছেঁড়ে দিতে হবে কোর্টে চালান না করে।

যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তার ভাষ্যের গড়মিল সেহেতু এখানেই প্রমাণিত হয়, এই মামলা খুবই নিম্নমানের বানোয়াট ও মিথ্যা মামলা।

এই মামলার সাথে আমার যে কোন যোগসূত্র নাই তার সাক্ষী আপনারাও মাননীয় ট্রাইব্যুনাল। এই মামলার প্রতিটা পাবলিক উইটনেস এবং তদন্ত কর্মকর্তাও তাঁর জবানবন্দীতে কুষ্টিয়ার ৬ হত্যাকান্ডের দায়ে অভিযুক্ত বাকি ৪ আসামীর নাম বার বার উল্লেখ করেছে। এমনকি একজন সাক্ষি তো এই মামলার সাক্ষ্য দিতে এসে এই মামলার সাথে আমার যোগসূত্রে আমার এবং আমার দলের নামই উচ্চারণ করেনি কিন্তু এই মামলার সাক্ষ্যতে সে বাকি ৪ আসামীর নাম উল্লেখ করেছে। অথচ এই ৬ হত্যাকান্ডের জন্য বাকি ৪ আসামীর মামলায় ০৭ জানুয়ারী ২০২৬ ইং তারিখে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষী তাঁর সাক্ষ্যতে গুলি করার নির্দেশ সহ ৬ হত্যাকান্ডের জন্য অন্যদের নাম বললেও আমার নাম বলে নাই।

https://www.dhakapost.com/law-courts/422279

আরো ভালোভাবে খেয়াল করা জরুরী, আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে ৮টি অভিযোগের ভিত্তিতে, যার মধ্যে ৭টি অভিযোগ ২০২৪ ইং সালে জুলাই আন্দোলনে সারাদেশে হত্যাকাণ্ডের জন্য এবং বাকি ১টি অভিযোগ কুষ্টিয়া জেলা শহরে ৫ই আগস্ট সরকার পতনের পর ৬ জন নিহত হওয়ার ঘটনায়। অথচ তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তের স্বার্থে কেবলমাত্র কুষ্টিয়া জেলায় গিয়েছেন, সারাদেশে আর কোথাও তিনি তদন্ত করতে যান নাই সেকথা তিনি ক'দিন আগে তাঁর জবানবন্দিতে এই ট্রাইব্যুনালেই বলেছেন। এরপরও কি প্রমাণ হতে বাকি থাকে যে, তদন্ত প্রক্রিয়া ও তদন্ত রিপোর্ট স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য না?

এরপরেও কি মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আপনাদের বুঝতে বাকি থাকে যে, অসৎ উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় আমাকে এখানে এনে দাঁড় করানো হয়েছে?

আন্দোলন শেষে জিতে যাবার পর টিভি ইন্টারভিউ আর ফোনালাপ শুনে তাদের মনে হয়েছে হত্যার উস্কানী ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ আন্দোলন চলাকালে অনেকেই ওইসব টিভি ইন্টারভিউতে আলোচনার টেবিলে বসে সমাধান ও সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের সমালোচনা শুনে বলেছিল, আমি সরকারের সাথে রাজনৈতিক জোটে থেকে সরকারের সমালোচনা করে আন্দোলনকারীদের সমর্থন দিচ্ছি কারণ, আমি নির্বাচনে হেরে গিয়েছি। একই ইন্টারভিউ শুনে দুই শ্রেণীর মানুষের দুটো মনোভাব হলো। কোনটাকে তাহলে সঠিক বলে ধরে নেবো? তখন সরকার শক্তিশালী ছিল তাই তাঁরা আমার ইন্টারভিউ দেখে মনে করেছে আমি তাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছি। এখন যারা ক্ষমতার কাছেপিঠে আছে তাঁরা মনে করছে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছি। সমস্যা ওসব কথাতে না, সমস্যা হলো কে কোন পক্ষের লোক সেটাতে। কথায় আছে, যাকে ভালো না লাগে তাঁর হাটাচলাও ভালো লাগে না। ১২ জন সাক্ষীর জবানবন্দি পড়ে আমার কেবল একটা জিনিসই মনে হয়েছে এসব আসলে পলিটিক্যালী মোটিভেটেড। তাদের ওয়ে অব টকিং, প্যস্টার্ন অব ক্লেইম দেখলেই তা বোঝা যায়। কারণ, আমার নামে যে এক্স ওয়াই বা জেটের প্রথম ফোনালাপ প্রকাশ পায় তা ১৭ই আগস্ট ২০২৫ ইং তারিখে আমাকে এই মামলার জন্য আদালতে হাজির করা হয় ২১ই আগস্ট ২০২৫ ইং তারিখে। দ্বিতীয় ফোনালাপ প্রকাশ পায় তারও প্রায় ১ মাস পর। কিন্তু তদিনে আমার নামে চার্জশীট সাবমিট করা হয়েছে আদালতে। চার্জশীট সাবমিট করা হয় ২৫ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইং তারিখে। সুতরাং এই ১২ জন সাক্ষী কোথায় কিভাবে সেসব ফোনালাপ শুনতে পেলো এবং তাঁরা স্টেটমেন্ট দিলো যে, ওইসব ফোনালাপে হত্যার উস্কানী, পরিকল্পনা ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? ধরে নিলাম এসব ফোন কল রেকর্ড তদন্ত কর্মকর্তা, গোয়েন্দা সংস্থা এবং প্রসিকিউশন টিমের কাছে আগে থেকেই ছিল। কিন্তু, সেসব পাবলিক না হওয়া পর্যন্ত তো সাক্ষিদের শোনার সুযোগ নেই। আর যদি তদন্ত কর্মকর্তা বা প্রসিকিউশন টিম ব্যক্তিগতভাবে ওসব ফোনালাপ সাক্ষীদের শুনিয়ে থাকে তারমানে এটা তো তখনই প্রমাণিত হয় যে সাক্ষি পলিটিক্যালী মোটিভেটেড। আমি যদি যুক্তির খাতিরে ধরেও নিই ১৭ই আগস্ট ২০২৫ ইং তারিখে প্রকাশ পাওয়া ফোনালাপ শুনে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইং তারিখের আগেই সাক্ষিরা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন। তাহলে সেখানে একাধিক প্রশ্ন সামনে চলে আসে।

প্রথমতঃ সাক্ষিদের জবানবন্দি এটুকু স্পষ্ট প্রমাণ করে, সাক্ষিরা একটা ফোনালাপ শুনে স্টেটমেন্ট দেন নাই। তাঁরা একাধিক ফোনালাপ শুনে স্টেটমেন্ট দিয়েছে। সেজন্য তাঁরা মেনশনে করেছে সাবেক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ঘন ঘন যোগাযোগ করে হত্যার উস্কানী, পরিকল্পনা ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ এই ঘন ঘন যোগাযোগের সংজ্ঞাটা আসলে কি? কতদিনে কয়বার যোগাযোগ করলে আসলে ঘন ঘন যোগাযোগ হয়?

তৃতীয়তঃ টাইম ফ্রেমটা খেয়াল রাখা জরুরী, আমার নামে এক্স, ওয়াই জেট এর ফোনালাপ প্রকাশ পায় ১৭ই আগস্ট ২০২৫ ইং তারিখে এবং আমাকে এই মামলায় শন অ্যারেস্ট দেখানো হয় ২১ই আগস্ট ২০২৫ ইং তারিখে। তদন্ত চলমান তারও অনেক আগে থেকে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে সাক্ষিরা সেই ফোনালাপ না শুনেই তদন্ত কর্মকর্তার কাছে পারথমিক জবানবন্দি দিয়েছে এবং সেই জবানবন্দিতে ফোনালাপের কথা মেনশন করেছে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, ওইসব সাক্ষির জবানবন্দি তদন্ত কর্মকর্তার নিজে সাজিয়ে দেওয়া। অতএব এই তদন্তই ত্রুটিপূর্ণ এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। অংকের শুধু ভাগফল মেলালেই হয় না। অংকের ভাগফল মেলালে একটা সূত্র মেনে মেলাতে হয়। তাই এসব টাইম টেবিল ফ্রেম হিসেব করে আগানো উচিত ছিল।

সাক্ষিরা গণমাধ্যমের বক্তব্য ও ফোনালাপ নিজে কানে শুনে জবানবন্দি দেয়নি তাঁর সবচেয়ে বড় প্রমাণ—একজন সাক্ষি এই আদালতে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিয়ে গেছে, 'Mirror Now' নামক গণমাধ্যম বাংলা ভাষার গণমাধ্যম। কিন্তু, 'Mirror Now' নামক গণমাধ্যম ইংরেজি ভাষার গণমাধ্যম।

প্রায় প্রত্যেক সাক্ষি এবং স্বয়ং তদন্ত কর্মকর্তা বহুবার তাদের সাক্ষ্যতে বলছে, ১৪ দলের সন্ত্রাসীরা নির্যাতন করেছে, গুলি চালিয়েছে, হত্যা করেছে। এই সাক্ষিরা তাঁর নিজ নিজ এলাকায় ১৪ দলের সন্ত্রাসীদের আসলে কিভাবে আইডেন্টিফাই করলেন? সেই সন্ত্রাসী আসলে কারা তাদের নামটাও তো জানা দরকার। যেহেতু ১৪ দলের সন্ত্রাসীর কথা মেনশন করেছে তাহলে সেই সন্ত্রাসী তো দুরের কথা একজন সাক্ষি জুলাই আন্দোলন চলাকালে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে জাসদের একজন কর্মী রাস্তায় নেমেছিল তা প্রমাণ সহ দেখাতে পারবে?

সাক্ষিরা অভিযোগ করছে, আমি হত্যার নির্দেশ দিয়েছি। কার কাছে, কিভাবে, কি ল্যাঙ্গুয়েজে হত্যার নির্দেশ দিয়েছি সেসব স্পেসিফিক করা তো দরকার। তাহলে কি সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সাথের ফোনালাপ শুনে বলছে, হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? অথচ সেই ফোনালাপে তো তেমন কোন কথা নেই এবং ফোনালাপ শোনার সময়কাল এবং জবানবন্দি দেবার সময়কালই তো প্রশ্নবিদ্ধ। বাকি রইলো কুষ্টিয়া জেলার এসপির সাথের ফোনালাপ। কিন্তু, সাক্ষিদের জবানবন্দি সময়কাল পর্যন্ত তো এসপির সাথের ফোনালাপ সোশ্যাল মিডিয়া বা পাবলিক প্লাটফর্মে পাবলিক ছিল না, তাহলে সেটার ভিত্তিতে তো তাঁরা জবানবন্দি দিতেই পারে না। আর টিভি ইন্টারভিউ কোথাও তো হত্যার নির্দেশ বা পরিকল্পনা কিংবা অনুমোদনমূলক কথা নেই। তাহলে সাক্ষিরা কিভাবে বলছে যে হত্যার পরিকল্পনা বা নির্দেশ দিয়েছি? এসব প্রশ্নবিদ্ধ প্রশ্নের পর এটুকু বলা যেতেই পারে, এই মামলা, তদন্ত রিপোর্ট এবং সাক্ষি সবই পলিটিক্যালি মোটিভেটেড এবং অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

আমি আমার সত্যের দলিল শেষ করতে চাই সৈয়দ শামসুল হকের 'নুরুল দিনের সারা জীবন' কাব্যনাট্যের বিখ্যাত সংলাপ 'জাগো বাহে কুন্ঠে সবাই।' জয় বাংলা।

Wherefore, it is most humbly prayed that the above explanation of the accused-petitioner given relevant to the charges under section 17(a) of the International Crimes (Tribunals) Act, 1973 may kindly be accepted for the ends of justice and/or

pass such other order or orders as to your Lordships may deem fit and proper.

And for this act of kindness, your petitioner as in duty bound shall ever pray.